নিশ্চিহ্ন হওয়ার হুমকির মুখে
ইসলামী মূল্যবোধ

মোঃ এনামুল হক

নিশ্চিহ্ন হওয়ার হুমকির মুখে ইসলামী মূল্যবোধ

মোঃ এনামুল হক

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

নিশ্চিহ্ন হওয়ার হুমকির মুখে ইসলামী মূল্যবোধ

মোঃ এনামুল হক

প্রকাশক

এস.এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০২

৩য় সংস্করণ ঃ মে, ২০১৪

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ঃ রুবাইয়াত ইসলাম

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭৯০-১২০২৪৩/০১৭১১-৮১৬০০১

১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

Nishchinna Hawar Humkir Mukha Islami Mullabod By : Mohammad Enamul Huq, Published by: Muhammad Nurullah, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125, Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price : Tk. 100.00 US $ 6/- ISBN.984-493-077-4

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় Ahmad Thomson স্মরণে,

যাঁর একটি মাত্র বই:
Dajjal the Anti-Christ
আমার জীবন-দর্শন বদলে দিয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

[০৪]

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

দার্শনিকের মতে "মনুষ্য আর মনুষ্যত্ব বিকাশের যা সহায়ক তাই মূল্যবোধ।" আর এই মূল্যবোধ ধ্বংস হলে মনুষ্যত্ব আর পশুত্বের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না।

তাই সমাজে বা রাষ্ট্রে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে ইসলাম ধর্মে। এই মনুষ্যত্ব বিকাশে মানুষের কাছে আল্লাহর প্রথম বানীও ছিলো পড়ার জন্য। কিন্তু ইসলামের নির্দেশিত পথে সঠিক জ্ঞানচর্চার অভাবে মুসলমানেরা বিভিন্ন প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমে বিজাতীয় দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছে। এই মূল্যবোধ অবক্ষয়ের সুযোগে বিধর্মীয়রা মুসলমানদের সমৃদ্ধ অতীত, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর ধর্ম বিশ্বাস ইসলামকে অবদমিত করার নিরলস স্থূল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মুসলমান সম্প্রদায় বহুধায় বিভক্ত হয়ে মন-মানসে নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, যেখানে ধর্মের চর্চা চলছে সেখানেও শুধু ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার অজস্র ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ছড়াছড়ি। ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গীকার এবং আবেদনকে উহ্য রেখে বিজাতীয় দর্শনকে অনুসরণ/অনুকরণ করার ফলে এক অর্থে ইসলামকে দিন দিন এক উদযাপনযোগ্য আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত করছে। এর ফলে একদিকে ইসলামী মূল্যবোধ নিশ্চিহ্ন হওয়ার হুমকির মুখে। আর অন্যদিকে বিশ্বের মুসলমানেরা আজ এক বৈরী পরিবেশে বসবাস করছে। এক কথায় বর্তমানে বিজাতীয়রা ইসলামী তমদ্দুন ও দর্শনকে ধ্বংস করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মাঝে জংলী সভ্যতা প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক চতুর্মুখী কৌশলগত চক্রান্তে লিপ্ত।

এই চক্রান্তের ধারায় মুসলিম সম্প্রদায় আজ বিভিন্ন কঠিন সংকটের আবর্তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। মুসলিম জাতিসত্তা আজ চরম দুঃসময়ের সম্মুখীন। ইসলামী মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহন করেও বিজাতীয় দর্শন অনুকরনে/অনুসরণে বিভ্রান্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে।

মুসলমানদের বর্তমান এই অসহনীয় পরিণতিতে অনেক ঈমানদার মুসলমানকে পীড়া দেয়, কষ্ট দেয়। এমনি অস্থির অবস্থায় আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ফিরিয়ে আনতে যাঁরা অবিরাম প্রচেষ্টায় লিপ্ত, মোহাম্মদ এনামুল হক তাঁদের একজন। মূল্যবোধ অবক্ষয়ের উন্মাতাল হাওয়া রুখে দাঁড়ানোর জন্য তাঁর বিবেকের তাড়না থেকে বেরিয়ে আসে "নিশ্চিহ্ন হওয়ার হুমকির মুখে ইসলামী মূল্যবোধ" শীর্ষক পাণ্ডুলিপিটি।

বিবেকবান সুস্থ পাঠক সমাজ লেখককে অনুরোধ করেন পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য। সে অনুরোধে সাড়া দেয় দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা সংস্থা বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ।

www.nagorikpathagar.org

জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক সময়ের ধারাবাহিকতায় আমাদের ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ এবং বিজাতীয় চক্রান্ত ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ চিহ্নিত করেছেন সুনিপুন প্রচেষ্টায়। এছাড়া মুল্যবোধের অবক্ষয় থেকে উত্তরণের সঠিক দিক নির্দেশনা রেখেছেন এই গ্রন্থটিতে। নিশ্চিহ্ন হওয়ার হুমকির মুখে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সুস্থ ও মননশীল পাঠকদের আরো চিন্তার খোরাক জোগাবে বলে আমরা নিশ্চিত। বইখানা প্রথম প্রকাশ করা হয় ২০০২ সনে এবং ২য় সংস্করণ হয় ২০০৫ সনে। পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী সোসাইটি বইখানার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলো, পাঠকেরা উপকৃত হলেই সোসাইটির সাফল্য।

(এস. এম. রইস উদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

আমাদের দেশে প্রত্যাশিত জীবনের যে দৈর্ঘ্য, সে হিসেবে মধ্যবয়স পার হবার পরেই, আল্লাহ্‌র দয়ায় আমার মত একজন অতি Insignificant মানুষের মনে, ইসলাম সম্বন্ধে জানার প্রবল এক আগ্রহ জন্ম নেয়- আলহামদুলিল্লাহ্‌— Better late than never !! বইপত্রের খোঁজ করতে গিয়ে, কতগুলো করুণ সত্য/বাস্তবতা স্পষ্ট হতে লাগলো : প্রথমতঃ কাফিরদের প্রচার যন্ত্র, প্রচারণা ও তথ্য সন্ত্রাসের আন্তর্জাতিক আয়োজনের মুখে মুসলমানদের অবস্থা, বর্তমানে, সিংহের মোকাবেলায় ছাগ শিশুর মত। দ্বিতীয়তঃ Syed Qutb ও Abul- Ala -Mawdudi-র পরবর্তী প্রজন্মে, ইসলামের উপর, ঐতিহ্যগত মুসলিম জনগোষ্ঠী কর্তৃক রচিত পুস্তকের কোন উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি বা অবদান নেই বললেই চলে [উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, তুর্কী লেখক ও লেখনীর মাধ্যমে জিহাদরত মুজাহিদ, স্বদেশের তাগুত সরকার কর্তৃক নির্যাতিত ও নিপীড়িত, শ্রদ্ধেয় Harun Yahya ওরফে Adnan Oktar]। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য রচনা বা পুস্তকসমূহ - যা কাফিরদের 'রণসজ্জার' মুখোমুখি কোনরকমে দাঁড়াতে পারে, তার বেশীর ভাগই নব্য মুসলিমদের লেখা। Gai Eaton, Frithjof Schuon, Murad Hofmann, T.B.Irving, Maryam Jameelah, Jeffrey Lang, Michael Wolfe, Martin Lings, Gary Miller, Abdul Hakim Murad ও Ahmad Thomson এঁরা সবাই ধর্মান্তরিত মুসলমান (আলহামদুলিল্লাহ্‌!)। তিন শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে, বিশ্ব-মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত কৌশলগত যুদ্ধে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তি, খৃষ্টান মিশনারী ও Orientalist বা প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত বাহিনী, বলতে গেলে একতরফা ভাবেই বিবিধ ফ্রন্টে আক্রমণ পরিচালনা করে এসেছে। ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন ও সমুদয় ইসলামী মূল্যবোধকে Deconstruct করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তারা- যার মোকাবিলায় মুসলমানদের প্রচেষ্টা একেবারেই নগণ্য- আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে এ পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্ব টিকে আছে। পশ্চিমা কাফিরতন্ত্রের আগ্রাসী তথ্য-সন্ত্রাস ও কলম-যুদ্ধের মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গত শতাব্দীতে সবচেয়ে কার্যকর লেখা/বইপত্র, অত্যন্ত Ironically, এসেছে দু'জন জন্মগত খৃষ্টানের তরফ থেকে —এদের একজন হচ্ছেন Edward Said এবং অপরজন হচ্ছেন Maurice Bucaille। দু'জন খৃষ্টানের তরফ থেকে কলম-যুদ্ধের মারণাস্ত্র লাভ করাটা মুসলমানদের জন্য একদিকে যেমন অত্যন্ত লজ্জাকর ও অক্ষমতার চিহ্ন বহনকারী ব্যাপার— অন্যদিকে শত্রুদের নিজেদের অস্ত্র বা Tools, তাদের দিকে ঘুরিয়ে, আল্লাহ্‌ যেন মুসলমানদের দয়া করে নিজেদের করুণ অবস্থা নিয়ে ভাববার এবং তা সংশোধন করার একটা সুযোগ করে দিলেন। Edward Said এর Orientalism এবং Covering Islam, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী/খৃষ্টান/পশ্চিম সবার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র তথা প্রচারযন্ত্রের মুখোশ যেমন উন্মোচিত করেছে, তেমনি অনেক Orientalist বা প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়েছে। Maurice Bucaille এর The Bible,

www.nagorikpathagar.org

The Qur'an and Science এবং What is the Origin of Man দু'টো কাজই, একদিকে যেমন, জোর করে যারা বর্তমানে পরিবর্তিত/পরিশোধিত/পরিবর্ধিত Bible কে ঐশী-বাণী বলে চালাতে চেষ্টা করেন, তাদের প্রচেষ্টাকে সমাহিত করার কফিনে শেষ পেরেকগুলো ঠুকেছে —অন্যদিকে, হতাশাগ্রস্ত বা 'বস্তুতঃ কাফির' হয়ে যাওয়া মুসলমানদের মাঝে নিজের ধর্ম নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করার একটা উদ্যোগ/উদ্যম এনে দিয়েছে। এই দু'জন ছাড়াও, গত শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে South Africa বাসী মুসলিম বক্তা Ahmed Deedat বিভিন্ন সভায় ও বিতর্কের আয়োজনে মুসলমানদের বক্তব্য তুলে ধরতে এবং খৃষ্টানদের বিষাক্ত প্রচারণা প্রতিহত করতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন।

এছাড়া John Esposito, Karen Armstrong, Louis Masignon, Annemarie Schimmel, Willam Chittick, John Renard এবং Mark Huband-এর মত বেশ কিছু পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীও চেষ্টা করেছেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপ-প্রচারণা থেকে সৃষ্ট পশ্চিমা ঋণের বোঝা যথাসম্ভব হাল্কা করতে। কিন্তু এসমস্ত ঘটনাবলী ছাপিয়ে, যে অসঙ্গতিটা সবার নজরে পড়বে, তা হচ্ছে (জন্মগত) সনাতন মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রচেষ্টার ঘাটতি। বলাবাহুল্য, জনসংখ্যার নিরিখে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ, আমাদের এই পোড়া দেশে, অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। অবস্থা শোচনীয় হবার বহুবিধ কারণ রয়েছে, যেমন শ্রদ্ধেয় আবু জাফরের ভাষায় যারা 'ইসলামজীবী' অর্থাৎ ইসলামের মাধ্যমে যারা জীবিকা উপার্জন করে থাকেন, তাদের জ্ঞানবিমুখতা ও সাধারণ ভাবে তাদের নিম্নমানের মেধা। এই শ্রেণীর ইসলামের প্রতিনিধিগণ, নিজেদের ধারণার বাইরে যে একটা গোটা পৃথিবী রয়েছে, যেখানে প্রায় ১০০ কোটি মুসলমানের উপস্থিতি রয়েছে —এসবই যেন মানতে নারাজ। এক মসজিদের ইমামকে, ক'দিন আগে, আমি নাসীরউদ্দিন আলবানীর "রাসূলুল্লাহ্‌র নামাজ" বইখানি উপহার দিলে, বইখানা হাতে নিয়ে তিনি আমাকে এমন ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "লেখকের (আলবানীর) বাড়ী কোথায়?" যা থেকে আমি বুঝলাম যে, তার মনে তাৎক্ষণিক ভাবে বড়জোর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জাতীয় কোন উত্তরের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে; আলবেনীয় নাসীরুদ্দিন, সৌদি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন শুনলে ঐ বইয়ের বক্তব্য যে তার কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারাতো, তা অবধারিত মনে হলো। জ্ঞানবিমুখতা ও গবেষণাবিমুখতার ফলশ্রুতিতে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, শত সহস্র 'ইসলামী' বইয়ের সমাহার থেকে, বানান ও ব্যাকরণ শুদ্ধ একটা বই খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এসবের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, নতুন প্রজন্মের কেউ যদি উৎসাহ নিয়ে কোন ইসলামী বইয়ের দোকানে যায় এবং সেখান থেকে সে যদি random ভাবে বই তুলে নিতে থাকে, তবে তার সে উৎসাহ নিভে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশে যাদের লেখনী গতিশীল এবং যাদের বক্তব্য/লেখা শ্রুতিমধুর/সুপাঠ্য, সেই বুদ্ধি বিক্রেতা বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই মুসলমান হিসেবে একটা মুসলিম নামসর্বস্ব। আল্ মাহ্‌মুদ ও আবু জাফরের মত ২/১ টি ব্যতিক্রম ছাড়া, বাকী (তথাকথিত) ইসলামপন্থীদের অবস্থা মুসলিম উম্মাহ্‌র মতই—আত্মহননে ব্যস্ত ও শত ধারায় বিভক্ত। ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশকে তাই দেখা যায় সত্যিকার আখেরাতের চিন্তা ভাবনা

www.nagorikpathagar.org

তুলে রেখে, নিজের আখের গুছাতেই ব্যস্ত। অন্যের জন্য লেখার সময় তো তাদের নেইই, নিজেও যে একটু পড়াশোনা করবেন ইসলাম সম্বন্ধে, পৃথিবীতে আমাদের অবস্থা কি হতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে —অর্থকরী নয় বিধায়, তাও করতে তারা নারাজ। কিছুদিন আগে Singapore এ এদেশের শীর্ষস্থানীয় এক ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবীর সাথে, আমাদের দু'জনেরই সুহৃদ, এমন এক ব্যক্তির বাসায়, ইফ্তার ও তার পরে কিছু সময় কাটানোর দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর মুখে সারাক্ষণই, তাঁর বিগত জীবনের বিদেশ সফরসমূহের বর্ণনা শুনতে বাধ্য হলেন উপস্থিত সবাই—কবে বরগুইবা বা সুহার্তোর মত 'তাগুত'দের সাথে করমর্দন করে তিনি তাদের/নিজেকে ধন্য করেছিলেন, সে সব বর্ণনা। বয়সে তাঁর চেয়ে ছোট বলে, সবাই তাঁর পেটানো তাঁর নিজের ঢোল-উদ্ভূত বাণী গিলতে অনেকটা বাধ্য হচ্ছিলেন। আরো পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুদ সম্বন্ধে Singapore বাসী জনৈক Virtual Kafir বা 'বস্তুতঃ কাফির' এর প্রশ্নের জবাবে, তাঁর উত্তর ছিল অত্যন্ত ধোঁয়াশাচ্ছন্ন - অনেকটা 'এই সুদ সেই সুদ নয়' ধাঁচের।

আমি কর্মজীবি ও পেশাজীবি একজন সাধারণ মানুষ। এই বইয়ের যে বক্তব্য, তা নিয়ে কলম ধরতে যাওয়া আমাকে ঠিক মানায় না। তবু কলম ধরার যাদের বলতে গেলে একচ্ছত্র অধিকার, তাদের স্থবিরতা ও সিদ্ধান্তহীনতাই আমার মত মানুষকে বাধ্য করে এধরনের প্রকল্প হাতে নিতে। সঙ্গত কারণেই তাই আমি ধরে নিচ্ছি এ বইয়ে নানা অপূর্ণতা ও অভাব ধরা পড়বে গুণীজনের দৃষ্টিতে। নিজের দীনতা তাই আগেই স্বীকার করে নিচ্ছি। যাদের কথা মনে করে প্রধানতঃ এ বইখানি লেখা, তরুণ/নতুন প্রজন্মের নব্য বাবা/মা, সে সব পাঠক/পাঠিকা, যদি এই বইয়ের বক্তব্যের মর্মার্থ বোঝেন এবং বুঝে নিজের ছোট্ট ছেলেমেয়েদের নিশ্চিত 'কাফির' হবার পথে ঠেলে না দিয়ে, মুসলমান হিসেবে বড় করার চেষ্টা করেন-তবে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে এবং আলহামদুলিল্লাহ্ - সেই সার্থকতার জন্য সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

আরেকটা বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। আমার এ লেখার বিষয়/ বক্তব্য মৌলিক কিনা এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হবে মৌলিক তো নয়ই বরং অসংখ্য ইসলামী চিন্তাবিদ্‌দের চিন্তার শত মৌলের যৌগ। আমি, আমার এক শ্রদ্ধেয় ইসলামপন্থী বড়ভাইকে, একবার একটা ছোট্ট লেখা পড়তে দিয়েছিলাম, যার মাঝে Dr. Murad Wilfried Hofmann এর একটা উদ্ধৃতি ছিল। বড় ভাই লেখাটা পড়া শেষ করে বল্‌লেন, "ভালো হয়েছে, তবে ঐটুকু (উদ্ধৃতি) ধার না করলেই চলতো- লেখাটা Original থাকতো।" আমি নিজের মনে এই ভেবে হেসেছিলাম যে, মানুষ কি সাংঘাতিক মূর্খ বলেই না নিজের ধ্যান-ধারণা কে Original ভাবতে শিখে। বস্তুতঃ একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর গুণসমূহ Original/ Absolute, এছাড়া আর কারো কোন Quality বা গুণই Original হবার উপায় নেই, সবই Acquired/Relative। জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই পরিবেশ, প্রতিবেশ ও আত্মীয়/ স্বজনের কাছ থেকে আমরা যা গ্রহণ করি, তার যোগফল হিসেবে গঠিত হয় আমাদের বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্র। সুতরাং, শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে তার সব বৈশিষ্ট্যই Acquired বা লব্ধ। আর শিশুর প্রথম কান্না অনেকের কাছে Original মনে হলেও, আদতে সেটাও হয়তো ঠিক শতবর্ষ পূর্বে তার প্রপিতামহ যেমন

www.nagorikpathagar.org

কেঁদেছিলেন তেমন—কেননা এ সমস্ত ব্যাপারগুলোও আমাদের DNA-র Genetic Code এ আগে থেকে নির্ধারিত থাকে—এবং সেক্ষেত্রেও Original হবার কোন উপায় নেই, বরং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বা লব্ধ।

ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের 'আমি' উচ্চারণ করতে খুব ভয় হয়—আর সমগ্র দেশ, জাতি বা ভূ-খন্ডের জন্য ভয় হয়, যখন কোন তাগুতকে, কোন মুসলিম জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বলতে শুনি: " 'আমি' তোমাদের জন্য 'হেন' করেছি বা 'আমি' তোমাদের মুক্তি এনে দিয়েছি অথবা আমার পরিবার বা গোত্র, তোমাদের জন্য 'এমন' না করলে, তোমরা আজ 'অমন' হতে পারতে না" — আর এসমস্ত প্রলাপ-কথন শুনেও যখন মুসলিম নামধারী শ্রোতারা ক্লীব বা জড় বস্তুর ন্যায় নীরব থাকে —আমার ভয় হয়, সাম্প্রতিক কালে তুরস্কে যেমন হয়েছে, তেমন, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিতে, ভূপৃষ্ঠ বুঝি কখনো ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। এই 'আমি' বা 'আমিত্ব' সংক্রান্ত ব্যাপারে তথা মানুষের Greatness বা বিশেষত্বের/ বড়ত্বের ব্যাপারে দুজন ইউরোপীয় মুসলিমের বক্তব্য আমার কাছে গভীর প্রজ্ঞাময় বলে মনে হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:১) He sees everything — even, so we are told, an ant under a rock on a dark night – whereas we only see what is before our eyes, with their limited range. He hears the rustling of every leaf and secret thought of His creatures; we only hear the sounds that are either very loud or very close to us. We have the use of these faculties only because He has them, but we have them in so limited form that only by courtesy can we be said to see and to hear. From the same point of view, it could be said that God is supremely a Person, whereas our personal identity trembles on the edge of dissolution and it is only divine courtesy that permits us to say 'I'. [p#96, Islam and the Destiny of Man —Gai Eaton]

যার সারমর্ম হচ্ছে: আল্লাহ্‌র সর্বময় উপস্থিতিতে আমাদের যে 'আমি' শব্দটি উচ্চারণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তা নিতান্তই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে দেখানো একটা সৌজন্য [বা করুণা]।

২) ..'ever present and ever eternal Divine Sun.'.......'In face of this Sun, man is nothing: that the Caliph Umar should conquer a part of the ancient world or that the Prophet should milk his goat amounts to more or less the same thing; that is to say, there is no "human greatness" in the profane and Titanesque sense, and thus no humanism to give rise to vain glories; the only greatness admitted is the lasting one of sanctity, and this belongs to God. [page#69, Dimensions of Islam – Frithjof Schuon]

যার সারমর্ম হচ্ছে: হযরত ওমরের কোন নতুন ভূখন্ড জয় করা কিংবা রসূল(দঃ)–এঁর ছাগদুগ্ধ দোহন, [কাজদুটো আমাদের কাছে ভিন্ন মান ও মর্যাদার হলেও], আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মোটামুটি একইরকম [অনুল্লেখযোগ্য], কেননা আল্লাহ্‌র সামনে [উপস্থিতিতে], মানুষের কোন বড়ত্ব/বিশেষত্ব থাকতে পারে না বিধায় মানুষের সকল অলংকার/অহংকার/গৌরব/যশ অর্থহীন। বড়ত্ব/বিশালত্ব কেবল আল্লাহ্‌র অধিকারভুক্ত [আর তাই সকল অহংকার/গৌরব/যশ/প্রশংসা কেবল তাঁরই]।

তাই আবারো বলছি, আমার এ লেখা মোটেই বিশেষ কিছু নয়, মৌলিক তো নয়ই—বরং অতি সাধারণ এবং যৌগিক।

www.nagorikpathagar.org

এ লেখাতে অনেকের বিরুদ্ধেই বক্তব্য রাখা হয়েছে বলে তাদের কাছে সেসব বক্তব্য পীড়াদায়ক মনে হবে—এটাই স্বাভাবিক এবং মানবসুলভ। আমি এখানে এটুকু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করছি যে, সমালোচিত ব্যক্তিদের সাথে আমার কোন অভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়ে দ্বন্দ্ব নেই—তারা কেউ আমার ব্যক্তিগত শত্রুও নন। আমি তাদের সমালোচনা এজন্য করেছি যে, তারা মুসলমান নামধারী হয়েও, ইসলামের তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। মিশরের বেলী ড্যান্সার হাল্লা শফী, নিজেকে শুধরে নিয়ে আজ অবগুণ্ঠিতা হয়ে কোরআনের দারস পরিচালনা করেন বলে আজ তিনি যেমন আমার শ্রদ্ধেয়া-পরিবর্তিত বুদ্ধিজীবী আবু জাফরকে, আজ যেমন আমি আমারই এক ভাই মনে করি, তেমনি তাগুতের যে সব অনুসারী ও পৃষ্ঠপোষককে আমি তিরস্কার করেছি, আগামীকাল, তারাও যদি নিজেদের ন্যূনতম মুসলমানের পর্যায়ে নিয়ে আসেন—তবে তাদেরও আমি আমার ভাই মনে করবো ইনশাল্লাহ্— তারাও আমার জন্য Brothers in Islam – এ পরিণত হবেন।

সবশেষে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু আল্লাহ্ যেন কবুল করেন, এই প্রার্থনা সহকারে,

মোঃ এনামুল হক
১১ই আগষ্ট ২০০১ইং।

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

১। পটভূমি ১৩
২। **প্রথম অধ্যায় ঃ** আমরা কারা................ ১৯
৩। **দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ** আমাদের শত্রু কারা ২১
৪। **তৃতীয় অধ্যায়ঃ** অদৃশ্য শত্রু ২৫
৫। **চতুর্থ অধ্যায় ঃ** ধর্ম নিরপেক্ষতা ৩১
৬। **পঞ্চম অধ্যায় ঃ** ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ৩৩
৭। **ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ** বস্তুবাদ ৩৬
৮। **সপ্তম অধ্যায়ঃ** ভোগবাদ ৪০
৯। **অষ্টম অধ্যায়ঃ** পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা ৪৫
১০। **নবম অধ্যায় ঃ** বিজাতীয় সাহিত্য ৫০
১১। **দশম অধ্যায়ঃ** N.G.O. সংস্কৃতি ৫৭
১২। **একাদশ অধ্যায়ঃ** বিজাতীয় শিক্ষা ৬৬
১৩। **দ্বাদশ অধ্যায়ঃ** বিনোদন ও মিডিয়া ৭৪
১৪। **উপসংহার** ৯৫
১৫। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সুপারিশকৃত
আনুষঙ্গিক বইপত্র ১১৪
১৬। Glossary.. ১১৫

www.nagorikpathagar.org

পটভূমি

মানুষের হৃদয় হচ্ছে অনেকটা পাত্রের মত। এর ধারণ ক্ষমতা সীমিত। একেকজন মানুষের হৃদয়ের ধারণ ক্ষমতা একেক রকম হতে পারে, যেমন একেকটা পাত্রের ধারণ ক্ষমতা তার আকারের উপর নির্ভর করে। কোন পাত্র বড় বলে, তার ধারণ ক্ষমতা অন্য পাত্রের চেয়ে বেশী হতে পারে। কিন্তু তা অবশ্যই সীমিত। তাই এক সময় সব পাত্র ভরে যাবে এবং আরো বেশী ভরতে চাইলে তা উপ্‌চে পড়বে। মানুষের হৃদয় এবং মস্তিষ্কের ব্যাপার-স্যাপারও একই ধরনের। উদাহরণ স্বরূপ মানুষের জীবনে প্রেম বা ভালোবাসার আগমনীর কথাই ধরা যাক: প্রেম বা ভালোবাসার অনুভূতির ব্যাপ্তি এতই বিশাল যে, কেউ যখন সত্যি প্রেমে পড়ে, তখন তার অন্যান্য অনুভূতি বা তাড়না লোপ পায় - আমরা সচরাচর বলি যে সে তখন বোকা হয়ে যায়। আসলে ভালোবাসার মত একটা বিশাল ব্যাপারকে হৃদয়ে ধারণ করতে গিয়ে, তার হৃদয় থেকে অন্যান্য জিনিস যেন উপচে পড়ে যায়। এজন্যই যদি একজন প্রেমিকা বা প্রেমিক একই সময়ে একাধিক প্রেমিক বা প্রেমিকার প্রেমে নিমগ্ন থাকে, তবে আমরা বিস্মিত হই—তাকে অতি মানুষ বা অমানুষ মনে করি। কারণটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক —হয় তার একটা সুবিশাল হৃদয় রয়েছে যেখানে সে একই সঙ্গে একাধিক প্রেমাস্পদকে ধারণ করতে পারে অথবা তার প্রেম আসলে প্রেমই নয়, প্রেমের চেয়ে কম কিছু —হয়তো নিছক দেহজ বোধ বা জৈব তাড়না।

এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে মুসলমানদের জন্য বিশ্বচরাচরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার-কলেমা-শুরু হয় 'নাই' শব্দ দিয়ে-'লা' শব্দ দিয়ে: "নাই কোন উপাস্য, আল্লাহ ছাড়া"। অর্থাৎ হৃদয়ে আল্লাহ্‌কে উপাস্য হিসাবে ধারণ করতে হলে, হৃদয়ের আধার থেকে, পাত্র থেকে অন্য সবকিছুকে তুলে ফেলে দিতে হবে। তবেই কেবল আল্লাহ্ বিশালত্বের ধারণাকে হৃদয়ে ধারণ করা যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের পাত্র এমন কি দিয়েই বা পূর্ণ থাকে, যা তুলে ফেলে দেয়া এত জরুরী যে, ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসের প্রথম স্বীকারোক্তি, প্রথমে হৃদয়—পাত্রকে শূন্য করার দাবী রাখে !! এখানে আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয়—মানুষের, অথবা আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে সুস্থ-সজ্ঞান মানুষের হৃদয়ের পাত্র কখনো শূন্য থাকতে পারে না—ঠিক যেমনটি জীবিত এবং সুস্থ কোন মানুষ কখনোই ভাবনা—চিন্তাহীন থাকতে পারেনা; অন্ততঃ যতক্ষণ সে সজাগ রয়েছে। হৃদয়ের পাত্রে কে কি ধারণ করবে তা যেমন ভিন্ন ভিন্ন হবে বা হতে পারে, তেমনি চিন্তা ভাবনাও ভিন্ন ভিন্ন হবে, কিন্তু কখনোই একটা শূন্যতা বিরাজ করতে পারে না।

এখন ভাবা যাক আমাদের মনের ভাবনা চিন্তা গুলোর জন্ম হয় কোথা থেকে, হৃদয়ে ধারণকৃত ধ্যান-ধারণা, প্রতিবিম্ব বা প্রতিকৃতির সূত্র কোথায়? স্বভাবতঃই Interaction বা পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে আমাদের আদান-প্রদান

www.nagorikpathagar.org

থেকে। আমরা জীবনের সময়কাল ধরে যা দেখি, যা কিছুর সাথে সহ-অবস্থান করি বা যে পরিবেশের সাথে আমাদের দৃষ্টি, শক্তি, মত, কামনা, বাসনা, ভাব ইত্যাদি ইত্যাদির আদান-প্রদান হয়, তা থেকেই আমাদের মনে ধারণার জন্ম হয়, প্রতিবিম্বের জন্ম হয়, প্রতিকৃতির জন্ম হয়।

এই মাত্র একযুগ [বা তারও কিছু বেশী সময়] আগেও হয়তো আমাদের জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ, শতকরা ৯০% মানুষ গ্রামে থাকতো —গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না, টেলিভিশন ছিল না-রেডিও বুঝিবা ছিল, তবে ঘরে ঘরে নয়। বাকী ১০% মানুষ থাকতো শহরে। যারা টেলিভিশন দেখতো, গল্পের বই পড়তো,নাটক সিনেমা দেখতো। জীবন সম্বন্ধে শহুরে জনগোষ্ঠীর ধারণা সিনেমা, TV এবং গল্পের বইয়ের কল্পলোক থেকে সংগৃহীত হতো, আর এদের ধ্যান—ধারণা ছিল কল্পনাবিলাসিতায় পরিপূর্ণ। আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে —ধানমন্ডির এক ডাক্তারের কাছে এক উঠতি কবি গিয়েছেন রোগী হিসাবে। ডাক্তার কবিকে চিনতেন। রসের ছলে এক পর্যায়ে বলে বসলেন, "মাঠের ভিতর ব্যাঙ, করে গ্যাঙর গ্যাঙ—এই শ্রেণীর কবিতা না লিখে, একবার দেখে আসুন মাঠটা দেখতে কেমন। আপনারা ভুলেই গেছেন যে, আপনাদের কবিতার বিষয়বস্তুগুলো দেখতে কেমন।" স্বাধীনতার ঠিক পরের দিনগুলোর একটা ছোট্ট ঘটনা এটা—তবে জীবনকে জীবন থেকে না জেনে, গণমাধ্যম থেকে অথবা অন্যের দেয়া ধারণা থেকে জানবার অধ্যায়ের শুরু বুঝিবা সেই সময় থেকেই—অন্ততঃ শহুরে জনসংখ্যার তো বটেই। সেই সময় থেকেই শহুরে জনসংখ্যা যেমন বিশাল একটা হারে বাড়তে শুরু করলো, তেমনি শহুরে জীবন থেকে জীবন যেন হারিয়ে যেতে লাগলো। এখন থেকে প্রায় ১৩ বছর আগের কথা। আমার মেয়ের বয়স তখন ২ বৎসর। একদিন সে তার নানীকে প্রশ্ন করলো যে, তাঁর বাবা কোথায়? তিনি যখন বললেন যে, তাঁর বাবা মারা গেছেন, তার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল,"কে গুলি করেছিল তাঁকে?" TVর কল্যাণে আমার দুই বৎসরের মেয়ের মনে ধারণা জন্মেছিল, মৃত্যু মানেই গুলী খেয়ে মৃত্যু। এমনি আরেকটা ঘটনা, তুচ্ছ ঘটনা কিন্তু অত্যন্ত অর্থবহ—একদিন আমার মেয়ে তার মায়ের কাছে এমন একটা ফল খাবার বায়না ধরলো, যার সময় তখন বিগত। মা যখন বললেন যে, ঐ সময় ঐ ফল পাওয়া যাবে না, তখন তার কথা ছিল, "কেন, দোকানে গেলেই তো পাওয়া যাবে"—অর্থাৎ সব কিছুই,দোকান থেকে আসে বা বাজার থেকে আসে। ফলের জন্য যে গাছের প্রয়োজন, সঠিক সময়ের প্রয়োজন এসব ধারণা যেন TVর নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞাপনের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এভাবেই মানুষের মনে ধারণা জন্ম নেয়, প্রতিকৃতির জন্ম হয়, প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়—শুধু হয় না, এসব সৃষ্টি করার বিশাল প্রকল্পও রয়েছে —লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মানুষ এসবের উপর পড়াশোনা করে থাকে — PhD করে থাকে। বলাবাহুল্য এসব বিশেষজ্ঞরা যে পণ্য নিয়ে গবেষণা করে থাকেন তার নাম হচ্ছে 'মানুষের মন'। এ প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ। আপাততঃ ফিরে যাই আমাদের দেশের ধ্যান-ধারণার ক্রমবিবর্তনের প্রসঙ্গে।

আমরা একটু খেয়াল করলে দেখবো যে, আমাদের শহুরে জনসংখ্যার মনে জীবনের প্রায় সমস্ত বিষয়ের ধারণাই হচ্ছে একটা 'সেকেন্ড হ্যান্ড' ধারণা—

www.nagorikpathagar.org

অন্যের বলে দেয়া বা দিক নির্দেশ করা ধারণা। আমরা যে কোন একটা শব্দ বেছে নিতে পারি—যেমন ধরা যাক 'নবান্ন'। এই শব্দটা গল্পে কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখন যদি যে কোন একজন তথাকথিত শিক্ষিত শহুরে মানুষকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, আপনার মনে 'নবান্ন' সম্বন্ধে কি ধারণা রয়েছে এবং তা কোথা থেকে এসেছে- সে মোটামুটি নিশ্চিত ভাবে বলবে যে হয় কোন বই থেকে বা গণ-মাধ্যম থেকে: TV/ নাটক/ সিনেমা ইত্যাদি থেকে তার মনে ঐ ধারণার জন্ম হয়েছে। এবার আরো অনেক সহজ কথায় আসা যাক। যেমন ধরুন 'ধানের শীষ' বা 'কাশফুল'। নতুন প্রজন্মের যে কোন শহরবাসীকে জিজ্ঞাসা করলে, ৯০% ক্ষেত্রেই একই ধরনের উত্তর পাওয়া যাবে। এবার ভাবা যাক সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা ইত্যাদির মত 'Abstract' বিষয়ের কথা—এসব ক্ষেত্রে আরো বেশী করে দেখা যাবে যে নতুন প্রজন্মের মনে যে জ্ঞান রয়েছে তা একান্তই 'সেকেন্ড হ্যান্ড' বা কোন মাধ্যমের সাহায্যে তার মস্তিষ্কে সঞ্চারিত অন্যের ধারণা। এজন্যেই দেখা যায় যে কোন বই বা নাটকের চরিত্র নিয়ে মানুষ এখন শ্লোগান তোলে—কাল্পনিক বা অন্যের দ্বারা সৃষ্ট চরিত্রসমূহ এক ধরনের বাস্তবতায় পরিণত হয় -এই Virtual Reality -র যুগে আমরা একে আপাতঃ বাস্তবতা বলতে পারি। মানুষের সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, ঘৃণা ইত্যাদি এসব 'আপাতঃ বাস্তবতা' কে ঘিরে আবর্তিত হয়। এই উপসর্গগুলো আমাদের দেশে নতুন এবং ক্রমবর্ধমান। শুরুতে যেমনটা বলেছি, মানুষের মনে ধারণার সৃষ্টি হয় পরিবেশ এবং প্রতিবেশ থেকে। নগর জীবনে পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিলীন হয়ে গেছে ড্রয়িং রুম, সিনেমা হল বা মঞ্চে। যে পরিবেশ থেকে মানুষ ধারণা/ জ্ঞান লাভ করতে পারে বা ভাববার কিছু আবিষ্কার করতে পারে, সেই পরিবেশ নগর জীবন থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। এটা কেবল যে আমাদের দেশেই ঘটে চলেছে তা নয়, কমবেশী সমস্ত তৃতীয় বিশ্বের অবস্থা একই রকম। শহরের পরিবেশ/প্রতিবেশ হননের মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক। গ্রামসমূহের কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যখন ধ্বংস প্রায় বা লুপ্তপ্রায়, তখন কর্মের সন্ধানে বিপুল জনসংখ্যা প্রতিদিন শহরে আসছে। এদের কর্মসংস্থান এবং স্থান সংকুলান করতেই মূলতঃ শহরের পরিবেশ ও প্রতিবেশ হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। এটা যেমন ঠিক যে অধিকাংশ শহরমুখী মানুষই নিরুপায় হয়েই শহরে পাড়ি জমাচ্ছে, তেমনি এটাও ঠিক যে যাদের উপায় রয়েছে গ্রামে বিকল্প একটা কিছু করার, তারাও উন্নততর জীবনের আশায় শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। এই উন্নততর জীবনের অভিলাষটা অবশ্য পর্যায়ক্রমিক: গ্রামের লোক শহরে পাড়ি জমাচ্ছে, মফঃস্বল থেকে রাজধানীতে আসছে মানুষ, আর দেশ ছেড়ে যাচ্ছে স্বপ্নের দেশসমূহে—সামর্থ্য ও অভিলাষ অনুযায়ী—ইউরোপ বা আমেরিকায়। অথচ এই প্রবণতার পরিবর্তে যে আরেকটা বিকল্প ধারা সৃষ্টি হতে পারতো, তা কেউ ভাবছে না বা বলা যায় তা নিয়ে ভাববার অবসরও কারও নেই। হতে পারতো গ্রাম ছেড়ে না গিয়ে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সৃষ্টি করে গ্রামকেই জীবন্তকরে তোলা যেতো। হতে পারতো যার লোভে বিদেশে পাড়ি জমানো, নিজের দেশেই তা উদ্ভাবন করা বা অন্ততঃ উদ্ভাবন করার চেষ্টা করা যেতো। এখনকার পরিস্থিতিতে এগুলোকে কল্পনাবিলাসী ধারণা বলেই মনে হবে, অথচ মালয়েশিয়ার মত কিছু দেশ, নিজেদের যেভাবে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে সে দিকে চেয়ে দেখলে এসমস্ত প্রস্তাবনাকে অবাস্তব মনে হবে না।

www.nagorikpathagar.org

যাহোক, আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিহীন নগরজীবনে, ড্রয়িংরুমে বসে রসালো গল্প-উপন্যাস থেকে অথবা TV/ VCR এর কল্যাণে (সামর্থ্য ও সুযোগ অনুযায়ী সংগৃহীত) বিভিন্ন বিদেশী ছবি দেখে তথা দেশী বুদ্ধিজীবিদের বুদ্ধির ফসল বিভিন্ন নাটক বা ম্যাগাজিন বা প্রামাণ্য (?) চিত্র থেকে মানব মনে ধ্যান-ধারণার কাঠামো তৈরী হয়। অতি সাম্প্রতিক কালেও এই ব্যাপারগুলো কেবল শহুরে উপসর্গ ছিল। আর তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ জনগণের মাঝে ইসলামী তথা মানবতা সম্পন্ন অন্যান্য মূল্যবোধগুলো যেন হিমায়িত অবস্থায় সংরক্ষিত ছিল—কেমন যেন একটা সময়ের অপেক্ষায়—অনেকটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে রাজকুমার এসে কখনো রাজকুমারীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে, তেমন একটা ব্যাপার। এজন্যই বলতে গেলে গোটা মুসলিম বিশ্বেই, গ্রামীণ জনপদে মূল্যবোধের তেমন একটা অবক্ষয় হয়নি বহু শতাব্দী ধরে। বিদেশী দস্যু বা বিধর্মী তস্কররা এসেছে লুটপাট করতে। গ্রামীণ জনপদ শক্তি দিয়ে তাদের গতি রোধ করতে না পারলেও নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে রক্ষণশীলতার সুকঠিন বর্মের ভিতরে। তাদের বিশ্বাস যেন হিমায়িত অবস্থায় পচনশীলতা রোধ করে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আমাদের উলামারা জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে না পারলেও, বিশ্বাসের মৌলিক ভিত্তিকে ঠিকই সুরক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু ঠান্ডা লড়াই পরবর্তী কিছু অগ্রগতি থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে, অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে সামলে চলতে না শিখলে অচিরেই সে হিমায়িত বিশ্বাস তথা মূল্যবোধে পচন ধরবে, কেননা এখন সর্বগ্রাসী সেই শত্রু বাইরে থেকে আসবে না - এখন ভিতর থেকেই পতনের ঘন্টা বাজবে। আল্লাহ্ চাইলে কেউ আমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না, একথা যেমন সত্যি - তেমনি আমরা না চাইলে আল্লাহ্ যে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন করবেন না, এটাও কোরআনের কালজয়ী সত্য বাণী।

অতি সাম্প্রতিক কালে গ্রামীণ জনপদে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ফলে এবং স্যাটেলাইট যোগাযোগ, টেলিভিশন, VCR এসবের উদ্ভাবন তথা সহজলভ্যতার ফলে, গ্রামের মানুষের হিমায়িত বিশ্বাসের হিমাগারের বন্ধ দরজায় প্রবল আঘাতের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কাল যা ছিল কেবল শহুরে উপসর্গ, আজ তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে - মহামারীর মত - আর সেই সঙ্গে এমন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে যে সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, ঘৃণা, ভালো, মন্দ থেকে শুরু করে যাবতীয় মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন যেন অতি অবশ্য ঘটে এবং দ্রুত ঘটে, সেজন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। এই পরিবর্তন যেন Irreversible ভাবে ঘটে সেজন্য পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় মেধা একত্রিত হয়ে কাজ করে চলেছে। আর সত্যি যদি তা ঘটে, তবেই New World Order সার্থক হবে বা বলা যায় বাস্তবায়িত হবে।

পশ্চিমা শক্তিসমূহের নিজেদের কর্মকান্ডকে যথাযথ প্রমাণ করতে সবসময়ই একটা শত্রু বা 'খল-চরিত্রের' প্রয়োজন হয়েছে। আর তাই ঠান্ডা লড়াই পরবর্তী অধ্যায়ে মুসলিম বিশ্বকে সেই 'খল-চরিত্র' হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের মত 'লাল অপশক্তি'র অনুপস্থিতে, তাই মুসলিম বিশ্বকে নতুন 'সবুজ অপশক্তি' বলে প্রতীয়মান করার

www.nagorikpathagar.org

চেষ্টা চলছে। Samuel P-Huntington এর Clash of the Civilizations বা Francis Fukuyama র End of History তে এ ধরনেরই আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তার চেয়ে ঘোরতর শঙ্কার ব্যাপার হচ্ছে যে, ভবিষ্যৎ বিশ্ব আরেকটা রেখা বরাবর দু'ভাগে বিভক্ত হতে যাচ্ছে- অবিশ্বাসী এবং বিশ্বাসী-আর সে বিভক্তিতে মুসলিম বিশ্বই হবে একমাত্র বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী। New World Order এ একীভূত হতে আসলে মুসলিম বিশ্ব ছাড়া কারো কোন বিশেষ আপত্তি নেই—আপত্তির কারণও নেই। আর মুসলিম বিশ্বের আপত্তিও কেবল সে ক্ষেত্রে থাকবে, যদি তারা নিতান্তই মুসলিম থাকতে চায়। Dr. Murad Hofmann এর মতে এই New World Order বা 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা'র নাগরিকবৃন্দের সবারই আচরণে এক ধরনের সুষম বৈশিষ্ট্য থাকবে-এরা সবাই CNN দেখবে, Coca Cola পান করবে, Jeans পরিধান করবে, Mc Donald এ খাবে আর সামাজিক রীতি হিসেবে (আদি ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন) বুঝিবা রবিবাসরীয় গীর্জার প্রার্থনা-সভায়ও যাবে। এভাবেই সারা বিশ্ব একই ধরনের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ এবং সামাজিক রীতি-নীতির ভিত্তিতে একীভূত হয়ে যাবে, এরকমটাই ধারণা করছেন New World Order এর হোতারা। বলাই বাহুল্য যে, সব রীতি-নীতিই হবে পশ্চিমা মূল্যবোধ ভিত্তিক এবং অ-পশ্চিমা জনগোষ্ঠীর আত্তীকরণ বা Assimilation ঘটবে তাতে —বলা যায় অ-পশ্চিমা সভ্যতাসমূহ দ্রবীভূত হয়ে যাবে শক্তিশালী, সর্বজয়ী এবং সর্বগ্রাসী পশ্চিমা সভ্যতার মাঝে—এমনটাই তাদের আশা। এই প্রকল্পে একমাত্র প্রতিরোধ আসবে মুসলিম বিশ্ব থেকে —শুধু এটুকুই তাদের দুঃশ্চিন্তার বিষয়। ফরাসী বিপ্লব পরবর্তী আলোকপ্রাপ্তি বা Enlightenment যদিও, অত্যন্ত সফলতার সাথে সমগ্র অমুসলিম বিশ্ব থেকে ঈশ্বরকে একরকম বিতাড়িত করেছে বলেই মনে করা হয়—পশ্চিমের পারিবারিক কাঠামোকে আলোকপ্রাপ্তরা অত্যন্ত সফলতার সাথে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে, সমগ্র জনগোষ্ঠীকে কিছু স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টিতে পরিণত করতেও সক্ষম হয়েছে এবং যান্ত্রিক উন্নতির উপর ভিত্তি করে প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বকেই উপনিবেশে পরিণত করতেও সফল হয়েছে—তবু, তারা পারেনি কেবল ধর্মের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট মূল্যবোধ থেকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ 'প্রতিক্রিয়াশীল' মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিচ্যুত করতে-পারেনি দুর্গ বলে কথিত মুসলিম পারিবারিক কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলতে। সর্বত্রই মুসলিমরা মূল্যবোধ তথা কঠিন পারিবারিক বন্ধনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সামাজিক ব্যবস্থার সুরক্ষাকল্পে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। আর তাই পাক-ভারত উপমহাদেশেই হোক আর ফিলিপিন্সেই হোক—ঔপনিবেশিক শক্তির পদলেহন করতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় মুসলিমরা সবসময়ে বিশাল দূরত্বে পিছিয়ে ছিল—তাই ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুদের তুলনায় এবং ফিলিপিন্সে খৃষ্টানদের তুলনায় তারা ছিল 'অনুন্নত' বা 'সেকেলে'। শুধু তাই নয়, এই প্রতিরোধ এবং (তথাকথিত) প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্যই, আজ অবধি মুসলিমদের বৈষম্যের এবং প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়।

যাহোক, মুসলিমদের উপরোক্ত প্রতিরোধ ছিল আরেক যুগের কথা। এখন আর সেই যুগ নেই। এখন কোন বৃটিশ শাসনকর্তা এসে নীল চাষ করতে বলবে কাউকে, এটা ভাবাই যায় না বা চাবুক হাতে হুকুম করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে বলবে তাও অবাস্তব। অথচ এককালে জোরপূর্বক যা করাতে সক্ষম

www.nagorikpathagar.org

হয়নি পশ্চিমা শক্তিবৃন্দ, আজ ব্যাপারটা এমন হতে যাচ্ছে যে আমরা, মুসলিমরা, স্বেচ্ছায় এবং নিজের অজান্তেই নিজেদের দুর্গ ভেঙ্গে ফেলার এক প্রতিযোগিতায় যেন লিপ্ত হতে যাচ্ছি। কেউ আমাদের বাধ্য করবে না, তবু, আমাদের সব মূল্যবোধ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে এবং আমরাও বুঝিবা New World Order এ একীভূত হয়ে যাবো। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার চাইনিজ জনগোষ্ঠীর মাঝে নিজেদের নামকে সহজ করতে নামের সামনে একটা ইংরেজী নাম জুড়ে দেবার প্রবণতা দেখা যায়। যারা সিঙ্গাপুর গিয়েছেন তারা দেখে থাকবেন Raymond Lim, James Tan, David Chua এমন সব নামের মানুষ। অচিরেই আমাদের মাঝেও হয়তো David Rahman, Joseph Ahmed এ ধরনের নাম দেখা যাবে। আমরাও হয়তো New World Order -এ একাকার হয়ে যাবো, নিজেদের স্বকীয়তা হারাবো, যদি না এখন থেকেই আমরা সতর্ক হই এবং আমাদের দুর্গকে সুসংহত করি। এই রচনায় আমি চেষ্টা করবো শত্রু চিহ্নিত করতে, শত্রুর অস্ত্র চিহ্নিত করতে, কি ভাবে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবো তার একটা ধারণা সৃষ্টি করতে। ইনশাল্লাহ্ আমরা চাইলে কেউ আমাদের বিপথে নিতে পারবে না। তবে আমাদের চাইতে হবে তো !!

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

আমরা কারা

শত্রুর সংজ্ঞা ঠিক করার আগে আত্মপরিচিতির প্রয়োজন রয়েছে। আমরা নিজেদের অর্থাৎ মুসলিমদের কি সংজ্ঞা দেবো? মোটামুটি ভাবে যারা এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস করে, মুহাম্মাদ(দঃ) কে তাঁর রসূল বলে বিশ্বাস করে, কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে বলে বিশ্বাস করে, কোরআনের অনুশাসন এবং রসূলের নির্দেশসমূহকে সর্বকালের উপযোগী এবং সর্ব-অবস্থায় পালনীয় বলে মনে করে (নিজে কোন কারণবশতঃ বাস্তবে পালন করতে না পারলেও)—আমরা এদের ভবিষ্যত নিয়েই চিন্তিত। এছাড়া 'মুসলিম'-এর কেতাবী সংজ্ঞা তো রয়েছেই: আল্লাহ্‌, ফেরেশতা, রসূলগণ, আসমানী কিতাব, শেষ বিচার এবং কদরে(বা আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত অদৃষ্টে) বিশ্বাস করে যারা। আমরা কেবল জন্মগত পরিচয়ের মুসলমান থেকে, একটা মুসলিম নাম নিয়ে কেবল তৃপ্তি লাভ করে যেন ক্ষান্ত না হই—আমাদের উচিত আত্মবিশ্লেষণ করা- নিজেদের প্রশ্ন করা: 'আমি কি মনে করি যে সত্যিই এই মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন ?' একজন মানুষ অতি অবশ্যই তা মনে করবে এমন কোন কথা নেই—কোরআনই আমাদের বলে দেয় যে এমন অনেক মানুষ আছে যারা অবিশ্বাসী, আর তাই কোরআন তাদেরকে তাদের যুক্তি ব্যবহার করে চিন্তা করতে বলে। এই প্রথম প্রশ্নটিতে যদি আমরা স্থির এবং নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এবং বিশ্বাসে উপনীত হই যে এই মহাবিশ্বের সত্যিই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তবে আমাদের নিজেদের কাছে প্রশ্ন থাকবে: 'কোরআন কি এই সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এসেছে ? এবং মুহাম্মদ (দঃ) কি এই সৃষ্টিকর্তার বাণীই প্রচার করেছেন?' কাউকে এই ব্যাপারটা অতি অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে এমন কোন কথা নেই। ইহুদী, খৃষ্টান তথা বিশ্বের বহু ধর্মের মানুষই হয়তো একজন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা কোরআনকে আল্লাহর বাণী বলে মানে না। এই দ্বিতীয় সূত্রটিতেও যদি আমরা স্থির নিশ্চিত হই এবং বিশ্বাস করি যে মুহাম্মদ (দঃ) একজন ভন্ড ছিলেন না বরং সত্যিই আল্লাহর রসূল ছিলেন এবং কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, তবেই কিন্তু আমরা প্রাথমিক ভাবে মুসলিমদের দলভুক্ত হবো। আর এই দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্তে স্থির এবং বিশ্বাসী হলে কোরআনের একটি নির্দেশও কি আমরা অমান্য করতে পারি? প্রতিটি মুসলমানের নিজেকে এই প্রশ্নটি করা উচিৎ। একবার এই দলভুক্ত হলে, আমরা যেন নিজেদের মধ্যে আর ভেদাভেদ না করি। যারা স্পষ্টতঃ সীমা লংঘন করেছে এবং সর্বসম্মতিক্রমেই ইসলামের আওতার বাইরে চলে গেছে, যেমন: বাহাই বা কাদিয়ানী—এমন দল বা সমষ্টি ছাড়া, আমরা যেন অন্য কোন

www.nagorikpathagar.org

সমষ্টিকে একটি বিশেষ নামে বা বিশেষ ভঙ্গিতে না ডাকি —যেমন: ওয়াহাবি, সালাফি, তবলীগি বা জামাতী এধরনের বিশেষ বিশেষ নামে ডেকে নিজেদের মাঝে বিভক্তির সৃষ্টি না করি। কোন বিষয়ে আমাদের মাঝে মতপার্থক্য থাকতেই পারে এবং থাকাটাই ক্ষেত্র বিশেষে হয়তো স্বাভাবিক—কিন্তু যতক্ষণ আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিবেদিত, ততক্ষণ পন্থা বা পথ যত ভিন্নই হোক না কেন,আমাদের লক্ষ্য বা গন্তব্য একই। আর সত্যি সত্যি আল্লাহর রহমতে আমরা যদি কোনদিন সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারি, সেদিন দেখবো যে আসলে আমাদের সব পথই এক বিন্দুতে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

যে যেখানে আছি, আমরা যেন নিজেদের সর্বাগ্রে মুসলিম বলে ভাবতে শিখি। জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, ভাষাভিত্তিক বিভক্তি, আঞ্চলিকতা, বিশেষ গোত্র-ভুক্তি ইত্যাদির মত বিভেদ সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ থেকে যেন আমরা নিজেদের মুক্ত রাখি। সমগ্র উম্মাহকে যেন একটা দেহস্বরূপ ভাবতে শিখি আমরা—যে দেহের কোন একটা অংশ আক্রান্ত হলে বা আহত হলে, সারা দেহেই তার অনুভব ছড়িয়ে পড়ে। সবশেষে সাফল্য কেবল আল্লাহ্র কাছ থেকেই আসে এবং আল্লাহর অনুমোদনে আসে এ বিশ্বাস যেন সার্বক্ষণিক ভাবে চিত্তে ধারণ এবং লালন করতে শিখি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের শত্রু কারা

এ প্রশ্নটার সবচেয়ে সংক্ষিপ উত্তর হচ্ছে, সমগ্র অমুসলিম জনগোষ্ঠী মূলতঃ আমাদের শত্রু। তার মানে এই নয় যে, সবাই আমাদের দিকে তাদের অস্ত্র তাক করে এখুনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হয়ে আছে। না তা নয়, তবে আজ যদি সত্যি একটা মেরুকরণের প্রশ্ন ওঠে, আর মুসলমানরা যদি একত্রিত বা একতাবদ্ধ হবে, এমন কোন লক্ষণ দেখা দেয়, তবে সমগ্র অমুসলিম জনগোষ্ঠীই মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে। কোরআন শরীফে আল্লাহ্ এমন ইঙ্গিতই দিয়েছেন। এছাড়া পৃথিবীতে যে নতুন বিভাজন রেখা সৃষ্টির সম্ভাবনা সমাসন্ন, তা সৃষ্টি হলে আমরাই হবো সব 'অবিশ্বাসীদের' প্রতিপক্ষ এবং একমাত্র 'বিশ্বাসী' জনগোষ্ঠী। এর আলামত ইতোমধ্যেই বিচ্ছিন্ন ভাবে বহুবার দেখা গেছে। মুসলমান ঠেঙ্গানোর কলাকৌশল শিখতে হিন্দু-ভারতের বাজপেয়ীকে ইসরাইল যেতে দেখা গেছে ; তেমনি চেচ্‌নিয়ার মুসলমানদের রাশিয়ানরা যখন গবাদি পশুরমত জবাই করে, তখন মানবাধিকারের অতন্দ্র প্রহরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জেগে ঘুমাতে দেখা গেছে, আর ইউরোপের মানচিত্রে একটা মুসলিম রাষ্ট্রের অসহ্য সম্ভাবনার থেকে সৃষ্ট গাত্রদাহের বশবর্তী হয়ে, সমগ্র পশ্চিম তথা পূর্ব ইউরোপ (বিশেষতঃ রাশিয়া) যে সার্বদের দ্বারা বসনিয়ায় পরিচালিত হত্যাযজ্ঞে নীরব সম্মতি প্রদর্শন করেছে সেটা সবার জানা। একের পর এক জাতিসংঘ সনদ প্রত্যাখ্যান করে, ইহুদী হিংস্র পশুরা তাদের মার্কিনী তথা পশ্চিমা বন্ধুদের সমর্থনে মুসলমান নিধন করে চলেছে সেই কবে থেকে। মোট কথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু বাজপেয়ী, ইহুদী নেথানইয়াহু, খৃষ্টান ক্লিনটন বা বরিস ইয়েলেৎসিন বা পুটিন সবাই এক——সবাই মুসলমান বিদ্বেষী, আর প্রাথমিক অর্থে সবাই মুসলমানদের শত্রু। নতুন ভাবে জেগে ওঠা বিভাজন রেখার এক পাশে আমরা মুসলমানরা থাকলে,অপর পাশে যে বাকী সবাই থাকবে এ নিয়ে যদি আমাদের সন্দেহ থাকে তবে তা হবে অর্বাচীনের কাজ।

কোথাও কোন মুসলিম দেশ সত্যিকার অর্থে উন্নতি লাভ করবে, এটা কখনোই অমুসলিম বিশ্বের সহ্য হবে না, আর সামরিক খাতে উন্নতি তো নয়ই। এজন্যই মুসলিম দেশসমূহের অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শোষক ও শাসক চক্র, যারা দেশকে সবসময়ের জন্য পঙ্গু তথা পশ্চিমা দেশসমূহের উপর নির্ভরশীল রাখার প্রকল্প গ্রহণ করে, তারাই মুসলমানদের শত্রুদের সত্যিকার বন্ধু। উদাহরণ স্বরূপ অসংখ্য ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করা যায়, তবে হুসনে মোবারক, জেরুয়াল এবং সাদ্দাম হোসেন (পশ্চিমা মুরুব্বিদের সাথে বে-আদবি করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত) এরা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমার মরহুম পিতা শেরে বাংলা

www.nagorikpathagar.org

ফজলুল হক সম্বন্ধে একটা গল্প বলতেন—শেরে বাংলা নাকি জনসভায় তাঁর সমর্থক জনগণকে বলতেন,"যতদিন হিন্দুস্থান আমাকে গালিগালাজ করবে, ততদিন তোরা জানিস্ যে আমি তোদের শেরে বাংলাই আছি—আর হিন্দুস্থান আমার তারিফ (প্রশংসা) করলে বুঝিস্ আমি গাদ্দার হয়ে গেছি।" এ গল্প কতটুকু সত্যি জানিনা, তবে এই ফর্মূলাটা ইসলামের তথা মুসলমানদের শত্রুর বেলায় অত্যন্ত প্রযোজ্য — 'শত্রুর বন্ধুও শত্রু' বা 'বন্ধুর বন্ধুও বন্ধু' এমন একটা ফর্মূলা —আর তাই আনোয়ার সাদাত, হুসনে মোবারক, সাদ্দাম হুসেন, বরগুইবা, ইরানের শাহ্, পাকিস্তানের আয়ুব খান ,ইয়াহিয়া খান, মরোক্কোর বাদশাহ হাসান সহ আরো অনেক স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসক, যাদের জন্য আমাদের মুসলিম দেশসমূহ কোমর-ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে, এরা ইসলামের শত্রুদের বন্ধু ছিল বা এখনো আছে এবং এদের ক্ষমতার উৎস তথা রক্ষাকার্যে সব সময়ই ইসলামের শত্রুরা মদদ যুগিয়েছে। মার্কিন মুসলমান তথা ইসলামী চিন্তাবিদ শ্রদ্ধেয় হামযা ইউসুফ তাঁর একটা খুতবাতে সেখানকার মুসলমানদের (মূলতঃ অভিবাসী) বলেন যে, তোমাদের নিয়ে কুফ্ফার চিন্তিত নয় (অর্থাৎ মার্কিন প্রশাসন যন্ত্র) এটাই তোমাদের ধর্মীয় অবস্থার জন্য খারাপ খবর। সত্যিকার মুসলমানদের নিয়ে কাফিররা অবশ্যই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে এবং তাদের বিপজ্জনক হিসেবে দেখবে। উদাহরণ স্বরূপ রসূল (দঃ) এর মক্কা জীবনের কথা উল্লেখ করেন তিনি। কলেমার বাণী অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কে মক্কার কাফিররা কেবল একটা বুলি হিসেবে দেখেনি—তাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এটুকু বুঝতে পেরেছিল যে ঐ কলেমায় মুহাম্মদ(দঃ) যা প্রচার করতে চাইছেন, তা যদি সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাদের শোষণ-যন্ত্রের কাঠামো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে—আর সেই জন্যই যত দুঃশ্চিন্তা ও বিরোধিতা।

একই যুক্তিতে তাই সত্যিকার মুসলমান বা মুসলমানদের মুসলমানিত্বের পক্ষে যারা কথা বলবে, তারাই যে মুসলমানদের শত্রুদের গাত্রদাহের কারণ হবে সেটা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশে তাই তাগুতের গৃহপালিত উলামাদের নিয়ে কেউ চিন্তিত নয়—তারাও মহাসুখে আছেন। যখনি প্রয়োজন হবে এয়ার কন্ডিশন গাড়ী যোগে তাদের তলব করা হবে তাগুতের পক্ষে বক্তব্য দেয়ার জন্য। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশে তথা সারা বিশ্বে যখনই কেউ ইসলামের কথা বলবে তখনই সে 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'মৌলবাদী' বা 'সন্ত্রাসী'তে পরিণত হবে। এখানে ছোট্ট দুটো উদাহরণ দিতে চাই—লন্ডনে বসবাসরত আরব বংশোদ্ভূত লেখিকা রানা কাব্বানী এককালে সেখানকার তথাকথিত 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' বুদ্ধিজীবী মহলের একজন ছিলেন—আর সেই সুবাদে তার প্রচুর সমাদর ছিল তাদের মাঝে এবং সেখানকার গণমাধ্যমে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং তিনি বুঝতে শুরু করেন যে কি পরিকল্পিত ভাবে পশ্চিমা জগত তথা তাদের গণমাধ্যম মুসলিমদের বিরুদ্ধে কর্মকান্ড তথা প্রচারণা পরিচালনা করে চলেছে । তার বোধোদয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি Letter to Christendom নামক একটা বই লেখেন এবং বলাবাহুল্য, ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম বিরোধী বুদ্ধিজীবী মহলের সমাদর হারান। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে মালয়েশিয়ার এক কালের নামকরা মানবাধিকার কর্মী চন্দ্র মুজাফ্ফরের ব্যাপারটা। ইনিও তার 'পশ্চিম কর্তৃক সংজ্ঞায়িত মানবাধিকার' আন্দোলনে

www.nagorikpathagar.org

সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য পশ্চিমে সমাদৃত ছিলেন এবং নিজ দেশে কারাবরণ করেছেন একসময়—কিন্তু হঠাৎ তার বোধোদয় হয় এবং পশ্চিমা মানবাধিকার আন্দোলনের সংজ্ঞা তথা উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে তার বিখ্যাত বই Human Rights and The New World Order প্রকাশ করে পশ্চিমা তথা কাফির জগতের সকল স্তবস্তুতি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন।

এর ঠিক উল্টো ব্যাপার ঘটে যখন কেউ ইসলাম বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে, মুসলিম নাম ধারণ করেও কিছু বলেন বা লেখেন। আর ব্যাপারটা আরো জাঁকজমকপূর্ণ হয়, তিনি যদি কোন মুসলিম পটভূমির নারী হয়েও 'বঞ্চিত' মুসলিম নারীদের কাহিনী তুলে ধরেন। শ্রদ্ধেয় হামযা ইউসুফ তাঁর আরেকটি খুতবায় এ সম্বন্ধে বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমের বুদ্ধিজীবী মহলে রাতারাতি সমাদৃত হবার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আপনি যদি একটি মুসলিম দেশের কোন নারী হন এবং সেই পরিচয়ে আপনি যদি মুসলিম নারীদের দুরবস্থা নিয়ে চিন্তিত হয়ে কিছু লেখেন—তা যতই অখাদ্য হোক না কেন বা যত স্থূলবুদ্ধিভিত্তিকই হোক না কেন। এর উদাহরণ স্বরূপ তিনি Fatima Memissi র কথা বলেন—যার ইসলাম সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই বললেই চলে, অথচ, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, ইসলামের প্রতি পরোক্ষ কটাক্ষ করে কিছু বই লিখে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবী মহলে সমাদৃতা। একই ভাবে অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধিসম্পন্না আত্মস্বীকৃত পতিতা (শব্দগত অর্থে) তসলিমা নাসরীনও রাতারাতি হিন্দুস্থান তথা পশ্চিমা জগতের অত্যন্ত সমাদৃত 'মুক্তবুদ্ধির ফোয়ারায়' পরিণত হন। আর এই গোত্রের উদাহরণ দিতে গেলে সবচেয়ে শীর্ষে যে সালমান রুশদীর নাম থাকবে, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুসলমানদের তাই সমগ্র বিশ্বকে কেবল দু'টো ভাগে ভাগ করা ছাড়া কোন বিকল্পের বিলাসিতার কথা চিন্তা করারও অবকাশ নেই—দারুল ইসলাম আর দারুল হারব—মুসলিম বিশ্ব আর অমুসলিম বিশ্ব। উৎসাহী পাঠক যদি এই মতবাদের পরিসংখ্যান ভিত্তিক আরো তথ্য লাভ করতে চান তবে শ্রদ্ধেয় Ahmad Sakr এর Muslims and Non-Muslims: Face to Face বইখানি পড়ে দেখতে পারেন। চেচনিয়া, কসোভো এবং বসনিয়ার মুসলিম নিধনের আগেই যদিও বইখানি লেখা—তবু হিন্দু, খৃষ্টান এবং ইহুদী কর্তৃক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম নিধনের একটা চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন পরিসংখ্যান সহ।

এতো গেলো মুসলমানদের জাতিগত, গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত শত্রুর কথা। এছাড়াও কিছু ধারণা রয়েছে যেগুলো গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠী তথা ইসলামের ভয়ঙ্কর শত্রু। এসব ধারণা যদিও Abstract বা অদৃশ্য ব্যাপার, কিন্তু মুসলিম সমাজ তথা বিশ্বাস বা আচার-আচরণ ধ্বংসকল্পে এসব যেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত ক্লান্তিবিহীন কঠিন প্রকল্পে নিয়োজিত।এসব ধারণা যদিও জাতিগত, গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত শত্রু কর্তৃকই এক সময়ে উদ্ভাবিত—কিন্তু আজ এগুলো স্বয়ংক্রিয়—এগুলো কাজে লাগাতে আদি শত্রুর প্রত্যক্ষ উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। আমার বাবার কাছে শোনা আরেকটি গল্পের কথা মনে হলো। বৃটিশ ভারতের কথা—গোয়ালন্দ ঘাটে সাদা চামড়া মেম সাহেব এক প্যাকেট সিগারেট, এক কাপ চা আর একখানা কাগজের রুমাল আমাদের দেশের অনুগত এবং গদগদ জনগণের মাঝে বিনা পয়সায় বিতরণ করতো এক সময়। বাণিজ্যিক

www.nagorikpathagar.org

উদ্দেশ্যে ও শোষণকল্পে পরিচালিত এই প্রচারকার্য পরিচালনাকারিণী 'শক্র'' প্রথম কাজটি (অর্থাৎ আমাদের সিগারেট এবং চা খেতে শিখানো) করেছে। পরবর্তীতে তার আর প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত থাকতে হয়নি—সেই থেকে আজ প্রায় শতাব্দী পুরো হতে চললো, আমরা, আমাদের দেশের হাড্ডিসার মানুষগুলো, কষ্টার্জিত পয়সা দিয়ে সিগারেট খেয়েই চলেছি—আর সেই পয়সা জমা হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর একাউন্টে। এখানে নেশাই এখন শক্র। যদিও তা অদৃশ্য বা Abstract।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

অদৃশ্য শত্রু

এই অধ্যায়ের একদম মূল কথায় চলে যাবার আগে একটু ভূমিকার প্রয়োজন আছে। ভূমিকাটা এজন্য যে আজকের 'পশ্চিমা সভ্যতা', যা আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের মূল্যবোধকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে Deconstruct করতে উদ্যত—অর্থাৎ আমাদের ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় তত্ত্বসমূহের অসঙ্গতি (নাউজুবিল্লাহ্) খুঁজে বের করার চেষ্টায় এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে ধর্মীয় মূল্যবোধকে অর্থহীন প্রতীয়মান করার চেষ্টায় নিয়োজিত—সেই সভ্যতার ভিত্তিটা কি তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি এ্যারোপ্লেনে চড়তে পারলে, কেন ৫০০ মাইল পথ হেঁটে যাবো? তেমনি পশ্চিমা জগত,তার সভ্যতা এবং মতবাদ যদি আমার জীবনকে সুন্দর ও সহজ করে, তবে আমি কেন শুধু শুধু তা প্রত্যাখ্যান করবো ? আমাদের ধর্ম তো আর নাক কান কেটে বা সারাজীবন উপোস করে বা কৌমার্য রক্ষা করে আমাদের পরিশুদ্ধ হতে বলে না!!

সুতরাং, আসুন প্রথমে দেখি পশ্চিমের সভ্যতা তথা যাবতীয় মূল্যবোধের ভিত্তি কি ? এখানেও আমি একটু বেশীই পেছনে যাবো। এমন একটা সময় ছিল যখন ইউরোপে পড়াশোনাকে, বা আমাদের প্রচলিত অর্থের জ্ঞানচর্চাকে সাধারণ ভাবে এবং বিজ্ঞান শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে সন্দেহের চোখে দেখা হতো—মনে করা হতো যে এরা, অর্থাৎ যারা বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, তারা অনিবার্য ভাবেই ধর্ম-বিরোধী বা খৃষ্ট-বিরোধী। মুসলমানরা স্পেন থেকে বিতাড়িত হবার আগের স্বর্ণযুগে তাই, ইউরোপের বর্বরতার চোখ এড়িয়ে অনেক ইউরোপীয় জ্ঞানপিপাসু বিভাজন রেখার ওপার থেকে লুকিয়ে মুসলিম-ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পড়তে আসতেন অনেকটা ছদ্মবেশেই। এসময়টার কথা বলতে গিয়ে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রয়াত **Marshall G Hodgson** বলেন: In view of the explosion of knowledge and technology in the Islamic world, it is self-evident that cultural exchange in the Middle Ages was a one-way street, since the Muslims could find hardly anything worth learning from the Occident. [Quoted from page #35, Islam the Alternative – Murad Hofmann. Also please see, page #362, The Venture of Islam, Vol.2 – Marshall G. Hodgson] অর্থাৎ: [মধ্যযুগীয়] ইসলামী বিশ্বে জ্ঞান ও প্রযুক্তির যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তা থেকে এটা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যযুগীয় সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের রাস্তাটা ছিল অনেকটা আমরা যাকে বলি 'একদিকে চলাচলের রাস্তা' [বা one-way street], কেননা, পশ্চিমা জগতের কাছ থেকে মুসলমানদের শেখার তেমন কিছু ছিল না।

মুসলমানদের ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করার উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা দুটোই ছিল মোটামুটি ভাবে চার্চ বা গীর্জা দ্বারা উদ্ভাবিত এবং মূলতঃ চার্চই এর নেতৃত্ব

www.nagorikpathagar.org

দেয় (বলাবাহুল্য, ফরাসী বিপ্লবের আগ পর্যন্ত ইউরোপের সকল শাসনযন্ত্রের উপর গীর্জার প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ছিল লাগামহীন)। 'বিধর্মী হঠাও' বা 'অবিশ্বাসীদের ধরো আর মারো' মার্কা এক হুজুগের ফলশ্রুতিতে 'Spanish Inquisition' সহ নানা ধর্মীয় আদালত বা বিচার ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়—যেগুলো অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিল এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, এসব বিচার সভায় কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে অনায়াসে তাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেয়া যেতো। উদাহরণ স্বরূপ একটা ব্যাপার উপস্থাপন করলে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন অবস্থাটা কেমন ছিল: মুসলমানদের প্রভাবে স্পেনে অনেকেই মুসলমান হয়েছিলো এবং মুসলিম বিতাড়ন শেষে তাদের খৃষ্টান হতে বাধ্য করা হয়, অপর বিকল্প ছিল মৃত্যুবরণ করা বা দেশ ত্যাগ করে মুসলিম মুল্লুকে চলে যাওয়া। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কেউ ঘন ঘন হাত-পা ধুতে যায় (অজুর অভ্যাস থেকে), এ অভিযোগ ধর্মযাজকদের আদালতে পৌছে দিতে পারলেই, অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদন্ডের একটা ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে যেতো। এধরনের Inquisition এর অন্যান্য শিকাররা ছিল মূলতঃ প্রগতিশীলরা বা বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা—বাইবেলের কোন কিছুর বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য বা তত্ত্বকে সঠিক মনে করা মৃত্যুদন্ড লাভের জন্য যথেষ্ট ছিল। এছাড়া 'Witch-Hunting' বা 'ডাইনি চিহ্নিতকরণ' বলে আরেকটা ব্যপার তখন প্রচলিত ছিল। চার্চের কর্তৃত্বের আওতায় এক শ্রেণীর 'ডাইনি বিশেষজ্ঞের' বা 'Witch–Doctor' এর উৎপত্তি হয়েছিল। এদের কাজ ছিল সমাজে 'শয়তানের উপাসক' চিহ্নিত করা। যাদু-টোনা,টোটকা,বাণ মারা- এধরনের কাজগুলোকে 'Witchcraft' বা 'ডাইনি বিদ্যা' বা 'শয়তানের বিদ্যা' বলে চিহ্নিত করা হতো। এসব Witch –Doctor' কর্তৃক একবার দোষী সাব্যস্ত হলে, মোটামুটি অবধারিত ভাবেই যে কাউকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হতো- ফাঁসীতে ঝুলিয়ে (সচরাচর) বা ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য পন্থায় (যেমন পুড়িয়ে) দৃষ্টান্তমূলক ভাবে হত্যা করা হতো। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ফরাসী বিপ্লব বা রেঁনেসার আগ পর্যন্ত কালো অধ্যায়ে অগণিত মানুষ এসব 'Witch–Doctor' বা 'ডাইনি-ওঝার' সিদ্ধান্তে মৃত্যুবরণ করেছে। এ সময় সমাজে কেউ যদি তার প্রতিপক্ষকে নির্মূল করতে চাইতো, তবে তার অন্যতম সহজ উপায় ছিল কোন উপায়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একটা 'Witchcraft' এর অভিযোগ সাজিয়ে প্রমাণিত করা অথবা আরেকটা বিকল্প হচ্ছে একজন প্রতিষ্ঠিত 'ডাইনি-ওঝা' কে হাত করে তাকে দিয়ে শত্রুকে 'Witch' বলে চিহ্নিত করা। 'ডাইনি' যদিও স্ত্রী লিঙ্গ, কিন্তু 'Witchcraft' এর অবলম্বনকারী হিসেবে অভিযুক্ত হতে পুরুষেরও কোন বাধা ছিল না। এই অত্যাচার এবং অবিচারকে ঘিরে ইউরোপীয় সাহিত্যে বহু রচনা/ উপন্যাস লেখা হয়েছে—নির্মিত হয়েছে পরবর্তীতে বহু ছায়াছবি। 'The Crucible' হচ্ছে এধরনের একটা ছায়াছবি যা এই অবিচারকে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

এই পটভূমিতে এবং চার্চের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, বিজ্ঞান তথা জ্ঞানচর্চার স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে, ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চেয়ে এবং বিজ্ঞান তথা যুক্তিভিত্তিক একটা জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েই মূলতঃ ফরাসী বিপ্লব বা রেনেসাঁর সূচনা। ফরাসী বিপ্লবের 'কর্ণধার'দের তাই ধর্মের উপর প্রচন্ড আক্রোশ ছিল এবং যে কাজটা তারা

www.nagorikpathagar.org

অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রথমেই সম্পন্ন করেন, তা ছিল ধর্মকে গীর্জার চার দেয়ালের ভিতর আবদ্ধ করে রাজনৈতিক এবং ক্রমে সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুত করা, যার পরিণতিতে ধর্মকর্ম এখন পশ্চিমা জনগণের কেবল অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা অংশের মাঝে সাপ্তাহিক একটা আচার হিসেবে—রবিবাসরীয় একটা অভ্যাস হিসেবে টিকে/বেঁচে আছে। ফরাসী বিপ্লব তথা 'আলোকপ্রাপ্তির' হোতারা পশ্চিমা দুনিয়ায় অত্যন্ত সফলভাবে 'Render unto Caeser that which is Caeser's and unto God that which is God's' এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের ধারণা ছিল যে নৈতিকতার জন্যও আসলে কোন অতি-জাগতিক দিক নির্দেশনা বা আসমানী কিতাবের প্রয়োজন নেই। জ্ঞানই(জাগতিক বা Secular) হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস—আর জ্ঞান থেকেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে নৈতিকতার সৃষ্টি হবে—মানুষ কেবল জ্ঞানী হতে পারলেই সে সুসভ্য হবে, সুন্দর হবে এবং উঁচু নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবে। হায়, আজ যদি রুশো,ভল্টেয়ার বা নিট্শেকে পুনরায় জীবিত করে পশ্চিম জার্মানীর Hamburg এর Ripabahn বা Holland বা Belgium এর সেই সব কাঁচের বাক্সগুলো দেখানো যেতো, যাতে সারিবদ্ধ ভাবে, প্রায় নগ্ন নারীরা বসে রয়েছে রাস্তার দিকে মুখ করে, যেন তাদের খদ্দেররা তাদের খুঁটিয়ে দেখতে পারে সম্ভোগের জন্য কিনে নেবার আগে-তবে তারা বুঝতে পারতেন 'আলোকপ্রাপ্তি' নয় বরং 'Gladiator' বা 'Arena' যুগের চেয়েও অন্ধকার একটা যুগে, তারা তাদের সমস্ত সভ্যতাকে ঠেলে দিয়ে গেছেন। San Francisco -র রাস্তায়, Powel বা Market Street -এর Dustbin -এ কুকুরকে খাবার খুঁজতে দেখা যায় না, কেননা কুকুর তো আবার সেদেশে VIP মর্যাদা প্রাপ্ত প্রাণী; কিন্তু অসহায় মানুষকে দেখা যায় ভিক্ষা না পেয়ে ডাষ্টবিন থেকে খাবার খুঁজে আলাদা করতে—তারই পাশে কোন Strip Bar থেকে, হয়তো এক সন্ধ্যায় হাজার ডলার নগ্ন নর্তকীর গায়ে ছুঁড়ে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়, সাদা সার্টের উপর টাই পরিহিত গতানুগতিক চেহারার কোন নির্বাহী বা Executive কে। সুতরাং তাদের কথা মত মানুষ এমনিতেই নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করেনি। সকালে ঘুম থেকে ওঠা এবং হাঁটাহাঁটি করা ভালো, আমরা সবাই জানি, তথাপি এমনি আর ক'জন উঠতে চায়? মিলিটারীতে বাধ্যতামূলক বলে বা অন্যত্র যে সব চাকুরীতে Regimented life বা সেনানিবাসের জীবনের মত শৃঙ্খলার জীবন রয়েছে, সেখানে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভয়ে বা চাকুরীর জন্য সকালে উঠতে হয় বলে সবাই উঠে থাকে। আর উঠে বিশ্বাসীরা—তারাও একধরনের Regimented জীবন যাপন করে, কারণ এই বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টিকর্তা তাদের আদেশ করেছেন বলে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের আধুনিকতার 'কর্ণধার'রা যেমনটি বলেছিলেন যে, 'for the sake of goodness'—তেমনটি, এমনি এমনিই ভালো হয়ে যাবার বা ভালো সব কিছু জীবনে ধারণ করার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন।

যে সব ধারণাকে সামনে রেখে ফরাসী বিপ্লবের সন্তানরা পশ্চিমা তথা বিশ্ব সভ্যতাকে কাঠামো, রূপ, রং ইত্যাদি দিতে চেয়েছিলেন, সেগুলোর মাঝে ধর্মমুক্ত রাজনীতি, আধুনিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ভোগবাদ বা Consumerism, সুখবাদ বা Hedonism, নাস্তিকতা বা ধর্ম বিরোধীতা, যুক্তিবাদীতা বা Rationalism, Scientific Reductionism বা সবকিছুকে কতগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক সংজ্ঞায় ফেলা (উদাহরণ স্বরূপ ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বঃ যেমন মানুষকে কুকুর, গরু, ছাগলের চেয়ে সামান্যই

www.nagorikpathagar.org

আলাদা করে দেখেছে), Quantification বা সবকিছুকেই সংখ্যা বা সংখ্যানির্ভর বলে ভাবা (যেমন How Much কথাটার গুরুত্ব বা যে কোন কিছুর একটা পার্থিব বা অর্থনৈতিক মূল্য চিন্তা করা) এসব অন্যতম ছিল। এখানে, 'আধুনিকতা' কথাটার একটা বিশেষ অর্থ আছে এবং মধ্যযুগীয় মূল্যবোধের তুলনায় মূলতঃ আধুনিকতার কথা বলা হয়েছে -Modernism হচ্ছে বস্তুতঃ একটা দর্শন বা প্রকল্প। এই সমস্ত ধারণার মূলে একটা সাধারণ যোগসূত্র (অদৃশ্য এবং অব্যক্ত) ছিল—তা হচ্ছে ইউরোপের মানদন্ডে সমগ্র বিশ্বকে বিচার করা এবং কোনটা সঠিক বা সঠিক নয় তাও কেবল ইউরোপের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা। আপাতঃ দৃষ্টিতে যদিও মনে হতে পারে যে, Enlightenment প্রকল্পের মূলমন্ত্র বুঝি 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' মত একটা কিছু, কিন্তু আদতে তা ছিল 'সবার উপরে পেশীশক্তি সত্য, তাহার উপরে নাই'। আর তাই লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে Enlightenment প্রকল্প চালু হবার পরবর্তী সময়ে যেমন 'যান্ত্রিক সভ্যতার' (ইউরোকেন্দ্রিক) দ্রুত প্রসার ঘটেছে, তেমনি অত্যন্ত দ্রুত প্রসার ঘটেছে 'ঔপনিবেশীকরণ' প্রকল্পের। অপেক্ষাকৃত বোকা এবং গো-বেচারা শ্রেণী'র দেশ/ জাতি/ জনগোষ্ঠী সমূহকে উপনিবেশে পরিণত করার রীতিমত এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় Enlightened বা আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্ত দেশসমূহের মাঝে (এখানে জার্মানী একটু ব্যতিক্রম, বিশ্বযুদ্ধসমূহের আগ পর্যন্ত, তাদের তেমন একটা উচ্চাকাঙ্খার প্রমাণ পাওয়া যায় না)। আর 'All animals are equal, but some animals are more equal than others' এর মত 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এমন বলতে চাইলেও, Anglo–Saxon মানুষ আর আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ Zulu মানুষ একই ধরনের সত্য কিভাবে হয়! —অন্ততঃ পশ্চিমা চোখে তো একেবারেই অসম্ভব। তাই 'সবার উপরে মানুষ সত্য' ঠিকই-তবে Anglo–Saxon মানুষ অন্যান্য 'রঙ্গীন মানুষ' (যেমন Asian/African) এর চেয়ে বেশী সত্য। আর তাই সাম্যবাদের জনক Karl Marx ও 'সাদা-চামড়া' শোষিত শ্রেণী আর 'রঙ্গীন-চামড়া' শোষিত শ্রেণীকে একই চোখে দেখতে পারেন নি-প্রাচ্যের জনমানুষ সম্বন্ধে তাই তিনি বলেছিলেন, **'They cannot represent themselves; they must be represented.'**

সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ, আর বিশেষ ভাবে মুসলিম বিশ্বের ঔপনিবেশীকরণে (colonization) মুসলিমদের নিজেদের ভূমিকাও কিছু কম ছিল না। আলজেরীয় চিন্তাবিদ প্রয়াত মালেক বেন-নাবীর মতে যে সমস্ত দেশকে উপনিবেশে পরিণত করা হয়, তাদের ভিতরে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যাকে 'colonizability' নাম দেয়া যায় আর ঐ জনগোষ্ঠীকে বলতে হবে 'colonizable' অর্থাৎ মুসলিমদের ভিতরে 'উপনিবেশ-যোগ্যতা' বলে কিছু গুণ ছিল বলেই তাদেরকে এত সহজে উপনিবেশে পরিণত করা গেছে। যাহোক ঔপনিবেশীকরণ ছিল পশ্চিমা 'আলোক প্রাপ্তি' প্রকল্পের Extension/Annexation বা স্বাভাবিক পরিশিষ্ট (?)। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে, 'শুধু আমরা আলোকপ্রাপ্ত বা সুসভ্য হলেই চলবে না—অপর বর্বরদের সুসভ্য করে তোলাও আমাদের কর্তব্য'। আর সেই সুসভ্যকরণের নামে চল্‌লো এ যাবত কুমারী-সম সংরক্ষিত তৃতীয় বিশ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সম্ভ্রমহানি, সম্পদের লুটপাট আর সংস্কৃতির Deconstruction বা হেয় প্রতিপন্ন করে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করার প্রয়াস; আর এতে

www.nagorikpathagar.org

সত্যিকার অর্থে প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিক্রিয়া এসেছে কেবল রক্ষণশীল মুসলিমদের তরফ থেকে। তখন থেকে নিয়ে বর্তমান, এই তথাকথিত Post-modern সময় পর্যন্ত, Islamdom বা ইসলামের সাম্রাজ্যের (বর্তমানে কাল্পনিক অবশ্য) বন্ধ প্রবেশদ্বার বা সিংহদ্বারে বলা যায় অবিরাম গোলাবর্ষণ চলে আসছে তা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য। কয়েক শতাব্দী পার হয়ে গেছে, অস্ত্র বদলে গেছে, গোলার বৈশিষ্ট্যও হয়তো বদলে গেছে, কিন্তু অভিন্ন লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে Islamdom তথা এর সব বৈশিষ্ট্যকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার। আগেই যেমন বলেছি, এ যাবত আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনমানুষের গায়ে, বলতে গেলে ঐ গোলার ছিটেফোঁটাও লাগে নি। শহুরে সুবিধাবাদী জনগোষ্ঠী তথা ময়ূর হতে চাওয়া কিছু তাগুতে কাক ছাড়া বাকী সবার ভিতরে যেন ইসলামী মূল্যবোধ একটা Frozen state-এ বা হিমায়িত অবস্থায় সংরক্ষিত হয়েছিল—যদিও পরিবর্তন একেবারে হয়নি, তা বলা ঠিক হবে না। কিন্তু সে পরিবর্তন অত্যন্ত শ্লথ গতিতে এসেছে। বাংলাদেশের যে অংশে আমার জন্ম, সেখানে ষাট এর দশকে আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি যে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মাথায় টুপি না থাকাটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল, একজন বয়স্ক মানুষের মুখে দাড়ি না থাকলে, ধরেই নেয়া হতো যে তিনি একজন হিন্দু। তেমনিঠোঁট/গাল রং করে, রঙ্গিন ফুলের মত কাউকে চলতে দেখলে বেশ্যা না ভাবলেও, তার বংশ পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিত—কারণ (রঙিন) ফুলে কোন্ ভ্রমর আকৃষ্ট হচ্ছে, সে ব্যাপারে ফুলের কোন বাছ বিচার থাকে না। অথচ আজ উপরোক্ত কোন মূল্যবোধই তেমন একটা অবশিষ্ট নেই হয়তোবা—কিন্তু তবু যা কিছু মৌল বা Basic বা Fundamental তাতে যেন যে ভাবেই হোক, ঠিক ভাঙ্গন যাকে বলে তা ধরেনি। তাগুতের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দাড়ি-টুপি সম্মানই আদায় করেছে স্বাভাবিক মানুষের বা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে —তেমনি মাথা ঢেকে যে সব মেয়েরা চলে, তাদের যদিও বা কেউ কেউ কখনো সেকেলে মনে করেছে, কিন্তু সম্মান প্রদর্শন করতে সাধারণ মানুষ কার্পণ্য করেনি। এই হিমায়িত অবস্থায় মূল্যবোধ সংরক্ষিত থাকার মূল কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে তথাকথিত অনগ্রসরতা (বিদ্যুত না থাকা বা যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকা) এবং গ্রামের সাথে শহরের একটা বিরাট সাংস্কৃতিক ব্যবধান থাকা। কিন্তু আজ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি (?) সাধিত হবার ফলে এবং গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে বানের পানির মতো শহরে গিয়ে জমা হবার ফলে, হাজার বছরের হিমায়িত বিশ্বাসের হিমাগারের বন্ধ দরজায় Post-Modern বা আধুনিকতা-উত্তর সর্বগ্রাসী Media ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রবল ধাক্কা এসে লাগছে। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, সে দরজা ভেঙ্গেই পড়লো বুঝি। আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চেয়ে, আমরা রুখে দাঁড়াতে না পারলে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—এবং আপাতঃদৃষ্টিতে তা সময়ের ব্যাপার মাত্র। এখনকার সময়কে Post-Modern সময় মনে করা হলেও, আমাদের বিপদ Modernism এবং Post-Modernism দু'দিক থেকেই। কারণ, আমাদের মুসলিম দেশগুলোর তো সত্যিকার অর্থে Modernization হয়নি। পশ্চিমা জগতে আজ Enlightenment বা modernization সবই Failed Project বা বিফল প্রকল্প বলে বিবেচিত অথচ আমরা এখনো সে সব মূল্যবোধ অধিগ্রহণ করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করছি। একটা ব্যাপার

www.nagorikpathagar.org

বিশ্ব মুসলিম জনসমষ্টিকে অতি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, Modernism বা Post-Modernism দু'টোর ধ্যান-ধারণাই আমাদের জন্য সমান, দু'টোর কোনটাই আমাদের জগতের ব্যাপার নয় এবং দু'টোর উদ্দেশ্যই এক: অপর সভ্যতার ধ্বংস সাধন [বা পশ্চিমা পক্ষের অপর যে পক্ষ (অর্থাৎ আমরা), তাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া]। এখন আসুন একে একে Abstract বা অদৃশ্য শত্রুদের চিহ্নিত করে তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্ম- নিরপেক্ষতা

ধর্মের অত্যাচার-উৎপীড়নের উপর বীতশ্রদ্ধ হওয়া থেকেই ইউরোপে মূলতঃ এর উৎপত্তি এবং সেখানে বীতশ্রদ্ধ হবার যথেষ্ট কারণও ছিল। কিন্তু আমাদের সেরকম বীতশ্রদ্ধ হবার কোন কারণ আছে কি? বা ছিল কি? এর উত্তর হচ্ছে 'না'।

প্রথমতঃ আমাদের ধর্ম, অর্থাৎ ইসলাম, আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানচর্চা তথা সত্য অনুসন্ধানে কোন বাধা তো কখনো দেয়নি বরং ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে বাধ্যতামূলক হিসেবে দেখে। আমাদের ধর্মগ্রন্থ কোন মোল্লা-মৌলভীর পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। বরং আপনি যদি মুসলমান হোন, আপনার উচিত আপনার ধর্মগ্রন্থে কি আছে তা জানা। হিন্দু ব্রাহ্মণ বা খৃষ্টান পাদ্রীদের মত আমাদের কোন 'ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ' থাকবার কথা নয় (যারাই কেবল জানবে যে ধর্ম কি বলে, আর অন্যরা কেবল তাদের মুখে শুনবে)। ইসলামে ধর্ম-শিক্ষক থাকবে, কিন্তু ধর্ম–যাজক থাকবে না। আর কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা তো পরিস্কার চ্যালেঞ্জই করেছেন যে,পারলে কেউ যেন কোন অসঙ্গতি খুঁজে বার করে সেখানে। সুতরাং, আমাদের ভয়ের কি আছে? যদি সত্যি তা আল্লাহ্‌র কালাম বলে আমরা বিশ্বাস করি, তবে এই ভয়ে দিন যাপন করার কোন কারণ নেই যে, এই বুঝি কেউ এতে কোন ত্রুটি বের করে ফেলবে, তাই কারো মুখ বন্ধ রাখতে তাকে 'Witch' বলে ঘোষণা করে শূলে চড়াতে হবে। না, মোটেই নয়, বরং যার ইচ্ছা গবেষণা করুক কোরআন নিয়ে—কে জানে আরো কত Maurice Bucaille, Keith Moore, Gary Miller, Yusuf Islam কেবল কোরআন জেনে, আল্লাহ্‌র মহিমায় বিস্মিত হবে এবং পৃথিবীকে কোরআন লব্ধ আলোতে আলোকিত করবে।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমান Iran ছাড়া সত্যিকার অর্থে মুসলিম বিশ্বে কোন Theocratic রাষ্ট্র বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্র কখনো ছিল না বা Theocracy-ই কখনো ছিল না। বরং অতীতে, রাষ্ট্রীয় শাসন যন্ত্রের সাথে উলামাদের একটা টানা-হেঁচড়া অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। রাষ্ট্রীয় যন্ত্র, তার অত্যাচারের বা শোষণের সাথে উলামা বা ধর্মীয়-জ্ঞানে জ্ঞানীদের জড়াতে চাইলেও, সত্যিকার অর্থে যারা জ্ঞানী, তারা সে সংশ্রব সব সময় এড়িয়ে চলেছেন। রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের উৎপীড়নের শিকারও হয়েছেন অনেকেই—যেমন ইমাম হানিফা এবং ইমাম হাম্বল। সুতরাং ইউরোপীয়দের মত চার্চের প্রবল প্রভাবসমৃদ্ধ শাসনযন্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা বেছে নেবার দুরবস্থা আমাদের কখনো হয়নি। বরং ঠিক উল্টোটাই—আগেও এবং এখনো—আমাদের ধর্ম সব সময়ই অত্যাচারিতের পক্ষে এবং অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। এখন এই মুহূর্তে বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের Virtual Kafir বা 'বস্তুতঃ কাফির' শাসনযন্ত্রের কাছে ইসলামের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কোন

www.nagorikpathagar.org

দুঃস্বপ্ন নেই। তাদের পশ্চিমা প্রভুদেরও একমাত্র ও প্রধান দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে কি করে তাদের অনুগত ও তাগুত এইসব শাসনযন্ত্রকে ইসলাম থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

তৃতীয়তঃ মুসলমানের ধর্ম-নিরপেক্ষ হবার কোন উপায় নেই। মুসলমানের জীবনে মায়ের গর্ভস্থ-অবস্থা থেকে শুরু করে কবরে যাওয়ার পর পর্যন্ত সকল কর্মকান্ড আল্লাহ্‌র বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । সুতরাং, ধর্মকে বাদ দিয়ে মুসলমানের জীবনকে 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' করার অবকাশ কোথায়? আল্লাহ্ পরিস্কার বলে দিচ্ছেন কোরআন শরীফে : **...for they who do not judge in accordance with what God has bestowed from on high are, indeed, deniers of the truth!'** [Qur'an, 5:44] অর্থাৎ,... **'আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারাই কাফের।'** [কোরআন, ৫:৪৪]

সুতরাং আপনি হয় মুসলমান হবেন, না হয় ধর্ম-নিরপেক্ষ কাফির হবেন, দুটো একত্রে হবার কোন উপায় নেই। এখন সিদ্ধান্ত আপনার!! সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ধর্ম-নিরপেক্ষতা আমাদের ব্যাপার নয়। Islamdom এ ধর্ম-নিরপেক্ষতা আমদানীর কোন কারণ নেই। এর প্রয়োজন Islamdom এ দু'টো কারণে পড়তে পারে-এক, ইসলামী মূল্যবোধকে Deconstruct করতে। দুই, তাগুতের অবৈধ গদি রক্ষা করতে।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য

এই ব্যাপারটার শুরুও সম্ভবতঃ, প্রাথমিক পর্যায়ে, চার্চের বা গীর্জার সব ব্যাপারে অতিরিক্ত নাক গলানোর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া থেকেই। তারপর এটা আধুনিকতার বা Modernism এর প্রকল্পের একটা অতি আবশ্যিক আঙ্গিকে পরিণত হয়। শুরুটা এর মুক্ত চিন্তা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইত্যাদিকে ঘিরে হলেও, এখন পশ্চিমে ব্যাপারটা এত শোচনীয় একটা রূপ ধারণ করেছে যে, সেখানে এখন আসলে সামাজিক মূল্যবোধ, কাঠামো ইত্যাদি লুপ্তপ্রায়। একটা উদাহরণ থেকে ব্যাপারটা সহজে বোঝা যাবে—আমরা জানি, আমাদের সুষ্ঠু এবং সুন্দর জীবনযাপনের জন্য, আমাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা এবং কার্যক্ষমতা খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। এটা কাল্পনিক ব্যাপার যদিওবা, তবু প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি দেহ থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের মত করে কাজ করতে শুরু করতো তাহলে যেমন সমন্বয় এবং সামঞ্জস্যের অভাবে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো—পশ্চিমা সমাজের অবস্থা তার সাথে তুলনীয়। ইংরেজী কথ্য ভাষায় 'His His Who's Who's' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে, যার সোজা অর্থ হলো 'যার যার তার তার'—এই মতবাদের সূত্রপাত হচ্ছে Individualism থেকে। Australian TV র একটা বিজ্ঞাপনের কথা মনে হলো হঠাৎ-বাবা ঠিক মত তার জীবনের পরিকল্পনা করেননি, তাই বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক কারণে তিনি ছেলের বাড়ীর লন ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করছেন—ছেলে বাইরে যাবার সময় বাবার হাতে পারিশ্রমিক গুঁজে দিয়ে বলছে 'নিজের যত্ন নিও, আর মাকে, আমার তরফ থেকে hello বোল'। গাড়ীতে ছেলের স্ত্রী অধৈর্য্য হয়ে অপেক্ষা করছে (ঐটুকু সময় যতক্ষণ ছেলে বাবার সাথে কথা বলছে)। এটা যতদূর মনে পড়ে কোন Insurance Company-র বিজ্ঞাপন। বাবাকে বলা হচ্ছে তোমার সময় থাকতেই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল—অর্থাৎ নিজের শেষ বয়সের কথা চিন্তা করে insurance বা ঐ ধরনের কোন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। এখানে লক্ষ্যণীয় যে ছেলেকে কিন্তু তার মনোভাব বদলানোর কথা বলা হচ্ছে না, বাবাকে এখানে বুঝিবা বলা হচ্ছে যে 'তুমি বুঝতে পারোনি পৃথিবীটা যার যার তার তার সূত্রে পরিচালিত হচ্ছে, সুতরাং তোমারও বোকামী না করে নিজের আখের গোছানো উচিত ছিল।'

পশ্চিমা সমাজের সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিকতা এবং সমাজবদ্ধতাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে যে কয়টা হাতিয়ার আধুনিকতার জনকরা ব্যবহার করেছিলেন,তার ভিতর লাগামহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হাতিয়ার অন্যতম। এর ছত্র-ছায়ায় নতুনকে পুরাতনের বিরুদ্ধে, নবীনকে প্রবীণদের বিরুদ্ধে আর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বৃত্তে সন্তানকে পিতামাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলার এক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়—যা পশ্চিমে বিশাল সাফল্যের দাবীদার

www.nagorikpathagar.org

এবং যার পথ ধরে আজ সমগ্র পশ্চিম 'ব্যক্তির' সমষ্টিতে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতের পশ্চিমা জীবনের কাঠামো হবে ব্যক্তি থেকে সোজাসুজি রাষ্ট্র-এর মাঝখানে কিছু নেই।প্রতিটি মানুষ নিজের ভোগ-সুখের অধিকার নিয়েই সারাক্ষণ চিন্তিত এবং ব্যস্ত— অন্যের প্রতি দায়-দায়িত্বের ভাবনা কারো নেই। নিজের সময় বা সম্পদ কোনটির সামান্যতম অংশও কারো সাথে share করতে বা ভাগ করে নিতে কেউ রাজি নয়। ভোগ-সুখের কোন বাছবিচার বা সীমারেখা নেই। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে বা ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যানারে চলছে অগণিত ব্যক্তিগত বিকৃতি চরিতার্থ করার এক মহা প্রতিযোগিতা—যেখানে প্রায় সব ভোগ-সুখই প্রশ্নের ঊর্ধ্বে—দু'জন নারীর একত্রে বিবাহিত জীবন যাপনের ঘটনা আজ যেমন কোন বিস্ময়ের উদ্রেক করে না, তেমনি ছেলের বউ সন্তান ধারণ করতে অক্ষম বলে, ছেলের বউ-এর নিষিক্ত ডিম্বাণু নিজের (মায়ের) জরায়ুতে স্থাপন করে আমেরিকার জনৈক মহিলার একই সাথে মা এবং দাদী হবার বিরল সৌভাগ্যও (?) কোন কৌতূহলের উদ্রেক করে না আজ আর। এই 'যার যার তার তার' মতবাদের পথ ধরেই তসলিমা নাসরিনদের জন্ম হয়েছে যারা কেবল নিজের জরায়ূ-কেন্দ্রিক স্বাধীনতা ও সুখকেই পৃথিবীর সব কিছুর ঊর্ধ্বে দেখতে শিখেছে। পশ্চিমের পরিবারে, বিশেষতঃ যেখানে মা-বাবা দু'জনই চাকুরিরত—সেখানে একটা অতিরিক্ত বা পরিকল্পনা-বহির্ভূত বাচ্চার এই পৃথিবীতে আগমনকে সাংঘাতিক এক দুঃসংবাদ হিসেবে দেখা হয় প্রায়ই—এ ধরনের একটা বাচ্চার জন্মের ফলে কার পেশাগত জীবন ব্যাহত হবে, তা নিয়ে বিতর্ক/বিরোধ থেকে বিয়ে ভেঙ্গে যাবার ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে সেখানে।

এটুকু বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয় যে Individualism শুনতে যত মধুরই হোক না কেন —সমাজ জীবনে এর যে ফল, তা আদতে যেন যা কিছু ইসলামী, তার পরিপন্থী-বা বলা যায় ঠিক বিপরীত। ইসলাম কখনোই একক ভাবে অবলম্বন করার জীবন ব্যবস্থা নয়। বরং সমাজবদ্ধতা হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের ভিত্তি। ইসলামে অধিকার এবং দায়িত্বকে বলা হয় Twins বা যমজ। অধিকার যেখানে থাকবে, সেখানে অবশ্যই দায়িত্ব থাকতে হবে—দায়িত্বহীন অধিকারকে ইসলাম স্বীকার করে না। কোন মুসলমানের বাবা-মা কাফির হলেও যেমন তাদের পরিত্যাগ করা যায় না—তেমনি ইন্দ্রিয়-সুখের বশবর্তী হয়ে কুকুরের মত গর্ভধারণ করার পর সেই সন্তানকে রাস্তায় ফেলে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া (অথবা জন্মের আগে বিনষ্ট করাও) ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। বড়দের তথা বয়স্কদের প্রতি সদয় হওয়াটা হচ্ছে মুসলিম সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম। আর বয়স্কদের 'বোঝা' মনে করা হচ্ছে অপর সভ্যতার ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বাভাবিক পরিণতি। বয়স্কদের বোঝা মনে করে আশ্রমে প্রেরণ, পিতৃপরিচয়হীন জন্তু জানোয়ারের মত বেঁচে থাকা এবং বেড়ে ওঠা প্রজন্মের সুস্পষ্ট উপস্থিতি, ২৫ সেন্টের বিনিময়ে Peep show কাউন্টারে নিমেষের তরে যৌনাঙ্গ প্রদর্শন বা দর্শন, সমকামী বিবাহ, ৮ বৎসরের বালকের গুলিতে সহপাঠীর মৃত্যু, সৎবাবা কর্তৃক অসংখ্য বালিকার বলাৎকার তথা গর্ভধারণ, জন্মগ্রহণকারী ৫০% শিশুর জীবনে কোন বৈধ অথবা স্বীকৃত পিতা নেই : উন্নতির আর আলোকপ্রাপ্তির এসমস্ত খবরাখবরের সাথে কোন না কোন ভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতার আর তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটা যোগাযোগ সব

www.nagorikpathagar.org

সময়ই খুঁজে পাওয়া যাবে—কারণ, কে না জানে, কাফির জগতে সব দর্শনের মূল দর্শন হচ্ছে— মানুষ, বানর প্রজাতি থেকে উদ্ভূত কেবল আরেকটি জন্তুবিশেষ-যার বেলায় Survival of the fittest প্রযোজ্য, যে কেবলই টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত-'যার যার তার তার' হচ্ছে যার জীবনের অন্যতম সত্য বাণী। যে কেবলই একটা Selfish জানোয়ার বিশেষ !!

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

বস্তুবাদ

যা কিছু ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, দেখা যায় তাই সত্য বা তাই বাস্তব, এবং এর বাইরের জগত—হয় অবাস্তব নয় কাল্পনিক নয় অপ্রয়োজনীয়-বস্তুবাদের মূলে এমন একটা ধারণা রয়েছে। বস্তুবাদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, আলজেরীয় মুসলিম চিন্তাবিদ, প্রয়াত Malik Bennabi তার The Problem of Ideas in The Muslim World বইয়ে বলেছেন যে, নিঃসঙ্গ মানুষ একসময় দিগন্তের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছে বিশ্ব-চরাচরকে বুঝতে চেয়ে—এ পর্যায়ে প্রাচ্যের মানুষ আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে চেষ্টা করেছে অর্থাৎ তার দৃষ্টি দিগন্ত থেকে উপরে আকাশের দিকে বিস্তৃত হয়েছে—সে বুঝতে চেষ্টা করেছে সৃষ্টিকর্তাকে—একই পর্যায়ে পশ্চিমের মানুষের দৃষ্টি দিগন্ত থেকে নীচে নেমে এসে ভূ-পৃষ্ঠে নিবদ্ধ হয়েছে-সে বুঝতে চেয়েছে সৃষ্ট বস্তুকে। একজন অবলম্বন করেছে অদৃশ্য অনুভূতিকে, অন্যজন অবলম্বন করেছে হাতে ধরা যায় মত 'জিনিস' কে। এখানে—Malik Bennabi দু'টো একই ধরনের গল্পের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন—একটি Ibn Tufayl এর Hayy Ibn Yaqzan অপরটি Daniel Defoe -র Robinson Crusoe. প্রথম কাহিনীর নায়কের নিঃসঙ্গ জীবন আবর্তিত হয় কতগুলি ধারণাকে কেন্দ্র করে—দ্বিতীয় কাহিনীর নায়কের নিঃসঙ্গ জীবন আবর্তিত হয় কতগুলি বস্তুকে কেন্দ্র করে। Malik Bennabi তুলনামূলক আলোচনার জন্য, অত্যন্ত সুন্দর ভাবে দু'টো গল্প থেকেই খানিকটা উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন-Robinson Crusoe থেকে উদ্ধৃত অংশ হচ্ছে: "....Nov. 4. This morning I began to order my times of work, of going out with my gun, time of sleep, and time of diversion, viz., every morning I walked out with my gun for two or three hours, if it did not rain; then employed myself to work till about eleven o'clock; then eat what [sic] I had to live on; and from twelve to two I lay down to sleep, the weather being excessive [sic] hot; and then in the evening to work again. The working part of this day and of the next were wholly employed in making my table; for I was yet but a very sorry workman, though time and necessity made me a complete natural mechanic soon after, as I believe it would do any one else.." নিঃসঙ্গ দ্বীপে Robinson Crusoe র সময় কিভাবে যাচ্ছে, তার একটা বর্ণনা রয়েছে এখানে। শুরু থেকেই, তার সময়, বাস্তবতাকে ঘিরে প্রবাহিত হতে থাকে -খাওয়া, ঘুম,কাজ - যে বর্ণনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সারমর্ম হচ্ছে, ব্যক্তিভিত্তিক ও উপযোগিতাভিত্তিক [utilitarian] অর্থনীতির খাতিরে প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার।

Hayy Ibn Yaqzan থেকে উদ্ধৃত অংশ হচ্ছে:

"...and when she (the gazelle) grew old and feeble, he used to lead her where there was the best pasture, and pluck the sweetest fruits for her, and give her

www.nagorikpathagar.org

them to eat. Notwithstanding this, she grew lean and continued a while in a languishing condition, till at last she died, and then all her motions and actions ceased. When the boy perceived her in this condition, he was ready to die for grief. He called her with the same voice which she used to answer to, and made what noise he could, but there was no motion, no alteration. Then he began to peep into her ears and eyes, but could perceive no visible defect in either ; in like manner he examined all the parts of her body, and found nothing amiss, but everything as it should be. He had a vehement desire to find that part where the defect was, that he might remove it, and she return [sic] to her former state. But he was altogether at a loss how to compass his design, nor could he possibly bring it about.."

Hayy-র নিঃসঙ্গতার অভিজ্ঞতার রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মাত্রা-তার অভিজ্ঞতার সূচনাই হয় এক হরিণীর মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে, যে ঐ একাকী বালকের প্রতিপালনকারিণী 'মা' ছিল । Hayy ibn Yaqzan প্রথমতঃ সে হরিণীর 'ত্রুটি সনাক্তকরণে' ব্যর্থ হয় [অর্থাৎ যে দৈহিক ত্রুটির জন্য সে নীরব/নিথর হয়ে গেছে] । এর পথ ধরে বালকটি ধীরে ধীরে আত্মার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে এবং পর্যায়ক্রমে 'আত্মার অমরত্ব' ও 'কেবল একজন সৃষ্টিকর্তার' ধারণাও সে বুঝতে শুরু করে । এখানে তার সময় প্রবাহিত হয় আধ্যাত্মিক চেতনা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে ঘিরে । এখানে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে, এ যেন স্রষ্টার তরফ থেকে নির্ধারিত একটা ব্যাপার—কাদ্‌র খাইরিহি ও শার্‌রিহি বা Measuring out of good and evil এর মতই একটা ব্যাপার যে, পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা 'জিনিস' বা 'বস্তুকে' ঘিরে আবর্তিত হতে থাকবে আর অ-পশ্চিমা জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ ভাবে মুসলিমদের ধ্যান-ধারণা জুড়ে থাকবে 'অদৃশ্য' অনুভূতি, বোধ, মূল্যবোধ, মায়া, মমতা তথা পরকালের মানসচিত্র । এটা যেন আমাদের DNA র Genetic Code এ লিখে দেয়া Programme । আর তাই বুঝি পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মের একটিও, পশ্চিমা জনগোষ্ঠীকে মূলতঃ উপহার দেয়া হয়নি - তিনটির উৎপত্তিই মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিকূল মরু অঞ্চলে, যেখানে জীবনের হৃদস্পন্দনের ধ্বনি বুঝিবা মানুষের কানে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়—বেঁচে থাকা প্রতিটি অমূল্য মুহূর্তই সৃষ্টিকর্তার কৃপার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়-Muhammad Asad যাকে বলেছেন "Dreamless contact with life"— অর্থাৎ এখানে জীবন নিয়ে Romanticism নেই মানুষের - জীবনের এখানে একটিই সংজ্ঞা: জীবন !!

বস্তুবাদ বা Materialism এর মূলে রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বে তথা সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাস বা সন্দেহ । চার্চের অনেক গোঁড়ামি বা ধারণা স্পষ্টতঃই বিজ্ঞান-বিশ্লেষিত ধারণার বিপক্ষে যাওয়ায় (যেমন পৃথিবী সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা বা পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র ভাবার ধারণা) এবং ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে বস্তুতঃ ধর্ম যাজকদের গীর্জার চার দেয়ালের ভিতরে বন্দীদশায় নিক্ষিপ্ত করার পটভূমিতে মানুষের মনে, বিশেষতঃ 'আলোক প্রাপ্ত' মানুষের (পশ্চিমা মানুষ অবশ্যই) মনে ধর্ম নিয়ে সন্দেহ, সংশয় এবং অবিশ্বাস দেখা দেয় । এই সময় পশ্চিমা জনগোষ্ঠীর মনে একধরনের শূন্যতার সৃষ্টি হয় । চার্চ বা গীর্জা-কেন্দ্রিক সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান যেন হঠাৎই 'আলোকপ্রাপ্ত' জনগণের কাছে অর্থহীন এবং বিবর্ণ হয়ে ওঠে-চার্চে যে মানুষ একত্রিত হতো তা অর্থহীন হয়ে যাওয়ায়, তার

www.nagorikpathagar.org

বিকল্প হিসেবে বড় বড় স্টেডিয়াম গড়ে উঠতে শুরু করে। আর যে হারে চার্চ জনশূন্য হতে শুরু করলো, ঠিক সেই হারে ষ্টেডিয়ামসমূহ জনাকীর্ণ হতে শুরু করলো, সামাজিক মেলামেশার বা বলা যায় সমাবেশের স্থান পরিবর্তন হয়ে গেল। নতুন ভাবে শরীরের জয়-জয়কার শুরু হলো এসব স্টেডিয়ামসমূহে—ফিরে এলো Gladiator-বা Arena-র যুগ—শুধু একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। এক ঈশ্বরকে সংশয়ের চোখে বা সন্দেহের চোখে দেখে নিজেই নিজের মত সহস্র ঈশ্বর তৈরী করতে শুরু করলো—আজকের Madonna, Michael Jordan, Maradonna, Claudia Schiffer মার্কা পাতি-ঈশ্বর সৃষ্টির অধ্যায় সেই তখনই সূচিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় সৃষ্টিতত্ত্বের গোঁজামিল দিতে Darwin তার Theory of Natural Selection নিয়ে হাজির হলেন; এখানেও নাস্তিক-তত্ত্ব গীর্জার পতন-সৃষ্ট শূন্যতার স্থান দখল করে নিলো। অথচ, এটা কোন প্রমাণিত তত্ত্ব নয়—এটা ছিল Philosophy of Science অথবা বলা যায় একটা প্রস্তাবনা—অথচ এটাকে Established Scientific Fact বা 'প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্যের' মত করে চালিয়ে দেয়া হলো। অত্যন্ত প্রভাবশালী নাস্তিকচক্র Darwin এর The Origin of Species কে অনেকটা তাদের বাইবেলে পরিণত করলো—এর অনুসিদ্ধান্ত পরিণত হলো প্রায় ঈশ্বরের বাণীর মত অলংঘনীয় একটা ব্যাপারে। আর বস্তুতঃ এই Darwinism -ই আজকের Materialism বা বস্তুবাদের ভিত্তিপ্রস্তর অত্যন্ত শক্তভাবে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল তৎকালীন ইউরোকেন্দ্রিক সভ্য জগতে, তার আলোকপ্রাপ্ত জনগণের মাঝে। এর অনেক উপসংহারের মাঝে রয়েছে, দৈব ঘটনা বা Chance থেকে জীবনের উৎপত্তি (সুতরাং ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার আর কি প্রয়োজন?), পৃথিবী কেন্দ্রিক বা Geocentric জীবনের উৎপত্তির তত্ত্ব (অর্থাৎ জীবন এই পৃথিবীতেই একটা দুর্ঘটনা বা ঘটনার ফলে উদ্ভাবিত হয়েছে—এই গ্রহের বাইরে জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপার নেই)—প্রকারান্তরে যার অর্থ হচ্ছে কোন বেহেশ্‌ত, দোজখ, সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি নেই। সুতরাং এই জীবনের বাইরে কোন জীবন নেই এবং যতখানি সম্ভব এই জীবন ভোগ করে নেয়া উচিত, কারণ এর পরিণতিতে তো আর কোন পুনরুত্থান বা Continuity নেই। আরো উপসংহারের ভিতর 'সবার উপরে জিনিস/সম্পদ সত্য, তাহার উপরে নাই'-এটিও একটি বলা যায়। 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও' এ ধরনের মনোবৃত্তির সূত্রপাত এসব থেকেই। সেই থেকে মানুষের পূজা অর্চনার দিক পরিবর্তিত হয়ে গেল (পশ্চিমা জগতে অবশ্যই)—ভোগ-বিলাসের সামগ্রী মানুষের আরাধনার বস্তুতে পরিণত হলো —যা ধরা যায়, ছোঁয়া যায় কেবল তাতেই মানুষের বিশ্বাস এবং আস্থা স্থাপিত হলো। Darwinism এর প্রভাব বস্তুবাদী নাস্তিকদের উপর এতই প্রবল ছিল যে Karl Marx তার Das Capital উৎসর্গ করেছিলেন Darwin কে। শুধু তাই নয়, Natural Selection এর অনুসিদ্ধান্ত Survival of The Fittest (আরেক ভাবে বলতে গেলে জোর যার মুল্লুক তার) যদিও জীববিজ্ঞানের একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু আলোকপ্রাপ্তদের ভিতর এর জনপ্রিয়তা এতই বেশী ছিল যে এথেকে Social Darwinism ভিত্তিক সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি হলো-আর বলা বাহুল্য যে একদিকে সুসভ্য ইউরোপ যেমন এর উপর ভিত্তি করেই অপশ্চিমা জগতে ঔপনিবেশিকতার নিষ্ঠুর ও বর্বর অভিযানসমূহকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ব্যাপার বলে মনে করতে শুরু করলো, তেমনি অপরদিকে 'Herbert Spencer জাতীয়' সমাজবিজ্ঞানের যুক্তি বা নাৎসী তত্ত্বের যৌক্তিকতাও (যার সারমর্ম হচ্ছে এই

www.nagorikpathagar.org

যে, জন্মগত ভাবে এবং স্বভাবগত ভাবেই ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত 'সাদা চামড়া' মানুষ অন্যান্য বর্ণের মানুষের চেয়ে উন্নততর, অধিকতর দক্ষ/কর্মঠ ও মেধা সম্পন্ন বিধায় পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ তথা শাসনভার তাদের হাতেই থাকবে) মূলতঃ Darwinism এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

এভাবে যে Materialism এর উৎপত্তি, Islamdom বা ইসলামী বিশ্বে চাপিয়ে দেয়া না হলে তা সমাদৃত হবার কথা নয়, যদি অবশ্য আমরা ন্যূনতম মুসলমানিত্বের অধিকারীও হয়ে থাকি। আমাদের ধর্মীয়গ্রন্থ কোরআনের সাথে, আজ পর্যন্ত প্রমাণিত কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কোন বিরোধ দেখা দেয় নি—তাই, আমাদের 'স্বপ্ন ভঙ্গের' (Disillusionment) মত কোন ব্যাপার ঘটারও কারণ দেখা দেয়নি। এ প্রসঙ্গে Maurice Bucaille-র একটা ঘোষণা উল্লেখযোগ্য: "..the Qur'an did not contain a single statement that was assailable from a modern scientific point of view" [page#viii, Introduction, The Bible, The Qur'an and Science]

সুতরাং আমরা কেন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবো ? বিশেষতঃ আল্লাহ্ যেহেতু আমাদের গত কয়েক শতাব্দী এর সত্যিকার প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছেন (আলহামদুলিল্লাহ্), তখন আজ যখন ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহল শূন্যতা ও অর্থহীনতা থেকে তাদের সভ্যতার আশু ধ্বংস-প্রাপ্তি বা পতনের ঘন্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন—এমন একটা সময়ে আমরা কেন 'জিনিস-তত্ত্ব' বা 'বস্তুবাদকে' জীবনের মাপকাঠি বলে ধরে নেবো। ইসলাম তথা মুসলিমদের অবশ্য শত্রুর তালিকায় বস্তুবাদ শীর্ষ পর্যায়ের। আখেরাতের বিশ্বাস আর বস্তুবাদ হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দু'টো ধারণা। আখেরাতে বিশ্বাসীদের জন্য বস্তু হচ্ছে একটা Mean(s) কিন্তু End নয়। বস্তু লাভটা কোন মুসলিমের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারে না—সুতরাং জীবনধারণের জন্য যতটুকু বস্তুর প্রয়োজন, মুসলিম সেটুকুই চাইবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, চলাচলের জন্য একটা বাহন একজন মুসলিম প্রয়োজন মনে করতে পারে—সুতরাং সে তার প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ চলে যায় মত একটা গাড়ী কিনতে পারে—কিন্তু এই গাড়ী তার জীবনকে যেন অলঙ্কৃত না করে বা তার মর্যাদার বস্তু না হয় বা জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত না হয়। আমেরিকার বহু মেয়ে একজন ছেলের কেবল অত্যন্ত দামী গাড়ী রয়েছে, এটুকুতে আকৃষ্ট হয়ে ঐ ছেলের শয্যাসঙ্গিনী হয় অকাতরে। এখানেই পার্থক্যটা স্পষ্ট। মুসলিমের কাছে বাহন ছাড়া গাড়ীটার আর কোন নিজস্ব মান/মর্যাদা থাকার কথা নয়—কিন্তু কাফিরদের বেলায় গাড়ীটা জীবনের একটা অভীষ্ট লক্ষ্য হতে পারে। আমাদের দেশের নাগরিক জীবনে এই 'জিনিস-সংস্কৃতি' অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তার স্থান করে নিচ্ছে। নিকট অতীতেও, আমাদের গ্রামগুলো এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকলেও, দেশের 'জিনিস-নির্ভর' মুক্তবাজার নীতি তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি তথা গ্রামের মানুষের শহরমুখী ঢল, সব মিলিয়ে দেশের আপামর জনসাধারণ নিজের অজান্তেই বস্তুবাদী হয়ে উঠছে। ঢাকায় তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদেরও, উন্নততর জীবনের মানের আশায় দেহ ব্যবসায় সম্পৃক্ত হবার দুঃসংবাদ বা কোরীয়ান ব্যবসায়ীদের গুলশান/বারিধারার 'রেষ্ট হাউসে' বাংলাদেশী ছাত্রীর রক্ষিতা হিসেবে বিলাসবহুল জীবন যাপনের লজ্জাজনক আবিস্কার, সবই বস্তুবাদের জয়ধ্বনি শোনাচ্ছে। সবকিছুর মত এক্ষেত্রেও আমাদের ঠিক করতে হবে—আমরা কি মুসলিম থাকতে চাই, না কাফির বিশ্বে বিলীন হয়ে যেতে চাই ? Choice আমাদের।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

ভোগবাদ

এই তত্ত্বটা পূর্ববর্তী তত্ত্ব অর্থাৎ বস্তুবাদের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। ভোগবাদকে বস্তুবাদের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত বলা যায়। ভোগবাদে বিশ্বাসীরা সমাজের সব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে Producer-Consumer অক্ষ বরাবর স্থাপন করে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি হয় Producer বা উৎপাদনকারী, না হয় Consumer বা ভোগকারী। Consumer এর ভোগ করার চাহিদা যেন সীমাহীন হয় বা অতৃপ্ত আত্মার মত অভিশপ্ত হয় এবং কখনোই যেন পরিতৃপ্ত না হয় সেদিকে Producer প্রশাসনের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। এছাড়া এই প্রক্রিয়ার সাথে নানা ধরনের কর্মী বা শ্রমশক্তি জড়িত থাকে যারা এই ভোগ্যপণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজারজাত করে থাকে। Producer – Consumer বিন্যাসে, Consumer কে প্রলুব্ধ করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমা Music Industry র কথাই ধরি। একটা রেকর্ড বা গান যেন হিট্ হয় এবং একসময় পুরানো হয়ে বাতিল হয়ে যায়, সে জন্য 'নতুন' তৈরী করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এজন্য দেখা যায় Latest Record এর দাম সব সময় বেশী। এই নতুন তৈরী করার প্রক্রিয়ায় মিথ্যার উপর মিথ্যা জুড়ে দিয়ে বৈচিত্র্য তৈরী করা হয়। এখানে সৌন্দর্য্য, সত্য, রুচি এগুলোর কোন বালাই নেই —Consumer কি Consume করবে সেটাই মুখ্য। সিনেমার বেলায় একই কথা—বাস্তবতার সাথে কোন যোগাযোগ নেই—সত্যের সাথে কোন যোগাযোগ নেই— Consumer কি Consume করবে সেটাই মুখ্য। Consumer তার মনের গোপন প্রকোষ্ঠে লালিত যে বিকৃতি পর্দায় দেখতে চায়, Producer কেবল মাত্র মুনাফার লোভে মিথ্যা জেনেও, বিকৃতি জেনেও তা চিত্রায়িত করবে। এভাবেই Consumer সমাজের একজন Consumer আমৃত্যু ভোগ্যপণ্য লাভ বা ক্রয় করার সংগ্রামে নিবেদিত থেকে এক সময় নিজেই Consumed বা নিঃশেষিত হয়ে যায়। মানুষের মনে ভোগবাদ উদ্দীপ্ত করতে নানা ছল-চাতুরীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়—অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন বা অহেতুক চাকচিক্য সম্বলিত মোড়ক, এ ধরনের দু'টা বিষয়। প্রয়োজন না থাকলেও কেবল বিজ্ঞাপনে উদ্দীপ্ত হয়ে অনেকেই জিনিস কিনে থাকেন, যেমনটি কিনে থাকেন সুন্দর মোড়ক দেখে। আর এগুলো নিয়ে রীতিমত গবেষণা চলে। যেমন ধরুন কোকা-কোলার বোতলের একটা বিশেষ আকৃতি রয়েছে, এই আকৃতি নাকি মানুষের অবচেতন মনে এক আদি-রসাত্মক আবেদন সৃষ্টি করে—আর তাই মানুষ নাকি নিজের অজান্তে এর প্রতি হাত বাড়াবে। শ্রদ্ধেয় হামযা ইউসুফ তাঁর একটি বক্তৃতায় AD WEEK নামক বিজ্ঞাপনী পত্রিকার একটা প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেন: আমেরিকান পুরুষদের মাঝে, নার্সদের সাথে সম্ভোগে রত হবার একটা সুপ্ত বিকৃতির প্রাধান্য দেখা যায় বলে মনস্তাত্ত্বিক জরিপে দেখা যায়। AD WEEK তাই Producer দের প্রস্তাব করছে যে

www.nagorikpathagar.org

তাদের Product এর বিজ্ঞাপনে কোন ভাবে একজন নার্স বা সেবিকার ছবি ঢুকিয়ে দিতে পারলে তার কাটতি বেড়ে যাবে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার!! একটু ভাবলে ব্যাপারটা কি ভয়ঙ্কর লাগে যে, মানুষের অবচেতন মন বিজ্ঞাপনী সংস্থার কাছে এক ধরনের পণ্যে পরিণত হয়েছে, যা তারা Producer এর Product এর কাটতি বাড়াতে, Producer এর চাহিদা অনুযায়ী তার কাছে বিক্রী করছে। প্রয়োজনে মানুষের মনের সুপ্ত বাসনা নিয়ে ব্যবসায়-কেন্দ্রিক গবেষণা চলছে।

একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয় যা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল স্কুল সবই এক ধরনের Producer–Consumer অক্ষ বরাবর সাজানো। এসব জায়গায় ছাত্ররা Consumer আর কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন ডিগ্রীর Producer। একই ভাবে সমগ্র কাফির বিশ্বের সবকিছুই এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে চলে। এই প্রক্রিয়া চালু রাখতে মানুষের যে সমস্ত দুর্বলতার সুযোগ নেয়া হয় তার ভিতর রয়েছে Status বা অবস্থান সচেতনতা -যেমন ধরুন আপনার বন্ধুর Toyota গাড়ী রয়েছে, আপনার যদি Mercedez গাড়ী থাকে, তবে আপনি সমাজে অধিকতর সম্মানিত। সম্মানের কি মিথ্যা এবং ঠুনকো একটা ভিত্তি—অথচ বছরের পর বছর ধরে মগজ ধোলাই করে আপনার মনে 'মিথ্যা সম্মানের মাপকাঠি' তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং একটা Toyota-য় কাজ চলে গেলেও, কিছু বেশীদিনের উপার্জনের বিনিময়ে যদি একটা Mercedez কেনা যায়, তবে আপনি হয়তো তাই কিনবেন—এজন্যেই আপনার Need বা প্রয়োজনের শেষ থাকলেও আপনার Greed বা লোভের কোন অন্ত থাকবে না। আবার ধরুন ২০০০ সালে আপনি ৮৫ সালের তৈরী একটা গাড়ী চড়ছেন এবং তাতে আপনার সব কাজ খুব সুন্দর চলে যাচ্ছে। কিন্তু Consumer সমাজ ব্যবস্থা আপনার মগজে এই ব্যাপারটা সুপ্রতিষ্ঠিত করবে যে ২০০০ সালে, ১৯৮৫ সনের গাড়ী ব্যবহার করাটা লজ্জাজনক এবং তা আপনার সামর্থ্যের অভাবের প্রতীক। সুতরাং আপনি একটা অধিকতর নতুন গাড়ী কেনার বাসনা মনে পোষণ করবেন, আর তাই যদি করেন, তবে এই ধারণা আপনাকে বস্তুতঃ একজন ক্রীতদাসে পরিণত করবে। কেননা প্রতি মুহূর্তেই সব নতুন পুরানো হয়ে যাচ্ছে। নতুন লাভের চেষ্টাও তাই ততদিন চলবে, যতদিন আপনি বুঝতে না পারবেন যে এই প্রক্রিয়ার মরীচিকার পেছনে দৌড়ে আপনি নিঃশেষিত হয়ে গেছেন। আপনি Consumed হয়ে গেছেন —আপনি কেবল উপার্জনের পেছনে ছুটেছেন কিন্তু কখনোই প্রশান্তি লাভ করেননি বা তৃপ্তি লাভ করেননি।

ভোগবাদ কল-কারখানা চালু রাখতে, তার সমাজের সদস্যদের মনে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের পরিচর্যা করতে অত্যন্ত যত্নশীল। অথচ কোরআন শরীফে ধন-সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতাকে কি কঠিন ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। Consumer সমাজে মান, সম্মান, সুখ, সৌন্দর্য্য, ভালোবাসা সবকিছুকেই তাই ভোগ্যপণ্যের Variable হিসেবে দেখানো হয়। যেমন সমৃদ্ধ বা সুখী পরিবার অমুক সাবান ব্যবহার করে, বা অমুক কমোডে মল ত্যাগ করে , বা সুখী দম্পতি অমুক কন্ডম ব্যবহার করে, অথবা অমুক হাউজিং স্টেটে বসবাস করে। সুন্দর হতে হলে অমুক ক্রীম মাখতে হয়, আকর্ষণীয় হতে হলে অমুক ব্রা পরতে হয়— সব ভোগ্যপণ্যের জয়গান—মানুষের অবস্থানটা এখানে কোথায়? অথচ একটু চিন্তার অবকাশ যাদের আছে তারাই বুঝতে পারবেন কিভাবে

www.nagorikpathagar.org

মিথ্যার উপর মিথ্যার আবরণ দিয়ে সাজিয়ে, নিলর্জ্জ ভাবে ভোগ্যপণ্যকে ভোগের জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে।

মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করার প্রক্রিয়ায় Consumer সমাজের আরেকটা ফাঁদ হচ্ছে কিস্তিতে বা বাকীতে পণ্য বিক্রীর প্রলোভন। ধরা যাক একজন মানুষ মাসে ৫০০০ টাকা উপার্জন করেন এবং তা থেকে খুব কষ্ট করে তিনি হয়তো কোন নতুন খাতে ৫০০/-খরচ করতে পারেন। একটা ভোগ্যপণ্য সংস্থা তাকে একটা রঙ্গীন TV-র দাম মাসিক ৫০০/- টাকার কিস্তিতে, ৪০ মাসে শোধ করার সুযোগ দিল এবং তিনি ঐ TV কিনলেন। ঘটনার দুইমাস পরে ভদ্রলোকের সাথে তার নিয়োগ কর্তার সমস্যা দেখা দিলে ঐ চাকুরী করা তার জন্য অসম্ভব মনে হলো—তিনি আরেকটি চাকুরী পেয়েও গেলেন কিন্তু নতুন চাকুরীর বেতন হচ্ছে ৪৫০০/-এবং সংসার খরচ বাদে এখান, থেকে ঐ TV-র কিস্তির ৫০০/-বের করা প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে দেখা যাবে, তিনি হয়তো বঞ্চনা সহ্য করেও, আগের চাকুরীটাই অবাঞ্ছিত বোধ করা সত্ত্বেও চালিয়ে যাবেন কেননা ঐ TV-টা কিনে তিনি একরকম দায়বদ্ধ হয়ে আছেন। এভাবে মানুষের আত্মা পরাধীন হতে থাকে এবং তা তার আল্লাহ প্রদত্ত পরিচ্ছন্নতা হারাতে থাকে—তার মূল্যবোধ বদলে যেতে থাকে এবং সে আব্দুল্লাহ্ বা আল্লাহর দাস থেকে আব্দুল কাফিরে বা কাফিরের দাসে পরিণত হয়—কেননা Consumerism অতি অবশ্য একটা কাফির প্রকল্প। এর সূত্রপাত হয়েছে ঈশ্বর তথা পরকালে বিশ্বাস হারানো থেকে—এ পৃথিবীতেই সব সুখ ভোগ করতে হবে যে কোন মূল্যে-প্রয়োজনে শরীর বিক্রী করে, অথবা আত্মা বিকিয়ে দিয়ে, এমন একটা বোধ এর আনুষঙ্গিক এবং প্রাসঙ্গিক ব্যাপার। এছাড়া, আরো একটা মারাত্মক কাফির-সুলভ ব্যাপার রয়েছে এর সাথে —সেটা হচ্ছে তাৎক্ষণিক সুখানুভূতির বা তৃপ্তির আকাঙ্খা যাকে বলা হয় Instant Gratification – I want it, and I want it now. 'কোকোলা লজেন্স, এক্ষুণি আনো'-এমন বুঝি একটা বিজ্ঞাপন ছিল কখনো TV-তে। এই অনুভূতির উৎপত্তিও মূলতঃ কুফ্র থেকে। আমরা সবাই জানি কোরআন শরীফে কিভাবে ধৈর্য্যের কথা বলা হয়েছে। নামায, রোজা ও হজ্জ্ব সব ক'টি ব্যাপারেই এমন সব মাত্রা রয়েছে যা এই অধৈর্য্য মনোভাবের পরিপন্থী। আখেরাতে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রলোভনের প্রতিকূলে ধৈর্য্যধারণ করা হচ্ছে মুসলিম জীবনের অবশ্যকরণীয় বিষয়। সুতরাং, একজন মুসলমান কখনো Instant Gratification-এ বিশ্বাসী হতে পারে না। নামাযে দাঁড়ানো একজন মুসলমান, নামাজ ভেঙ্গে নিশ্চয় তাৎক্ষণিক তৃষ্ণা মেটাতে পানি পান করবে না। তেমনি রোজা রাখছে, এমন একজন মুসলিম নিশ্চয়ই কেবল একটা লোভনীয় খাবার দেখে Gratification লাভ করতে রোজা ভেঙ্গে ফেলবে না। হজ্জব্রত পালনরত মুসলিম তার স্ত্রী সহবাসের বাসনাকে নিশ্চয়ই হজ্জ্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত সংযত রাখবে !

সুতরাং দেখা যাচ্ছে Consumer সমাজ ব্যবস্থার যে বহুমাত্রিক প্রভাব রয়েছে তার সব ক'টিই ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী। তার মানে কি এই যে মুসলমানরা কোন ভোগ্যপণ্য কিনবে না? না তা নয়—কিনবে, কিন্তু ততটুকুই কিনবে যতটুকু প্রয়োজন। আর যে প্রয়োজনের খাতিরে নিজের জীবনকে অন্যের কাছে দায়বদ্ধ রাখতে হয় সে প্রয়োজন নিশ্চয় TV, VCR, Microwave, Dinner Set

www.nagorikpathagar.org

বা ঐ ধরনের জিনিসপত্র নয়। মুসলিম সমাজ কখনোই, পশ্চিমা সমাজের মত, একটা ভোক্তা সমাজ বা Consumer Society হতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে যে, প্রায় সব মুসলিম দেশের শহরাঞ্চল তো বটেই, অতি সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলও ভোগবাদের করাল গ্রাসের শিকারে পরিণত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ আমার গ্রামের কথাই বলছি, আজ থেকে দশ বছর আগেও গ্রাম্য বাজারের দোকানে আমি কখনো Coca Cola জাতীয় সামগ্রী দেখিনি। আজ সেখানে Virgin থেকে শুরু সব Soft Drink পাওয়া যায়, Shezan Juice, Wrigley's Chewing gum, ইত্যাদি যা কিছু ঢাকায় পাওয়া যায়, তার সবই পাওয়া যায়—চক্‌চকে লোভনীয় প্যাকেটে বা বোতলে। আর দোকানে ওগুলো সাজানো দেখে যখন কোন অবুঝ বাচ্চা তার নিঃস্ব বাবার কাছে আবদার করে যে তার ওসবের কোন একটি চাই, তার নিঃস্ব বাবাকে বিহ্বল চিত্তে অসীমের পানে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়—বুঝিবা তার মনে আসে জীবনটা আর কতদিন এভাবে, অসহায় ভাবে, টেনে নিয়ে যেতে হবে? আমাদের সমাজে অভাব রয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এ যেন নতুন নতুন প্রাচুর্য্য তৈরী করে,তার তুলনায় নতুন নতুন অভাবের বোধ সৃষ্টি করে, নিঃস্ব মানুষকে আরো অসহায় এবং নিঃস্ব তথা আলাদা শ্রেণীভুক্ত বা Marginalised করার প্রয়াস। অথচ এগুলোর কোনটাই—চিপ্‌স বা Coca Cola —জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়। আমাদের দেশের আপামর জনগণের জীবন স্মরণকালের সীমারেখা থেকে এই কিছুদিন আগ পর্যন্তও কি সুন্দর চলে যাচ্ছিল এগুলো ছাড়া। আমেরিকাতে, একটা বাচ্চা নাকি, গড়ে, একদিনে ২২ বার খাবারের সংস্পর্শে আসে—এ যেন মানুষের বাচ্চা নয়—গরু-ছাগলের বাচ্চা—সারাক্ষণ তার মুখে কিছু থাকতেই হবে—বিশ্রামের সময়ও যেন জাবর কাটতে পারলেই ভালো হতো। এই সারাক্ষণ খাই খাই করার প্রবণতা যে কেবল বাচ্চাদের ভিতর দেখা যায় তা নয়, বড়দের মাঝেও তা সমান ভাবে বর্তমান। আমেরিকার বিশাল Fast-Food Chain গুলো সেখানকার কাফির সমাজের এই Instant Gratification বা 'তাৎক্ষণিক নিবৃত্তি' র উপরই টিকে আছে। আর লজ্জাকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়ে, পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব দেশের একটি, আমাদের এই দেশেও কিভাবে এই Fast-Food Culture, গত মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে দেশের নগরীগুলোতে শিকড় গেড়ে বসেছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। যেমন ঢাকার গাউসিয়া মার্কেটের ওভার ব্রিজের আশেপাশের অংশে কতগুলি Fast-Food স্ন্যাক্‌সের দোকান গড়ে উঠেছে!! - সারাটা দিন সেখানে অসংখ্য মানুষকে (মূলতঃ মহিলাদের) বার্গার, সামুচা, Coca Cola জাতীয় অনাবশ্যকীয় খাবার এবং পানীয় Consume করতে বা ভোগ করতে দেখা যায়-জীবনটা যেন এই খাবারের জন্যই সৃষ্ট-হাপুস্ হুপুস্ করে খেতে থাকা মানুষকে দেখে এই কথাটাই মনে আসে প্রথমে—কি অশ্লীল একটা দৃশ্য। এমন নয় যে এরা অভাবী-বহুদিন পরে খাবারের দেখা পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে কতক্ষণে ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটবে—না মোটেও তা নয়। এখানে শুধু মাত্র প্রবৃত্তির 'তাৎক্ষণিক নিবৃত্তি' বা Instant Gratification এর মানসিকতা কাজ করে I want it, and I want it now এই 'তাৎক্ষণিক নিবৃত্তির' মনোবৃত্তি হচ্ছে কাফির-সৃষ্ট এক জীবন দর্শন, যার ব্যাপ্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। যেমন Extra-Marital affair বা বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসংসর্গ—এখানেও Instant Gratification এর

www.nagorikpathagar.org

মনোবৃত্তি কাজ করে—বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য্য না থাকা অথবা নিজের অনুপস্থিত স্বামী/স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য্য না থাকাতেই মূলতঃ বিবাহবন্ধনের বাইরে মানুষ যৌনসংসর্গে লিপ্ত হয়-একবার Instant Gratification এর অভিশপ্ত মনোবৃত্তি যখন মানুষের চিত্তকে অধিগ্রহণ করে, তখন অধৈর্য্য হতে মাস বা সপ্তাহের অনুপস্থিতির প্রয়োজন হয় না—এক সন্ধ্যার অনুপস্থিতিই যথেষ্ট বা একমুহূর্তের দুর্বলতাই যথেষ্ট। এবার আসুন আরেকটা দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক: ধরুন একজন স্বল্প আয়ের কর্মচারীর খুব ইচ্ছা হলো যে, সে হাজীর দোকানের বিরিয়ানী খাবে। হাজীর দোকানের বিরিয়ানী জীবন রক্ষাকারী কোন বস্তু নয়—পৃথিবীর ৫৫০ কোটি মানুষই তা না খেয়ে সুন্দর জীবন যাপন করছে। কিন্তু আমাদের এই ভদ্রলোক মাসের শেষ পর্যন্ত বা বেতন পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নারাজ। তার Instant Gratification দরকার—এমতাবস্থায় কোন বাড়তি সুবিধা লাভের বিনিময়ে, যদি কেউ তাকে ঘুষ সাধে, তার পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কঠিন হবে বৈকি—কারণ তার প্রবৃত্তির 'তাৎক্ষণিক নিবৃত্তি' প্রয়োজন বলে তার স্থির বিশ্বাস। এভাবে আমি আরো অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি। এই সংস্কৃতি, 'তাৎক্ষণিক নিবৃত্তির' কাফির-উদ্ভূত সংস্কৃতি, আমাদের প্রতিরোধ করতেই হবে, যদি আমরা মুসলিম থাকতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা কোরআনে যে অসংখ্যবার ধৈর্য্যের কথা বলেছেন তা বহুমাত্রিক একটা ধারণা—আর উপরের আলোচনা থেকে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে সর্বজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তাই তাঁর সৃষ্টির দুর্বলতা সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো জানেন বলেই ধৈর্য্য-ধারণকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন।

সব শেষে পাঠককে আরেকটা তথ্য দিয়ে আপাততঃ এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। বাইবেলের পরিভাষায় Devil বা শয়তানের আরেক নাম হচ্ছে Consumer!!

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম অধ্যায়

পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা

ইসলাম বিদ্বেষী জনৈক Andrew Rippin এর একটা বই পড়ে প্রথম আমার সত্যিকার অর্থে এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে বোধোদয় হয়। Rippin বলতে চাচ্ছেন: বর্তমান যুগ ও জীবনযাত্রার সাথে ইসলামের আচার-আচরণ তথা নিয়ম-কানুন পালনের দাবী অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এক পর্যায়ে তিনি বলছেন যে, তিনি কখনো ইস্তাম্বুলে গিয়েছিলেন। ভোর রাতে মাইকে একই সঙ্গে চারিদিক থেকে কিছু আধা-যান্ত্রিক ধ্বনি শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল—তিনি বুঝতে পারলেন তার হোটেলের চারিধারের মসজিদ সহ, শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে আযানের ধ্বনি ভেসে আসছে। কোলাহলপূর্ণ কয়েক মিনিটের শেষে আবার ইস্তাম্বুল নগরী নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তার মনে হলো, ঐ আযানের কোন আবেদন নেই নগরবাসীর কাছে। বরং, তা বুঝি একধরনের ডিষ্টার্বই করে থাকবে নগরবাসীকে। অন্যান্য কারণের ভিতর তিনি বলতে চান, একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে, আধুনিক (পশ্চিমা) জীবন যাত্রা। অফিস-আদালত যেহেতু সকাল নয়টা নাগাদ শুরু হয়, সুতরাং ফজরের নামাজের জন্য উঠে, নামাজ পড়ে পুনরায় ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম শেষে আবার উঠে অফিসের জন্য তৈরী হওয়া মোটেই প্রাক্টিক্যাল নয় বরং যথেষ্ট অসঙ্গত একটা ব্যাপার। বইয়ে আরো বহু সমস্যা ছিল মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করবার, কিন্তু যাহোক, এই ব্যাপারটার জন্য আমার Rippin কে ভোলা দুষ্কর। তার এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত সত্যি, কিন্তু এর সমাধানটা ইসলামের অনুশাসন ত্যাগ করা নয়-মুসলমানদের জন্য এর সবচেয়ে সহজ সমাধান ছিল অফিসের সময়টাকে সূর্যোদয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং প্রয়োজনে দেশের সময়ের হিসাব পরিবর্তন করা। উদাহরণ স্বরূপ Singapore এর কথায় আসি-সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে অবশ্য Singapore, GMT + ৮ ঘন্টা হিসাবে তার সময় নির্ধারণ করে-অর্থাৎ মধ্যরাত GMTতে Singapore এ বাজবে সকাল ৮টা। আমরা যেহেতু GMT+৬ ঘন্টা মেনে চলি, আমাদের দেশে একই সময় বাজবে ৬টা। স্বাভাবিক নিয়মে কোন দেশ যত পূর্বে অবস্থিত, তার সময় GMT- র তুলনায় তত এগিয়ে থাকবে। Singapore যে দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত, সেখানে সময় GMT+৮ঘন্টা হবার কথা নয়-GMT + ৭ ঘন্টা হলে স্বাভাবিক হতো। Singapore এর চেয়ে অনেক পূর্বে অবস্থিত Hong Kong GMT+৮ ঘন্টা হিসেবে তাদের সময় নির্ধারণ করে। Singapore-এ ধরনের সময় রাখাতে তাদের সূযোর্দয় হয় সকাল ৭ টা বা তারো কিছু পরে, স্কুলগুলো ৭টা থেকে ৮টার ভিতর শুরু হয়, অফিস শুরু হয় ৮টা থেকে ৯টার ভিতর—এভাবে দিনের কাজ করার সময় বা Day Light Hour বেড়ে যাচ্ছে। ভোর হবার সাথে সাথেই জীবনযাত্রা শুরু হয়ে যাচ্ছে ও কর্মচাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ছে। স্বাভাবিক ভাবে মানুষ দিনকে কাজের সময় মনে করে,তাই

www.nagorikpathagar.org

চাইলে ১২ ঘন্টা যাবত দিনের আলোতে কাজ করা যাচ্ছে-আমাদের দেশের মত সূর্যোদয়ের পরে দিনের ৩/৪ ঘন্টা সময় অহেতুক নষ্ট করে, তবে, মানুষজন কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছে না। আমাদের নবী ফজরের নামাজের পরে ঘুমানো অপছন্দ করতেন এবং ফজরের পর থেকেই দিন শুরু করার পক্ষপাতি ছিলেন। মুসলমানরা যদি নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাতে আগে ঘুমাতে যেতো, নিয়মিত ফজরে উঠতো এবং ফজরের পর পরই জীবনের কাজকর্ম শুরু করে দিতো, তাহলে Rippin কে দুঃশ্চিন্তায় বা সমস্যায় পড়তে হতো না। কিন্তু তা হয়নি কেন ? আমাদের ভূ-খন্ডই শুধু যে Colonized হয়েছিল তা নয়, আমাদের সমস্ত চিত্তই যেন সাদা-চামড়া পশ্চিমা প্রভুদের পদলেহন করতে করতে Colonized হয়ে গিয়েছিল—যে জন্য তারা চলে যাবার অর্ধশতাব্দী পরেও আমরা এই সামান্য যুক্তিটুকু বুঝতে অপারগ যে, বৈষয়িক কারণে হলেও আমরা দৈনন্দিন জীবন আগে শুরু করতে পারতাম। নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ না করলে, একটা ফর্‌জ: যা অবজ্ঞা করা হারাম, তা পালন করতে সকালে উঠতে পারতাম—অফিস আদালত হয়তো ৭টার সময় শুরু করতে পারতাম (আগে শেষ করতেও আপত্তি নেই)—যেন Luke-warm মুসলমান যারা, তারাও ফজরের নামাজ পড়তে উৎসাহিত হন। কিন্তু হায়, তাগুতের দেশে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে কে? আর তাই আমাদের দিনের প্রথম ব্যাপার—শয্যাত্যাগ থেকেই আমরা কাফির-পন্থা বা কাফিরের শেখানো পন্থা অবলম্বন করি। এরপর ধরুন স্বাভাবিক ভাবে শৌচকর্ম সারি—ঐ কাজটাও কাফিরের মত করে সারি আমরা। নিজের শরীরের পরিচ্ছন্নতার চেয়ে, শৌচাগারের পরিচ্ছন্নতা আমাদের কাছে বেশী জরুরী-তাই প্রচুর পানি খরচ করে শৌচাগারে ফ্লাশ্ করি, কিন্তু অফিসে যাবার তাড়াহুড়ায় নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখার কথা ভুলে যাই—ভুলে যাই পুরুষের শরীরের গঠন অনুযায়ী আমাদের পরিচ্ছন্ন হবার জন্য একটু অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে (ইসলামী পরিভাষায় যে প্রক্রিয়াকে 'ইস্তিন্‌জা' বলা হয়)—নতুবা আমি যখন একটা পরিস্কার পরিচ্ছদ গায়ে চড়াবো, তা অল্প সময়েই অপবিত্র হয়ে যেতে পারে, Urinary Tract এ অবশিষ্ট মূত্র নির্গত হয়ে। এরপর নগরবাসী সাধারণ মানুষের নিয়ম হিসেবে, একজন চাকুরীজীবী পুরুষ দাড়ি কামাতে যাবে। এটাও কাফিরের অনুসরণে একটা কাফির-সুলভ কাজ—যে কোন ভালো মুসলমানেরই দাড়ি রেখে নিজেকে রসূল (দঃ) এঁর অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা থাকার কথা। এরপর যদি খেতে যাই, তবে সেখানেও কাফির সভ্যতার অনুকরণে চেয়ার টেবিলে বসে কাঁটাচামচ আর ছুরি দিয়ে খেতে খেতে হয়তো শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের স্মরণ করে নিজেদের ধন্য মনে করবো—হয়তো একথাও ভেবে কৃতজ্ঞ বোধ করবো যে, তাদের বদৌলতেই না পূর্বপুরুষের মত মাটিতে মাদুরের/সতরন্‌জির উপর বসে খাবার বর্বর অভ্যাসটা গেছে—হয়তো আমরা এখন জানিই না যে যাঁর অনুসারী বলে আমাদের মুসলমান বলে ডাকা হয়, তিনি মেঝেতে বসে হাত দিয়ে খাবার খেতেন। এখানেও মানব-শ্রেষ্ঠের অনুসারী না হয়ে আমরা, বস্তুতঃ, কাফিরদের অনুসারী। তারপর কাপড় পরার পালা—এখানে তো আমরা পুরোপুরি সাহেব—যার যত বড় চাকুরী, তিনি সাহেবদের তত বেশী বাধ্য চাকর (মনে ও প্রাণে)—সুতরাং ধরা যাক দেশী সাহেব চেষ্টা করবেন টাই পরতে, যার উৎপত্তি খৃষ্টানদের ক্রস্ থেকে

www.nagorikpathagar.org

বলে মনে করা হয়। কাফির-সুলভ টাই হয়তো পরা হলো ট্রাউজার এবং সার্টের সাথে। ট্রাউজার পরলে, ইসলামী বিধান মতে মূত্রত্যাগ করা এবং মূত্রত্যাগ শেষে পরিস্কার হওয়া প্রায় অসম্ভব বলে মনে করেন অনেকেই। সেই সুবাদে আমাদের Archetype 'বস্তুতঃ কাফির' সাহেব, বাইরে নামাজ পড়তে অপারগ হবার এক মোক্ষম ছুতা পেয়ে যান। অফিসে সারাক্ষণ নিজের উর্ধ্বতন ব্যক্তির গোলামী করতে গিয়ে সারাদিন তিনি ভুলেই থাকলেন যে, তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছিল পৃথিবীতে 'আব্দুল্লাহ' হিসেবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাস হিসেবে জীবনযাপন করার জন্য। অথচ কার্যতঃ তিনি 'আব্দুল কাফির'-এর জীবনযাপন বেছে নিয়েছেন এবং সেভাবেই নিজেকে তথা নিজের পরিবারকে যথাসম্ভব 'উন্নতি'র দিকে পরিচালিত করার প্রাণান্তকর চেষ্টায় নিজের জীবনের সমস্ত প্রাণশক্তিটুকু ব্যয় করে চলেছেন। এরপর বিকেলে আমাদের উল্লেখিত সাহেব বাসায় ফিরে রাজ্য জয় করে এসেছেন ভাব নিয়ে ড্রয়িংরুমের মিথ্যা-বাস্তব পরিবেশে নিজেকে সমর্পিত করবেন। সাহেব যদি নিম্নমধ্য বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হন তবে হয়তো VCP/VCR-এ একটা হিন্দি ছবি দেখতে বসবেন, আর না হয় পাড়ার Video র দোকান থেকে আনা Dish এর সংযোগের বদৌলতে, ইতিমধ্যে চলতে থাকা, কোন স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখতে থাকা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সাথে TV দেখার পবিত্র কাজে যোগ দেবেন। তিনি যদি বেশ সৌভাগ্যবান একজন মানুষ হন, তবে তার আগমনে মিনি পর্দার বিষয় consume করতে থাকা স্ত্রী বা কন্যা, সেই মোহনীয় জগত তথা ইন্দ্রজালের মোহ ত্যাগ করে উঠে হয়তো তাকে এক কাপ চা বা কিছু হালকা খাবার এনে দেবেন। আর তিনি যদি অভাগা হন, তবে হয়তো দেখা যাবে তার বাড়ীর কাজের মেয়েটাও, তার জনপ্রিয় নায়কের সিনেমা ছেড়ে উঠতে নারাজ—তথাপি, কোন বিকল্প না থাকাতে গজগজ করে উঠে গিয়ে তাকে এককাপ চা করে দিলো। কাফির উদ্ভাবিত হৃদয়ের সুপ্ত বিকৃতি চরিতার্থ করার এই অদ্ভুত মাধ্যমে তিনি কি দেখবেন সেটাও তার 'সাহেবত্ত্ব' কতটুকু পোক্ত তার উপর নির্ভর করবে। তিনি যদি পাতি-সাহেব হন তবে হয়তো 'চোলীকে পিছে কেয়া হ্যায়' (ব্লাউজের ভিতর কি রয়েছে) এমন একটা কিছু দেখতে দেখতে তার একটা পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করবেন স্ত্রী-কন্যা-পুত্রদের সাথে। আর যদি বেশ জাঁদরেল সাহেব হন, তবে হয়তো Madonna র Justify my love দেখতে দেখতে মন্তব্য করবেন যে Madonna ওভাবে, তার যৌন প্রদেশে হাত না বুলালেই পারতো —তখন হয়তো স্ত্রী বা কন্যা মন্তব্য করবেন যে তাতে কি, পৃথিবীতে Madonna এখন একটা জীবন্ত বাস্তব কিংবদন্তী। অথবা হয়তো Michael Bolton এর 'Can I touch you there?' শুনতে শুনতে ভাববেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছেলেটার সাথে তার মেয়েকে তিনি সেদিন ঘুরতে দেখেছিলেন, সে কি তার মেয়েকে এধরনের প্রশ্ন করে থাকে? সে কি এই একই গান MTV-তে দেখে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তিনি হয়তো খেয়াল করবেন যে তার মেয়ে সমস্ত চিত্তকে চোখে নিয়ে এসে কাফির সভ্যতার ভোগ্যপণ্য ভোগ করে চলেছে বা Consume করে চলেছে—তার মনে সন্দেহটা আরো প্রবল হবে যে, ঐ ব্যাটা নিশ্চয় তার অবুঝ মেয়েকে "Can I touch you there?" এর মত একটা কিছু বলে থাকবে। এই যে 'বস্তুতঃ কাফির' জীবনের রোজনামচা, এখানে নিজের আত্মার ভিতরে চেয়ে দেখার অবসর কোথায়? নিজের মনের

www.nagorikpathagar.org

দিকে ফিরে তাকানোর চেতনা কোথায়? এভাবে মিনি বাক্স থেকে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করতে করতে আমাদের সাহেব বা আলোচিত পরিবার হয়তো ভাবে যে, পৃথিবীতে যদি কেবল রাতই থাকতো—দিন না হোত—কাজ বা পড়াশোনা ইত্যাদি না করতে হতো—তবে কি সুখের জীবন হোত, সারাক্ষণ ইন্দ্রিয়সুখ Consume করা যেত। মধ্যরাতের পরে যে অনুষ্ঠানটা না দেখলেই নয়, সেটা শেষ করে আমাদের সাহেবের পরিবার নিতান্ত দৈহিক প্রয়োজনে, অনীহা সত্ত্বেও ঘুমাতে যান। ভোরে কিসের অসহ্য শব্দে সাহেবের কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যায়—তার চেতনা জাগ্রত হতে সময় লাগে—তিনি ভাবতে চেষ্টা করেন গলির মুখের সেই ঘেয়ো কুকুরটার বিকট চিৎকার কিনা এটা। একটু পরেই বুঝতে পারেন, না—তা নয়—পাশের মসজিদ থেকে বেহায়া মোল্লা অযাচিত ভাবে আযান দিয়ে চলছে। আযান শেষ হতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আধো ঘুমে, তিনি পাশে শায়িতা স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ান। ঘরের স্বপ্নীল ডিমলাইটের আলোতে দেখতে পান: স্ত্রী অঘোরে ঘুমাচ্ছেন, কিন্তু তার মুখে যেন একটা হাসি লেগে আছে। তিনি মনে করতে চেষ্টা করেন তার স্ত্রী গত রাতে কোন গানটা MTV-তে মনোযোগ সহকারে দেখেছিলেন: Justify my love না Can I touch you there? পাশের ঘরে একই সময় তার ছেলে পাশ ফিরে শুতে শুতে ভাবতে থাকে, গতকাল Britney Spears কে প্রায় নগ্ন অবস্থায় গান গাইতে দেখতে কি দারুণ লাগছিল—হঠাৎ তার মেজাজ খিঁচিয়ে যায় একথা মনে হতে যে, আজ সকালে তার ক্লাস-টেষ্ট রয়েছে। গতরাতে বিশেষ Programme গুলো দেখতে গিয়ে, পড়া হয়নি। তারপরই ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর শেখানো সর্বাধুনিক নকল পদ্ধতির কথা মনে হতে সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তার মুখে একটা হাসি জেগে ওঠে। সেও হাসি মুখে আবার ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করে-পাশের ঘরে শায়িতা তার মায়ের মত, ঘুমের মাঝেও তার মুখে যেন একটা হাসি লেগে থাকে।

এই হচ্ছে আমাদের নাগরিক জীবনের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির একটা চালচিত্র। আমরা, সাধারণ ভাবে সবাই কাফিরের মত ঘুম থেকে উঠি, কাফিরের মত শৌচকর্ম সারি, কাফিরের মত সাজগোজ বেশভূষা ধারণ করি, কাফিরের মত পেশাদার জীবনযাপন করি, কাফির দ্বারা নির্ধারিত মগজ ধোলাই তথা মূল্যবোধের Deconstruction প্রকল্পে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করি, কাফিরের দেখানো স্বপ্ন দেখি (যার যার চাহিদা অনুযায়ী কেউ পাঁচ গিয়ারের চক্‌চকে বিলাসবহুল গাড়ীর, কেউ কনডোমিনিয়ামের, কেউ বা সামান্থা ফোক্স বা ঋত্বিক রৌশনের), কাফিরের মত দিন শেষে বিছানায় যাই—আমাদের, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে এই নাগরিক জীবনের ছকে বাঁধা মানুষদের নাম আব্দুল্লাহ্, আব্দুল কাদির বা আব্দুল হক যাই হোক না কেন, সহজ ভাষায় বলতে গেলে আমরা 'আব্দুল কাফির'। যতক্ষণ নিজেরা 'আলোকপ্রাপ্ত' হয়ে নিজেদের কাফির বলে দাবী না করছি, ততক্ষণ যদি কেউ আমাদের কাফির নাও বলে, আমরা অতি অবশ্যই 'কার্যতঃ কাফির' বা 'বস্তুতঃ কাফির' বা শ্রদ্ধেয় ভাই Ahmad Thomson এর ভাষায় 'Virtual Kafir'।

শুরুতে যেমনটা বলেছি, উপরোক্ত রোজনামচা এখনো গ্রামের অধিকাংশ মানুষের জীবন যাত্রার প্রতিফলন নয়, তবে এখন আমরা যেমন গবাদি পশুর মত নির্বিকার চিত্তে যা ঘটছে, তা ঘটে যেতে দিচ্ছি—এমন চলতে থাকলে

www.nagorikpathagar.org

তারাও অচিরেই সমূহ উন্নতি লাভ করবেন। Darwinism যদিও কিছু Missing Link-এর জন্য এখনো প্রমাণ করতে পারেনি যে, আমরা বানর থেকে এসেছি, কিন্তু আমরা হয়তো এর উল্টো তত্ত্ব সহজেই প্রমাণ করে বসবো—এভাবে নিম্নমুখী পতনের আলামত অব্যাহত থাকলে হয়তো অচিরেই আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে আসলে মানুষ থেকেই বরং বানর বা অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের উদ্ভব সম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

নবম অধ্যায়

বিজাতীয় সাহিত্য

শ্রদ্ধেয় Ziauddin Sardar-এর একটা বইয়ের অংশ উদ্ধৃতি দিয়ে এই পর্বটা শুরু করছি। তাঁর Postmodernism and the other বইয়ে ১৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, Imagination is the one human frontier that has not been totally colonized, and fiction is the tool that can accomplish this goal. The novel is one of the most powerful instruments for the colonization of imagination.

অর্থাৎ 'কল্পনার জগত হচ্ছে এমন একটা মানবিক ক্ষেত্র যা সম্পূর্ণ ভাবে উপনিবেশে পরিণত হয়নি (বা যাকে সম্পূর্ণ রূপে উপনিবেশে পরিণত করা হয়নি), আর গল্প হচ্ছে এমন একটা হাতিয়ার যা ঐ লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম। কল্পনার ঔপনিবেশীকরণের সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্রসমূহের একটা হচেছ উপন্যাস।'

ছেলেবেলায় দেখতাম, নিউমার্কেটের দোকানসমূহে কি অদ্ভুত সুন্দর সব বাচ্চাদের গল্পের বই অকল্পনীয় কম দামে বিক্রী হতো। কি সুন্দর ছবি থাকতো সেগুলোতে, আর ঐ সব বইয়ের নতুন কাগজের গন্ধটাই ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের-আমাদের দেশের অন্যান্য প্রচলিত বইপত্র থেকে একেবারে আলাদা। কিন্তু এগুলোর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল—এগুলো সবই ছিল সোভিয়েট শিশু/কিশোর সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ। বলা বাহুল্য, কমরেড বানানোর প্রচেষ্টায় মগজ-ধোলাই করতে তথা তরল শিশু/কিশোরচিত্তকে অধিগ্রহণ করতে ওগুলো প্রায় বিনা পয়সায় ছড়ানো হতো। কে জানে আমাদের প্রজন্মের নাস্তিক যে সব কমরেডগণ মারা গেলে, সাধারণ মানুষ তাদের জানাজা পড়তে কুণ্ঠাবোধ করে—তাদের মস্তিষ্কে নাস্তিকতার বীজ, ঐ সব বইয়ের রঙ্গীন পাতা থেকে উঠে এসে উপ্ত হয়েছিল কি না? একই ভাবে শিশু-কিশোর সাহিত্যের সিংহভাগ আমাদের আমলে (ছেলেবেলায়) হিন্দুস্থান থেকে আসতো, ওগুলো Subsidized বা ভর্তুকি দেয়া ছিল না-তবে হিন্দু থেকে বা হিন্দুর চতুর্থ শ্রেণীর প্রজা থেকে মুসলমান হওয়া জনগোষ্ঠীর হয়তো হিন্দুদের আচার-আচরণের প্রতি নস্টালজিয়া বা স্মৃতি-কাতরতা থেকে থাকবে। সেজন্যই হয়তো বাবা মা সগর্বে 'ঠাকুর মার ঝুলি' বা 'দিদিমণির ঝুলি' বাচ্চাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ফলও আশানুরূপ হয়েছে- মুহাম্মাদ (দঃ)-এঁর মায়ের নাম না জানলেও, এই গোত্রের লোকজনের (সংখ্যায় অবশ্য এই আঁতেল গোষ্ঠী তখন অত্যন্ত সীমিত ছিল,আমি ষাট এর দশকের কথা বলছি) সন্তানরা অর্জুনের স্ত্রীর নাম বলতে পারতো। আর এরই পর্যায়ক্রমিক বিকাশ হিসেবেই হয়তো, হালে বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর নৃত্যশিল্পী (পুরুষ) হিন্দুস্থানের জনৈক মন্ত্রীকে স্বাগতঃ জানাতে খোলাখুলি ভাবে নমস্কার বলে হাত জোড় করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। অথবা, অন্য কেউ ধর্মান্তর ছাড়া

www.nagorikpathagar.org

হিন্দুকে বিয়ে করে, সদর্পে জারজ সন্তান (ইসলামী সংজ্ঞা অনুযায়ী) উৎপাদন করেও, দেশের বরেণ্যদের তালিকায় নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত রেখেছে। প্রতিটি কাজের পরিণতি ও পরিণাম আছে, একথাটা সবার মনে রাখা উচিত, তবে সবচেয়ে বেশী মনে রাখা উচিত সন্তানের জনক ও জননী যারা, তাদের। দেশের সবচেয়ে উচ্চ শ্রেণীর কলাবতী বেশ্যার বাবা-মাও হয়তো একদিন, ঐ বেশ্যার শিশুকালে, তার হাত ধরে শিল্পকলার দীক্ষা দিতে তাকে কোন গান বা নাচের স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন—তখন তাদের কাছে ব্যাপারটা ছিল আলোকপ্রাপ্তি—মোটেও মনে হয়নি যে মেয়ে তাদের দেশের সবচেয়ে নামকরা Courtesan এ (উচ্চশ্রেণীর বেশ্যা। ইউরোপীয় ইতিহাসে, অতীতে, যারা রাজ-সভাসদ বা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তিদের সহচরী হতো) পরিণত হবে। কিন্তু সময়ের সিদ্ধান্ত যেহেতু Irreversible, আজ তারা চাইলেও আবার ঐ স্কুলের গেট থেকে মেয়ের হাত ধরে ঘরে ফিরে আসতে পারবেন না।

ঔপনিবেশিক শক্তি আর উপনিবেশের ভিতর সম্পর্ক হয় বিজয়ী এবং বিজিতের। বিজিত সবসময় চায় বিজয়ীর মত হতে, এটা হচ্ছে একটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। তাই সাধারণ ভাবেই Colonized মনের মাঝে Colonial Power এর প্রভুদের মত হবার একটা বাসনা থাকে। সেজন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকে স্বাধীন হবার পরের প্রথম প্রজন্মের নেতারা প্রায়ই চেয়েছেন চলনে-বলনে প্রভুদের মত হতে। মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্, নাসের, বাদশাহ্ হুসেইন এরা সবাই চলনে-বলনে একরকম সাহেবই ছিলেন, কেবল রং পাল্টাতে পারেননি। একই ভাবে প্রভুদের দেশের সাহিত্য তথা আচার-আচরণ, প্রভুরা চলে যাবার পরও সমাদৃত থেকে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে পড়াটা বহুদিন মোটামুটি একটা গৌরবের বিষয় ছিল। ইংরেজী গল্পের বই বা উপন্যাস পড়া (বা পড়ার ভান করা) রীতিমত একটা Status symbol ছিল (বা এখনো আছে)। এর সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে পাঠকের দেহ এদেশে থাকলেও, শয়নে-স্বপনে-নিদ্রায়-জাগরণে দেহের চালিকা শক্তি যে মন, তা প্রভুর দেশে ঘুরে বেড়ায়। আর এই মানসিক Colonlzation শুরু হয় একেবারে শিশুকাল থেকেই। জানতে বা অজান্তে, এর প্রথম পর্বটি সমাধা হয় বাবা-মার হাতেই। বাবা-মার কাছে হয়তো 'সাত ভাই চম্পা' বা 'চাঁদ সওদাগর' মার্কা রূপকথা অত্যন্ত লজ্জাকর একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা তাদের বাচ্চা যে Above Average /smart সেটা প্রমাণ করতে মুখের ভাষা স্পষ্ট হবার আগেই Baa Baa Black Sheep মার্কা ছড়া শিখানোর একটা নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে তার মনে অপর/কাফির সভ্যতার সব কিছুর শ্রেষ্ঠত্ব ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাকী জীবনটা তার অপরের তুলনায় নিজেকে নিকৃষ্ট ভেবে এবং অপরের মত হবার নিষ্ফল চেষ্টায় কেটে যায়। এভাবে অপর সভ্যতার চাল-চলন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, চরিত্র বা চরিত্র গঠন সব কিছুকেই শ্রেষ্ঠতর মনে হতে থাকে। এসবের পথ ধরে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে বাংলায় Ph.D করতেও London যেতে হয় অথবা ইসলাম সম্বন্ধে প্রভু মুল্লুকের কারো মন্তব্যকে, স্থানীয় সূত্রের চেয়ে বেশী বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। শুধু তাই নয়, এক সময় নিজের ঐতিহ্য, ধর্ম বা ধর্মীয় অনুশাসনকে বিদেশী প্রভুদের চোখে দেখতে শুরু করে মানুষ এবং এ সমস্ত ক্ষেত্রে হীনমন্যতা

www.nagorikpathagar.org

তথা সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়—আর তখনই বিশ্বাস তথা নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত অ-পশ্চিমা মূল্যবোধকে Deconstruct-বা হেয় প্রতিপন্ন করার বা ভেঙ্গে ফেলার পশ্চিমা প্রচেষ্টার প্রাথমিক সাফল্য আসে। আমাদের এই পোড়া দেশে সমস্যাটা, আমার মনে হয় অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশের চেয়ে জটিল। এখানকার আপামর জনমানুষের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি স্বাভাবিক ভাবেই ইসলাম-আশ্রিত এবং ইসলামী মূল্যবোধের আওতাধীন —এখানে রমনার বটমূলের একদিনের জন্য কাঁচা মরিচ এবং পান্তাভাত খাবার মুনাফিকীকে দেশজ কিছু একটা বলে চালানোর চেষ্টা সত্যিই হাস্যকর। এখানকার প্রচলিত মূল্যবোধের কাঠামোকে Deconstruct করার যে প্রকল্প, মুসলিম ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতিকে সেকেলে/হেয়/হীন প্রতিপন্ন করার যে প্রচেষ্টা—তা ত্রিমুখী ধ্যান-ধারণার আগ্রাসন। দুঃখজনক ভাবে দেশে সরকারী বা দেশী ব্যবস্থায় পড়াশোনার প্রতিষ্ঠান সীমিত হওয়ায়, প্রাথমিক ভাবে অনেক শহুরে বাবা-মা কতকটা নিরুপায় হয়েই ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলের ফাঁদে পা দেন। শিক্ষার পণ্যায়ন বা Commodification প্রকল্পের অগ্রপথিক এবং নির্ভেজাল ব্যবসায়-কেন্দ্রিক তথা সম্পূর্ণ কাফির আঙ্গিকে পরিচালিত এই স্কুলসমূহ, সাদা কাগজের মত শিশুদের শুভ্র চিত্তে, প্রথম অপর সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে। নিজের দেশীয় তথা ধর্মীয় মূল্যবোধ যেমন একদিকে Deconstruct করা হয়, তেমনি সেই ধ্বংসাবশেষের স্থলে বা সৃষ্ট শূন্যতার স্থলে পুনর্বিন্যাস করা হয় পশ্চিমা মূল্যবোধ। ক্লাসপার্টি তথা মিশ্র শারীরিক খেলাধূলার প্রচলন আমাদের দেশে একেবারেই নতুন একটা ব্যাপার, যা ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা এই ইংরেজী স্কুলগুলো দ্বারা চালু করা হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাচ্চাদের আশা, আকাঙ্খা, মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে।

[এই লেখার সম্পাদনাপর্বে কোন একটি পত্রিকায় এক স্কুলগামী বাচ্চার একটা চিঠি পড়ে চমকে উঠলাম, আর প্রাসঙ্গিক বলে পাঠকের সাথে আমার এই 'আলোকপ্রাপ্তি' ভাগ করার খুব ইচ্ছা হলো। চিঠিখানা মূলতঃ ঢাকা শহরের ট্র্যাফিক জ্যামের ব্যাপারে অভিযোগ করে লেখা। **Halloween** উৎসব উপলক্ষে, 'যেমন খুশী তেমন সাজো' ধাঁচের একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল স্কুলে—ঐ অনুষ্ঠানের জন্য, ঐ বাচ্চার জন্য, তার মা পোষাক কিনে নিয়ে আসছিলেন। কিন্তু কি সাংঘাতিক দুঃখের(!!!) বিষয়, ট্র্যাফিক জ্যামের জন্য মা সময়মত আসতে পারেননি। তিনি যখন এসে পৌঁছেন, তখন **Halloween** এর আয়োজন শেষ। বাংলাদেশের পটভূমিতে চিন্তা করলে: গ্রামাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যাদের অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে—যাদের হাড় নিংড়ানো ট্যাক্সের পয়সায় দেশ চলে—তাদের কথা মনে রাখলে, এদেশের মানুষের মাথাপিছু আয়ের কথা মনে রাখলে, **Halloween** উদ্‌যাপনকারীদের মূলের কথা মনে রাখলে এবং তাদের আয়ের সম্ভাব্য উৎসের কথা ভেবে দেখলে, ব্যাপারটার সীমাহীন অশ্লীলতা এবং বমনস্পৃহা উদ্রেকযোগ্যতা, যে কোন (ন্যূনতম) মুসলমানের বিবেকের জন্য পীড়াদায়ক হবার কথা। সম্মানিত সাধারণ পাঠক, আপনি কি জানেন **Halloween** কি? আর জেনে থাকলে কবে জেনেছেন (না জেনে থাকলেও লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই)? কাকতালীয় ভাবে মাত্র ২ দিন আগে আমি একটা ধর্মীয় উপস্থাপনার ভিডিও দেখলাম, যেখানে, আমেরিকান মুসলিম, ভাই Abdullah Hakim Quick বললেন যে, **Halloween** জাতীয়

www.nagorikpathagar.org

অনুষ্ঠানগুলো, খৃষ্টধর্ম থেকে আসেনি বরং এসেছে Pagan বা মূর্তিপূজারী এবং শয়তানপূজারী ঐতিহ্য থেকে—আর তাই, মুসলমানরা তো এসব অর্থহীন উৎসব উদযাপন করবেই না, উপরন্তু, যে কোন ভালো খৃষ্টানেরও উচিত এসব থেকে বিরত থাকা] এসবের কি সাংঘাতিক পরিণতি তা বুঝতে বুঝতে সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে যাবে হয়তোবা এবং পরিস্থিতি খানিকটা হলেও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

ত্রিমুখী বিপদের দ্বিতীয়টি আসে হিন্দু-ভারত থেকে আগত ও আমদানীকৃত সাহিত্য-সামগ্রী, ম্যাগাজিন ইত্যাদির পক্ষ থেকে। হিন্দুস্থানী গল্পের বই তথা ম্যাগাজিনের বাজার এখানে সবসময় রমরমা ছিল। স্বাধীনতার পরে, স্থানীয় প্রকাশকদের প্রচুর বইপত্র যদিও বাজারে এসেছে, কিন্তু পাশাপাশি হিন্দুস্থানী বই এর কোন ঘাটতি দেখা যায়নি। একটা জিনিস বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয় —তা হচ্ছে এই যে, বইগুলো যে সব গল্প বলে, যাদের গল্প বলে এবং যা নিয়ে গল্প বলে তার কোনটিই আমাদের জীবনের প্রতিফলন নয় বা আমাদের কিছু নয়—এক কথায় আমাদের জন্য এগুলো বিজাতীয়। মগজ ধোলাই করা ছাড়া বা হিন্দু আচার-আচরণের প্রভাব ফেলা ছাড়া এগুলো থেকে আমাদের উপকৃত হবার সম্ভাবনা কম। বরং ধর্মীয় অনুশাসনগত বিশেষ বাধা না থাকায়, অবাধ যৌনসংসর্গের যে জয়-জয়কার হিন্দুস্থানী সাহিত্যে ফুটে ওঠে, তা কাফির সমাজের জন্য কোন সমস্যার না হলেও, আমাদের মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার কথা নয়। এক রমণীকে পঞ্চ-পান্ডবের ভাগাভাগি করে ভোগ করা ওপার বাংলার সাহিত্যের শ্রদ্ধার বিষয়বস্তু হলেও, আমাদের কাছে তা হবার উপায় নেই। তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই অন্যের স্ত্রী-সম্ভোগে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যের বর্ণনাও আমাদের কাছে নৈতিকতার কোন উদাহরণ মনে হতে পারেনা। এভাবে আমি একের পর এক উদাহরণের স্তূপ তৈরী করতে পারবো, যা শুধু একটা দিক নির্দেশনাই দেবে—আমাদের জন্য ঐ সাহিত্য বিজাতীয়—ঐ সাহিত্যের প্রভাব আমাদের মূল্যবোধের পরিপন্থী। ঘরের শত্রু বিভীষণ বলে একটা কথা আছে।

আমাদের ঐতিহ্যের তথা ইসলাম-ভিত্তিক মূল্যবোধের কাঠামোকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবার ত্রিমুখী প্রচেষ্টার তৃতীয় পক্ষ হচ্ছে স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ যারা আমাদের নাগরিক জীবনে জনপ্রিয় তথা প্রভাবশালী। এদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কেবলা রয়েছে, যেদিকে মুখ করে তারা স্বীয় প্রভুদের গুণকীর্তন করেন। এদের মাঝে দু'জন লিঙ্গবাদী লেখক রয়েছেন, যারা প্রথম বারের মত এদেশে মেয়েদের বুক-পাছা মেপে সৌন্দর্য্য নিরূপণের পন্থার প্রবর্তন করেন। এদের একজনের প্রায় সব লেখাই লিঙ্গের অপরিহার্যতা নিয়ে। অপর ব্যক্তি, এদেশে নিজের এমন একটা অবস্থান সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, যা আমেরিকার পটভূমিতে Playboy পত্রিকার মালিক, হেফনারের অবস্থান ছিল। হেফনারের মত তিনিও পত্রিকা ব্যবসার সাথে জড়িত এবং উপরন্তু তিনি তার পশ্চিমা প্রভুদেরও অত্যন্ত গুণমুগ্ধ। সম্পূর্ণ অপরিচিত খৃষ্টান তথা 'কাফির-সুলভ' কিছু বিদেশী প্রথা আমদানী করে তিনি দেশের তরুণ-তরুণীকে নতুন আলোতে আলোকিত করতে চাইছেন। আমার জানামতে আমাদের দেশে একমাত্র তার পত্রিকাতেই সমকামী ভালোবাসা নিয়ে চিঠি/ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। ৮৭% মুসলমানের দেশে, যা কিছু ইসলামী, তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াকে তিনি তার

www.nagorikpathagar.org

জীবনের মহান দায়িত্ব ও ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন। যদি কোন Payroll এর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে, অথবা যদি কোন বৈষয়িক লাভ ছাড়াই তিনি পশ্চিমা প্রভুদের প্রকল্প বাস্তবায়নের এই মহান দায়িত্ব এ পর্যন্ত পালন করে থাকেন—তবে আমার তরফ থেকে তাকে অভিনন্দন জানাতে চাই এজন্য যে, তিনি একটা গরীব দেশের অত্যন্ত গো-বেচারা শ্রেণীর ধর্মপ্রাণ মানুষের (যারা তার মত শত শত প্রকল্প পরিচালনকারীর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মুখে সংশয়ে বিহ্বল হয়ে প্রতিষেধক-বিহীন অবস্থায় অসুস্থ দিন যাপন করছেন) মাঝে ইউরোপীয় রেনেসাঁর আলো এমন ভাবে ছড়াতে চাচ্ছেন, যা দেখলে ভল্টেয়ার বা রুশোও অবাক হয়ে যেতেন। পরকীয়া প্রেম, সমকামী ভালোবাসা, কিছুদিন পর পর ব্যক্তিগত বিকৃতি ছাপানোর প্রয়াস থেকে শুরু করে কাফির সভ্যতার সব নিষিদ্ধ তথা অপর সভ্যতাকে (অর্থাৎ অ-পশ্চিমা ঐতিহ্যকে) ধ্বংস করার (পশ্চিমা) প্রয়াসে, তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল সহায়ক। এছাড়া গণতন্ত্র ব্যাপারটার উত্তরাধিকার যেন ম্যাকিয়াভ্যালী তাকে উইল করে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। এদেশের গরীব মানুষকে ক্ষুধা নিবারণের জন্য তিনি গণতন্ত্রের প্রেসক্রিপশন প্রতিনিয়ত দিয়ে থাকেন। অথচ পশ্চিমা গণতন্ত্র কি বস্তু তা তার আমার চেয়ে ভালো জানার কথা। House of Cards বা Spitting Image জাতীয় অনুষ্ঠান, তিনি আমার চেয়ে বেশী দেখে থাকবেন। আর এক পা সবসময় প্রভু রাজ্যে থাকে বলে Parliament of Whores শ্রেণীর বইও তারই আগে পড়ার কথা। সুতরাং আমাদের দেশের সলিমুদ্দিকে তার হাউস অফ কমন্স বোঝানো হচ্ছে এক ধরনের নিভের্জাল মুনাফিকী। আমার পেশা ভিত্তিক যে প্রতিবেশ (Circle/পরিমন্ডল) রয়েছে, তার এক সদস্য যুক্তরাজ্যে পড়তে গিয়েছিলেন এবং কয়েকবার পেশাগত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার বদৌলতে সেখানে বেশ কিছুদিন তাকে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই ভদ্রলোক বাংলাদেশের যে অংশ থেকে আগত, সে অংশের স্থানীয় ভাষার প্রভাব তার মাঝে এতই প্রকট ছিল যে, আমি তাকে কখনো ঢাকার পাঁচমিশালী বাংলায় পর্যন্ত কথা বলতে শুনিনি, শুদ্ধ বাংলায় তো নয়ই (বলতেই হবে এমন কোন কথাও নেই অবশ্য)। কিন্তু ঐ ক'দিন যুক্তরাজ্যে থেকে এসে, তিনি হ্যাট পরতে শুরু করলেন এবং হাতে একটা লাঠিও রাখতে শুরু করলেন, বনেদি English Gentleman কায়দায়। একেই বোধ হয় বলে চিত্তের ঔপনিবেশীকরণ বা Jalal Al-I Ahmad যেমন সংজ্ঞা দিয়েছেন 'Occidentosis' (বা পশ্চিমের গোলামীর রোগ)। আমাদের 'বঙ্গ-হেফনারের'ও উপসর্গগুলোকে শুধুমাত্র এক শব্দে বলতে হলে 'Occidentosis' বলা যায়। তিনি চাল-চলনে,বেশ-ভূষায়, চিন্তা-ভাবনায় এবং কল্পনায় পর্যন্ত নিজেকে একজন ইংরেজ ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন—শুধু তার রংটাকে তিনি Bleach করতে পারেননি—যদিও কোথাও সত্যিকার হেফনারের সাথে তার একটা সাদৃশ্য ছিল বলে আমার সত্যিই মনে হয় (এখন মোটা হয়ে যাওয়াতে আর তেমন সদৃশ মনে হয় না)। আমাদের দেশের উন্নতি নিয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন। আমি অবশ্য যুব সমাজকে বিপথগামী করার এবং নিষিদ্ধ অধ্যায়ের প্রতি হাতছানি দিয়ে ডাকার সুপ্ত বাসনা ছাড়া, তার প্রয়াসের পেছনে আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য বিশেষ দেখতে পাই না। হতে পারে, আমি ইংরেজদের ভাষা সঠিক বুঝতে পারি না, অথবা গণতন্ত্রের ভাষাও না। তবু তাকে দেখে আমি অবাক হয়ে ভাবি যে, 'জেনেটিক

www.nagorikpathagar.org

ইঞ্জিনিয়ারিং'এর মত অত্যাধুনিক ব্যাপার ছাড়া, কি করে একটা মানুষের ভিতর, পশ্চিম তথা ঔপনিবেশিক শক্তির এহেন পদলেহন করার প্রবণতা থাকা সম্ভব ? ছেলেবেলায় পড়া পাঠ্য বইয়ের একটা কবিতায় খুব সম্ভব এক ইংরেজ সৈনিকের এমন বক্তব্য ছিল যে, তার যদি কোন ভিন্ দেশের মাটিতে মৃত্যু হয় (যা ঔপনিবেশিক শক্তির সৈনিকের হতেই পারে), তবে যেখানে তাকে কবর দেয়া হবে, সে জায়গাটুকু চিরকাল ইংলন্ডের ভূমি হয়ে থাকবে। আমাদের আলোচ্য, এই অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ অ-ইংরেজ ইংরেজ ব্যক্তির বেলায়ও কথাটা খাটে। তার শরীরটা বাংলাদেশে থাকলেও, তা যে টুকু জায়গা জুড়ে থাকে তাও যেন সব সময়ের জন্য ইংলন্ডের মানচিত্রের অংশ।

Devil's Advocate বলে একটা ছায়াছবি আছে। পাশ্চাত্য ছায়াছবির যে অশ্লীলতা ৯৯% ছবিতে (কখনো অহেতুক ভাবেই এবং Out of Context একটা ব্যাপার হিসেবে) থেকে থাকে, তা যদিও এই ছবিতেও আছে—তবু এতে এমন কিছু বক্তব্য আছে যা নিয়ে ভাববার রয়েছে। এ ছবির মূল বক্তব্য হচ্ছে: বিংশ শতাব্দী হচ্ছে শয়তান বা Devil এর রাজত্বকাল এবং সব দিকেই শয়তানতন্ত্রের জয়জয়কার। এ ছবি নিঃসন্দেহে Clinton-এর শাসনকালের আগেই তৈরী। কাকতালীয়ভাবে হলেও New World Order-এর নেতা, Monica Lewinski-র নাগর এবং ধর্ম্মগ্রন্থ ছুঁয়ে মিথ্যা শপথকারী Bill Clinton এর নেতৃত্বাধীন অবস্থায় বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি ঘটলো। এই সমস্যা অর্থাৎ শয়তানতন্ত্রের দুর্বিনীত অগ্রযাত্রা, আমাদের দেশেও সর্ব্বত্র স্পষ্ট। আর তাই যাদের কাছ থেকে 'সেকেন্ড হ্যান্ড' ধারণা, জ্ঞান এবং কল্পনা নিয়ে আমাদের সমাজের (মূলতঃ নগর সমাজ) আকার-আকৃতি পুনর্ব্বিন্যস্ত হচ্ছে, তাদের প্রায় সবাই শয়তানতন্ত্রের সুপারিশকারী বা Devil's Advocate। লিঙ্গবাদী যে দু'জনের কথা উপরে আলোচিত হলো, তাদের চেয়ে মারাত্মক এবং জনপ্রিয় 'বুদ্ধির ব্যবসায়ী' রয়েছেন আরো কিছু। এরশাদ যেমন প্রথমে সাইকেলে চড়ে অফিসে যেতে চেয়েছিলেন, আমাদের এখানকার আলোচ্য বুদ্ধিজীবীও প্রাথমিক ভাবে এমন একটা ইমেজ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি পয়সার জন্য যা তা লিখে বেড়ান না বরং স্বচ্ছ ও জীবনধর্মী গল্প-উপন্যাসের একটা সংস্কৃতি এদেশে গড়ে তুলতে তিনি বদ্ধপরিকর। কিন্তু ক্রমশঃই তার আসল চেহারা ফুটে উঠতে লাগলো—মেয়ের বান্ধবীর প্রণয়াসক্ত এই ব্যক্তি, তার গল্পের জমিদারদের অনুকরণে নিজের 'বিলাস-কুঞ্জ' তথা নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-বিলাসের আস্তানা প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইতিমধ্যেই। তিনি কারো Payroll এ আছেন কিনা আমি জানিনা, তবে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মত তিনিও বুঝিবা মনে করেন যে, মানুষ কেবল স্বপ্ন খেয়ে আর স্বপ্ন দেখে বাঁচতে পারে। তিনি তাই এদেশের মানুষকে জীবনবিচ্ছিন্ন স্বপ্ন দেখাতে ব্যস্ত। তার বই তাই উঠতি প্রজন্মের কাছে ড্রয়িং রুমের কোণের 'আপাতঃ পরিবেশ', যেখান থেকে 'সেকেন্ড-হ্যান্ড' ধারণা নিয়ে অসহায় নগরকেন্দ্রিক এই মানুষগুলো জীবন সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা পোষণ করবে। ইনি আরও একটা কারণে বিপজ্জনক—ইনি পশ্চিমা Best Seller ব্যবসায়ীদের মত বুঝতে পেরেছেন, মানুষ কি শুনতে চায়। বাস্তব কি জেনে থাকলেও, তিনি জানেন বাস্তব থেকে পয়সা আসে না—পয়সা আসে চাহিদা থেকে। সুতরাং চাহিদা অনুযায়ী বই লেখেন তিনি—এরশাদ যেমন অচিরেই সাইকেল ছেড়ে

www.nagorikpathagar.org

'পাজেরো জীপ' ধরেছিলেন, ইনিও সাদামাটা জীবন থেকে 'কুঞ্জবনে' স্থানান্তরিত হয়েছেন। ইনি জানেন, বিভূতিভূষণের 'পথের পাচাঁলি' বা তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' মার্কা রচনা থেকে পুরস্কার পাওয়া গেলেও,তা থেকে অর্থ আসে না—ওসব করে তাই প্রাসাদে বসবাস করা যায় না, 'কুঞ্জবন' তৈরী করা যায়না, আর বিদেশী দ্রাক্ষারসেও নিমগ্ন হওয়া যায় না। এ ধরনের ভোগ-বিলাসের জন্য চাই কাটতি বা জনপ্রিয়তা। এসব মানুষের ব্যবসার পণ্য বা বিচরণ-ক্ষেত্র যে আসলে মানুষের 'মন ও মগজ', একথাটা আমরা অনেকেই মনে রাখি না। আবারো, আমাদের দেশে প্রচলিত সব মূল্যবোধ-যার উৎস খুঁজতে গেলে কোন না কোন ভাবে ইসলামী মূল্যবোধে পৌছানো যাবে—সেগুলো Deconstruct করার বা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়ার মহান প্রকল্প হাতে নিয়েছেন এইসব Devil's Advocate জাতীয় বুদ্ধিজীবীরা। হয় কারো হয়ে, কারো Payroll এ থেকে বা কারো ইঙ্গিতে, ভিন্‌দেশী কারো প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছেন এরা—যে যে জায়গায় আঘাত করলে Islamdom এর দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত অধিকাংশ জনসংখ্যা কর্তৃক সযত্নে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লালিত ইসলামী মূল্যবোধের কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে, ঠিক সেই সেই নাজুক জায়গায় তারা ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছেন। আর এদের কারো যদি কোন শরীরী প্রভু নাও থাকে, তবে নিজেদের Colonized মগজ থেকে উদ্ভূত প্রভুভক্তির আবেগে এরা স্বীয় 'অজ্ঞানান্ধ' জনগোষ্ঠীকে 'আলোকপ্রাপ্ত' বা Enlightened করার মহান ব্রত নিয়ে মাঠে নেমেছেন। ঘরে ঘরে তসলিমা নাসরিন, কাজী রুমা বা পাপড়ির মত পতিতা, বেশ্যা বা রক্ষিতা উৎপাদন এবং সেই সাথে পরিবারের কাঠামো ভেঙ্গে সমাজকে ও দেশকে স্বেচ্ছাচারী কিছু ব্যক্তির সমষ্টিতে পরিণত করা হচ্ছে এদের লক্ষ্য। বলাবাহুল্য এদের প্রভাবেই আমাদের যুবকরা আজ প্রথমতঃ হতাশাগ্রস্ত। আর তারপরে নেশা, ইন্দ্রিয়সুখ ও বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করার সর্বনাশা খেলায় মত্ত। এরা বাংলাদেশের বিশাল Consumer Market এর জন্য সুচিন্তিত ভাবে তাদের Consumer Product বাজারজাত করে। এদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক হচ্ছে Producer-Consumer ব্যবস্থা মোতাবেক উৎপাদিত 'ভোগ্যপণ্য'।

Islamdom কে ছিন্নভিন্ন করার লক্ষ্যে প্রায় ৯ শতাব্দী স্থায়ী একতরফা ও অঘোষিত যে যুদ্ধের সূচনা ক্রুসেডের মাধ্যমে হয়েছিল (আমি ক্রুসেডের পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমে লালিত, প্রচন্ড মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাবের কথা বলছি), যে যুদ্ধের পদাতিক ডিভিশনের সৈনিক হচ্ছেন আমাদের এই বুদ্ধিজীবীরা—এদের পেছনে রয়েছে প্রবল পরাক্রমশালী সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বহর—আর বলাবাহুল্য, দূরে , বহু দূরে নিরাপদ ছাউনিতে বসে মানচিত্র সামনে রেখে পরিকল্পনা করে চলেছেন বিশ্বের সেরা সমরনায়ক জেনারেলগণ।

আমাদের দেশে এই যুদ্ধের পদাতিক ডিভিশনের পেছনে যে সব Support unit সমূহ রয়েছে, তার ভিতর সবচেয়ে পরাক্রমশালী হচ্ছে NGO বহর। এদের গোলন্দাজ বাহিনীর সাথে না সাঁজোয়া বাহিনীর সাথে তুলনা করবো,সেটা একটা কঠিন সমস্যা। পাঠকই সেটা ভালো বুঝবেন। তবে এদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা একটা অধ্যায় নিবেদন করা প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

দশম অধ্যায়

NGO সংস্কৃতি

আজ থেকে বেশ ক'বছর আগে আমার এক দ্বীনী ছোট ভাইয়ের সাথে আমার আলাপ হচ্ছিল NGO নিয়ে। আমি তাকে বলছিলাম যে গ্রামের গরীব জনসাধারণের মাঝে যে সমস্ত NGO কাজ করছে, তারা কিছু মানুষের হলেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে—সেটা তো খারাপ কিছু নয়। আমার ঐ ছোট ভাই আমাকে একটা উপমা দিয়ে তার বক্তব্য বোঝানোর চেষ্টা করলো। তার কথাগুলো এমন ছিল: "ধরুন, আপনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। একজন লোক রোজ আপনাকে দেখতে আসে, আপনার জন্য ফলমূল নিয়ে আসে, পাশে বসে আপনার সাথে কথা বলে—এই ব্যাপারগুলি তো অত্যন্ত সহমর্মিতা সম্পন্ন এবং মানবিক—আপনারও খুব ভালো লাগে এবং আপনি কৃতজ্ঞ বোধ করেন। এরই মাঝে আপনি একদিন জানলেন যে, সে অপেক্ষায় রয়েছে, আপনি চোখ বুঁজলেই সে আপনার পরিবারকে বিতাড়িত করে আপনার ভিটামাটি দখল করতে চায়—এখন কি আপনার তাকে আর মহৎ মনে হবে?" আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমি NGO দের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য নিয়ে অতশত ভেবে দেখিনি তখনো। আমরা অনেক সময় বীজ বপন করি, যার ফলে অঙ্কুরোদগম শেষে আমাদের সামনে একটা ছোট্ট চারা গাছ তার উপস্থিতি ঘোষণা করে এবং ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে বেড়ে ওঠে। বেড়ে ওঠাটা একটা Continuous Process বা ঘটমান ব্যাপার। তাই প্রতিদিন কতটুকু বাড়লো সেটা আমরা খেয়াল করি না বা বুঝি না, অথচ তার বেড়ে ওঠাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়। আবার এমনও হয় যে, কোন নার্সারী বা বাজার থেকে আমরা একটা বেশ বেড়ে ওঠা চারা গাছ, টব সহ এনে আমাদের আঙ্গিনায় মাটিতে টবটা পুঁতে দিই। দ্বিতীয় ঘটনায়, চারা গাছটি বেশ কিছু দিন আমাদের চোখে লাগে বা মনে হয় যেন এর উপস্থিতিটা অসঙ্গত, অসামঞ্জস্যেপূর্ণ। ঠান্ডা লড়াই শেষে পশ্চিমের একমাত্র অবশিষ্ট শত্রুর মর্যাদা যখন মুসলিম বিশ্ব লাভ করলো বা বলা যায় মুসলিম বিশ্বের ঘাড়ে একরকম চাপিয়েই দেয়া হলো, তখনই বাংলাদেশসহ প্রায় সব গরীব মুসলিম দেশে, Gender issue কে টবে বেড়ে ওঠা ঐ গাছের মত যেন কোথা থেকে এনে রোপণ করে দেয়া হলো NGO সমূহের আঙ্গিনায়। কাফিরের পদাতিক ডিভিশন তখন গল্পে, উপন্যাসে ও বিবৃতিতে প্রভুদের ইশারা এবং ইঙ্গিতে নারী/পুরুষের বৈষম্যের সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হতে শুরু করলো। আর একই সময়ে কাফির বাহিনীর Support Unit সমূহ, যাদের আমার পদাতিক ডিভিশনের সমর্থনকারী গোলন্দাজ বা সাঁজোয়া বাহিনীর মত লাগে, তারা বাইরে থেকে আনা ঐ অসঙ্গত চারা গাছ লালন করতে শুরু করলো যাতে সময় মত সেই গাছ থেকে প্রাপ্ত ফল তাদের কাজে লাগে। আমার তখন আমার ঐ ছোট ভাইয়ের কথা মনে হলো-সেবা যত্নের পিছনের উদ্দেশ্য

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছে আমার ভিটামাটি কেড়ে নেয়া। আমাদের NGO দের নারী সমাজের প্রতি বাড়তি অনুগ্রহের কারণ হচ্ছে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর শেষ সম্বল: সুকঠিন পারিবারিক বন্ধনের কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়া। আগেই বলেছি, আধুনিকতা কিভাবে পশ্চিমে বয়োজ্যেষ্ঠদের বিরুদ্ধে তরুণদের, পিতা-মাতার বিরুদ্ধে সন্তানদের, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীদের বিদ্রোহী করে তুলে সেখানকার পারিবারিক জীবনের একরকম সমাধি রচনা করেছে। হিমায়িত বিশ্বাসের বলে, নিদারুণ অভাব-অনটন সহ্য করেও যে আমাদের পারিবারিক বন্ধনের কাঠামো, শত শত বৎসর ধরে প্রায় অক্ষুণ্ণই আছে, এটা মুসলমানদের গর্ব করার বিষয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া জানানোর বিষয়। ইউরোপ আমেরিকায় বিয়ে বহির্ভূত গর্ভধারণ তথা বিয়ে ভেঙ্গে যাবার ফলে অসংখ্য মানুষ যে পরিবার-বিহীন জীবনযাপন করছে, সেখান থেকে আমাদের দিকে চেয়ে দেখলে তাদের কাছে ব্যাপারটা ঈর্ষণীয় মনে হবারই কথা। আর এত কষ্ট, দুঃখ সহ্য করেও নিজের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ইত্যাদি আঁকড়ে থাকার জোর যে অনেকাংশে কঠিন পারিবারিক বন্ধন উদ্ভূত, সেটা কাফিরদের কাছে অত্যন্ত পরিস্কার। টাকা, বিদেশ যাত্রা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির প্রলোভন দেখিয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে চেষ্টা করেও খৃষ্টান মিশনারীরা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে খৃষ্টান বানানোর ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে না পারার পেছনে এটাও একটা কারণ। আসলে তারা আমাদের নিয়ে হতাশ, Muslims Can not be made Christians এমন একটা কথা ইউরোপে প্রচলিত আছে। যাহোক, এত প্রচেষ্টায় কয়েক শতাব্দীতে যা হয় নি আজ বুঝি তা প্রায় হতে চল্‌লো। একবার মেয়েদের রাস্তায় নামাতে পারলে এবং রাস্তার স্বাধীনতা, ইন্দ্রিয়-সুখ এবং কাঁচা পয়সার স্বাদগ্রহণ করাতে সক্ষম হলে—তসলিমা নাসরিনের জরায়ু-স্বাধীনতা তথা জরায়ুর দ্বার যখন যার জন্য খুশী উন্মুক্ত করার দারুণ উত্তেজনাকর এবং বাঁধভাঙ্গা অভিজ্ঞতা যদি একবার মেয়েদের দেয়া যায়, তবে তারা আর কখনো ঘরে ফিরে যাবে না, সংসারে ফিরে যাবে না, এমনটাই আশা করছেন দূরে, বহুদূরে, ছাউনিতে বসে ম্যাপ হাতে পরিকল্পনা রত NGO বাহিনীর জেনারেলরা। তারা আশা করছেন অচিরেই মুসলিম পারিবারিক দুর্গের ধ্বংস প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে—তারা পশ্চিমের অভিজ্ঞতা থেকে ইতোমধ্যেই জানেন, [যেমনটি কোরআনেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে] যে, ক্ষেত নষ্ট করতে পারলে সেখানে কেবল নষ্ট ফসলই জন্মাবে, আর সেই সঙ্গে নষ্ট বীজ উৎপন্ন হবে—সুতরাং আগামীতে যে সব প্রজন্ম এই ক্ষেতের ফসল হিসেবে পৃথিবীতে আসবে, সে সবই হবে নষ্ট এবং ভ্রষ্ট [দেখুন: Qur'an 2:205, Explanatory note, The Message of The Qur'an – Muhammad Asad]।

পতিতা বা Fallen মায়ের ঘর থেকে ড্রাগ-আসক্ত, পেশাদার খুনী, হাইজ্যাকারের জন্ম হবে এটাই তো স্বাভাবিক। তেমনি যে বাবা নিজের স্ত্রীকে সগৌরবে পৃথিবীর কাছে উন্মুক্ত করেছে—যেমন আমরা দেখি কলাবতী 'আপাতঃ বেশ্যা' নারীদের নপুংসক স্বামীকুলকে, নিজের স্ত্রীর দেহসৌষ্ঠব দেখে পর পুরুষের কামনা জাগলে একধরনের গর্ব অনুভব করতে—সে ধরনের বাবার ঘর থেকে শামিল বাসায়েভ জন্ম নেয়ার কথা নয় বরং অন্ধকার জগতের নর্দমার কীটই জন্মগ্রহণ করার কথা। আর তাই যদি হয় তবে, আমাদের নাম আব্দুল্লাহ্‌ হলেই কি আর আব্দুর রহমান হলেই কি। ক্রমবিবর্তনের পর্যায়ের এক সময়

www.nagorikpathagar.org

আমরা 'বস্তুতঃ কাফির' নয় বরং 'সম্পূর্ণ কাফিরেই' পরিণত হবো (নাউজুবিল্লাহ্)।

যে কোন গোলন্দাজ বাহিনীর যেমন কেবল একরকমের কামানই থাকে না,ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যবহার উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন রকমের কামান থাকে—আমাদের NGO বাহিনীর তেমন বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র রয়েছে। এর মাঝে আত্মা-বিনষ্টকারী একটা মারাত্মক অস্ত্র হচ্ছে সুদ। অসহায় গ্রাম্য জনগোষ্ঠীকে একদিকে যেমন কোরআনের কঠিন অনুশাসনের বিরুদ্ধে সুদের সাথে জড়িত করা হয়, তেমনি আরেক দিকে হাড্ডিসার জনগোষ্ঠীর রক্তকে বলতে গেলে সুদের মাধ্যমে শোষণ করে নিয়ে কাগজের নোটে রূপান্তরিত করা এবং NGO র মুনাফার লেজারকে অলঙ্কৃত করা হয়। সুদের কারবার যারা করে, কোরআনের পরিভাষায় তারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিশ্বাসী মানুষ সুদের পরিবেশকে সব সময় বিষাক্তই মনে করে থাকে এবং সে যদি কখনো সুদের সাথে জড়িত হয়, তবে তা তার আত্মাকে অসুস্থ করে তোলে। আসলে সুদ মানুষের world view বা পৃথিবীকে বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গীটাই বদলে দেয়। সুদের মাধ্যমে একটা ইংরেজী প্রবাদ বাক্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়-Time is money। এভাবে Time বা সময়ের Commodification হয়। সময় একটা পণ্যে রূপান্তরিত হয়। সুদে অভ্যস্ত মানুষের কাছে অতি সহজেই মনে হবে যে, বাচ্চাকে 'সময়' না দিয়ে ঐ 'সময়টায়' অর্থকরী কিছু করলে তো আরো স্বচ্ছল জীবনযাপন করা যাবে। বাবা-মার পাশে বসে তাদের মুখের দিকে কেবল চেয়ে না থেকে ঐ 'সময়টায়' একটা টিউশনী করলে ক'টা বাড়তি পয়সা ঘরে আসবে। এভাবে সময় মানুষের কাছে একটা পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু মুসলমানের কাছে তা হতে পারে না, কারণ মুসলমান অদৃশ্য বস্তুকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারেনা। অদৃশ্য 'জিনিসের' বেচা কেনা ইসলামে নিষিদ্ধ। যাহোক, এই সুদে অভ্যস্ত জনগোষ্ঠীর দোয়া কবুল না হবারই কথা এবং সুদ আদান প্রদানের ফলে কাফিরসুলভ অস্থির চিত্ততা, অশান্তি, অতৃপ্তি সব কিছু এসে ছোঁয়াচে রোগের মত এই জনগোষ্ঠীর উপর ভর করে। সুদ আমাদের দেশে বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে ব্যাংকিং পর্যায়ে, কেননা আমাদের দেশ সবসময় তাগুতের শাসনেই ছিল—সুতরাং NGO রা আমাদের দেশে সুদের প্রচলন করেছে একথাটা বলা তাদের মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে। কিন্তু তারা যা করেছে তা হচ্ছে, সুদের গণতন্ত্রায়ন—সুদকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। আগে হয়তো ব্যপারটা কেবল নগরকেন্দ্রিক বা ব্যবসায়-কেন্দ্রিক পরিবৃত্তে চালু ছিল—কিন্তু Micro-Economy-র মত গালভরা শব্দের কল্যাণে—এখন সবাই সুদ খায় অথবা সুদ দেয়—বিশেষতঃ যে অঞ্চলগুলো কাফির তথা পশ্চিমা প্রভুদের মদদপুষ্ট NGO দের পরশমণির সংস্পর্শে এসে 'আলোক প্রাপ্ত' হতে চলেছে। সাধারণ মানুষকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে সুদের চক্রে আবদ্ধ করা—এক দিকে যেমন একধরনের 'কাফিরায়ন' প্রকল্প, অপর দিকে মানুষ গুলোর আত্মাকে দায়বদ্ধ রেখে তাদের উপর ভিনদেশী এবং কুফরি মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে মূল্যবোধের Deconstruction বা নিশ্চিহ্নকরণ-প্রকল্প বাস্তবায়নের একটা ধাপ। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাই এখানে: NGO পরিচালিত এক স্কুলের ছোট ক্লাসে, শিক্ষিকা তার ছাত্র-ছাত্রীদের চোখ বুঁজে, হাত পেতে আল্লাহ্র কাছে চকোলেট চেয়ে প্রার্থনা করতে বল্লেন। কিছুক্ষণ পর তাদের চোখ খুলে দেখতে

www.nagorikpathagar.org

বললেন, এবং জিজ্ঞেস করলেন যে তারা চকোলেট পেয়েছে কিনা? এবার ছাত্র-ছাত্রীকে বললেন, শিক্ষিকার (তাঁর) কাছে চকোলেট চাইতে। তারা যখন তাঁর কাছে চকোলেট চাইলো, তখন তিনি জনে জনে একটি করে চকোলেট দিয়ে গেলেন। ইসলামী তথা ধর্মীয় মূল্যবোধকে Deconstruct করার প্রচেষ্টায়, তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তির কি জঘন্য ব্যবহার ! বাচ্চাদের কচি মস্তিষ্কে যুক্তির 'তৃতীয়-শ্রেণীত্ব' বোঝার মত প্রজ্ঞা নেই বিধায় শিক্ষিকার উদ্দেশ্য সফল হবারই কথা, অথচ, এ ধরনের তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তিই গরুর দুধ থেকে গোবর পর্যন্ত সবকিছু কাজে লাগে বলে, মানুষকে গরুর পূজা করতে শেখায়। এছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যকলাপ তথা চাপ প্রয়োগের কৌশল তো রয়েছেই।'৯৬ র নিবার্চনে NGO গুলো তাদের রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগে কোন লজ্জা শরমের ধার ধারেনি। পৃথিবীর Global village এ যেমন অর্থপ্রবাহ বন্ধ করার চোখ-রাঙ্গানি বা ভয় দেখিয়ে তৃতীয় বিশ্বকে নাকে খত দিতে বাধ্য করা হয়—স্থানীয় পর্যায়ে NGO গুলোও তাদের প্রভাব খাটাতে অহরহ একই ধরনের ব্ল্যাকমেইল করে চলে আমাদের হাড্ডিসার মানুষগুলোকে এবং পশ্চিমা প্রভুদের পদলেহনরত মেরুদন্ডহীন তাগুত রাষ্ট্রীয়যন্ত্রকে। দুঃখী মানুষগুলো ভাবে, এরা আমাদের জন্য এত কিছু করছে—আমরা না হয় এদের কথা মত একটা ভোটই দিলাম (কোন তাগুতের বাক্সে), অথচ তারা যদি জানতো যে বড় বড় NGO গুলো তাদের হাড়ের ভিতরের মজ্জা নিংড়ে (বলতে গেলে), লক্ষকোটি টাকা, সুদ থেকে এবং মাকড়সার জালের মত ছড়ানো তাদের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে 'সাইফন' করে নিয়ে যাচ্ছে, তারা অন্ততঃ এটুকু বুঝতো যে, হোয়াইট হাউসের লনের পার্টিতে বা ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটের পার্টিতে যে দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হয়, তার মাঝে তাদের রক্ত পানি করা পয়সা বা প্রকারান্তরে তাদের রক্ত মিশ্রিত রয়েছে। NGO তাদের সেবা করছে ঐ ব্যক্তির মত, যে ভাবে যে, রুগ্ন ব্যক্তি মারা গেলে তার ভিটাটা সে দখল করবে।

এছাড়া, NGOদের কার্যকলাপের পেছনে বহুলাংশে আরেকটি উদ্দেশ্য রয়েছে—বহুলাংশে এজন্য বললাম যে, সব NGO এই পরিকল্পনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে, এমন কোন কথা নেই (যদিও বেশীরভাগ NGO-ই আমাদের দেশের মানুষের 'কাফিরীকরণ' প্রকল্পের সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িত)—সেটা হচ্ছে খৃষ্টানদের মিশনারী কার্যকলাপ। ঔপনিবেশিক শক্তির সেনাবাহিনীর সাথে সাথে বলা যায়, তাদের ছায়ার মতই উপনিবেশসমূহে মিশনারীদের আগমন ঘটেছিল (মিশর জয় করতে আসা নেপোলিয়নের বহরে, আরবী ভাষায় শিক্ষিত মিশনারীরা যে অগ্রপথিক ছিলেন, ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি মাত্রই তা জেনে থাকবেন)। নিজেদের দেশে কোণঠাসা হয়ে থাকলেও, সাদা চামড়ার গুণে ও অর্থবলে, 'কালা আদমির' দেশে এরা যথেষ্ট সম্মানের অবস্থান লাভ করেছিল। যাহোক, ঔপনিবেশিক শক্তি শেষ পর্যন্ত শারীরিক ভাবে চলে গেলেও, মিশনারীরা কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে অনেকটা, গুটিবসন্ত সেরে যাবার পরে যেমন দাগ পিছনে রেখে যেতো, তেমনি কুৎসিৎ চিহ্ন হিসেবে থেকেই গেলো। আজকালকার সাম্প্রতিক NGO সংস্কৃতিতে তারা অত্যন্ত তৎপর এবং নতুন ভাবে আশাবাদী। অনেকটা গবাদি পশুর মৃত্যুর আলামতে, শকুন যেমন তার সৌভাগ্যের ইঙ্গিত আঁচ করতে পারে, তেমন।

www.nagorikpathagar.org

নিজের বিশ্বাস যদি হারিয়েই ফেলে কেউ, তখন অন্য কোন্ বিশ্বাসের খাতায় কাগুজে সদস্য হিসেবে তার নাম লেখা হলো, তাতে কি আসে যায়? ইসলামী মূল্যবোধের deconstruction যদি সত্যিই সুসম্পন্ন হয়, তখন আব্দুর রহমানের David Rahman হতে বাধা কোথায়? বিশেষতঃ তাতে যদি কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়।

আরেকটা ব্যাপার বেশ চোখে লাগে আমার। বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর (বিশেষতঃ পশ্চিমা সূত্রের) অফিস-আদালতে খৃষ্টান হলে(অথবা ক্ষেত্র বিশেষে, নিদেন পক্ষে হিন্দু হলেও) চাকুরীর যেন একটা অগ্রাধিকার পাওয়া যায়। একটি আন্তর্জাতিক Airlines অফিসে, একটি অন্যতম প্রধান বহুজাতিক ব্যাংকে এবং একটি আন্তর্জাতিক ক্যুরিয়ার সংস্থায় গিয়ে, আমার মনে হয়েছে যে, এই ঢাকা শহরে জীবন কাটিয়েও এত খৃষ্টান যে দেশে আছে, তা কখনো বুঝিনি। আজ এসব অফিসে গেলে মাইকেল, রিচার্ড বা বেনেডিক্ট এর সংখ্যা দেখে চমকে উঠতে হয়। এটা হয়তো বা আমার ঈর্ষাপরায়ণ মনের কথা, তবু ৮৭% মুসলমানের দেশে ব্যবসায় করতে এসে তাদের Marginalised করা বা তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করাটা কি সুস্থ ব্যাপার? আমার মত ব্যাপারটা সবাই যদি গুরুত্ব দেয় কখনো, তা কি ব্যবসার জন্য মঙ্গলজনক? না কি NGOর মতই বিদেশী প্রভুদের ইঙ্গিতে এখানেও দেশের ভিতরে আরেকটি দেশের, রাষ্ট্রের ভিতরে আরেকটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে? দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয় কখন? যখন দেশ উপনিবেশে পরিণত হয়। আমাদের দেশ মোটামুটি একটা ঔপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে—না, আজকের উপনিবেশ স্থাপনের জন্য জাহাজ বোঝাই East India কোম্পানীর সৈন্য আসার প্রয়োজন নেই-আজ যে দেশকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজন, সে দেশেরই সুবিধাবাদী, পরজীবী কৃমি-সদৃশ মানুষের ভিতর থেকে পদাতিক ডিভিশন সম লেখক-সাংবাদিক-শিল্পীর বাহিনী গঠন করা যায়, যারা প্রভুদের ইচ্ছামত বিবৃতি দেয়ার জন্য ও গলাবাজী করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। তাদের Support System হিসাবে, আগেই যেমন বলেছি NGO তথা আমলাদের সাঁজোয়া বা গোলন্দাজ বহর তৈরী করা হয় প্রয়োজন অনুযায়ী।

ঠান্ডা লড়াই শেষে আজ CIA র মত বিশাল ব্যয়বহুল সংস্থাকে যত্রতত্র ব্যবহার করার যৌক্তিকতা কমে গিয়েছে, আর একই সাথে কমে গিয়েছে প্রভু রাষ্ট্র(পশ্চিমা) সমূহের দূতাবাসের কর্মী সংখ্যা। আজ NGOরাই হচ্ছে দুর্ভাগা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আধিপত্যবাদী জাতিসমূহের চোখ ও কান বা এক কথায় বলতে গেলে, Intelligence Source—আরো সোজা বাংলায়: গুপ্তচর। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের NGO সমূহ দেশের আপামর জনসাধারণকে 'উন্নত' করার যে প্রাণান্তকর চেষ্টায় নিয়োজিত, তার প্রক্রিয়ায়, তারা মেয়েদের রাস্তায় নামানো, সরকারের পাশাপাশি ছায়া সরকার হিসেবে কাজ করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নীতি-নির্ধারণী ব্যাপারে নাক গলানো, নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করা, ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী উলামা ঠেঙ্গানো এবং যীশুখৃষ্টের ভালোবাসা বিতরণের মত বেসামরিক কার্যকলাপে নিয়োজিত। কিন্তু তাদের কাজকর্ম যে প্রয়োজনে এই সীমারেখা অতিক্রম করবে, তা বলাই বাহুল্য। যেমনটি Alex De Waal, New

www.nagorikpathagar.org

Statesman and Society-র 17 MARCH. 1995 সংখ্যায় তার **'Compassion Fatigue'** প্রবন্ধে বলেন, ...this means that NGOs can call for international intervention. CARE International headed the campaign for US troops to Somalia; OXFAM called for a UN force for Rwanda. CARE and its US NGO supporters succeeded. When the US Marines landed in Mogadishu, their job was to protect international aid operations – not to protect the Somali people. In effect, a handful of private American charities had taken on the job of representing – or rather, misrepresenting – the interest of the Somali nation before the international community. অর্থাৎ, 'এর অর্থ হচ্ছে NGO গুলো আন্তর্জাতিক সামরিক হস্তক্ষেপের ডাক দিতে পারে। Somalia-য় আমেরিকান সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজনীয়তার প্রচারণার নেতৃত্ব দেয় CARE; তেমনি OXFAM. Rwanda য় জাতিসংঘ বাহিনী প্রেরণের আবেদন জানায়। CARE এবং তার সমর্থক আমেরিকান NGO-সমূহ, তাদের প্রচেষ্টায় সফল হয়। US Marine রা যখন মগাদিসুতে অবতরণ করে, তাদের কাজ ছিল আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতার নিরাপত্তা বিধান করা-সোমালী জনগণকে রক্ষা করা নয়। বাস্তবে, হাতে গোনা কিছু বেসরকারী আমেরিকান দাতব্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক বিশ্বে, সোমালী জনগণের প্রতিনিধিত্ব (বা বলা যায় ভুল-প্রতিনিধিত্ব) করার দায়-দায়িত্ব অধিগ্রহণ করে।"

বাংলাদেশে NGOদের সকল তৎপরতা, সরকার ও জনগণকে জিম্মি রাখার মত ক্ষমতালাভ তথা বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির খবর বিদেশের পত্রিকাগুলোতে এমন ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে যে, অচিরেই, অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে তৎপরতা চালানোর আগে, হয়তো দেখা যাবে, NGO কর্মকর্তাদের বাংলাদেশে কার্যরত 'সফল' কর্মকর্তাদের কাছে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হচ্ছে। সর্বোপরি প্রতি বর্গ মাইলে ৩.৫ টি NGO-শাখা থাকার মত এমন খনিটি দেখার দুর্লভ সৌভাগ্যও হয়তো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যটনের আকর্ষণে পরিণত হতে পারে।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসতে পারে, এরা আমাদের কাছে কি চায়? কাফিরদের চালু করা বাজার অর্থনীতিতে মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। যেখানে মানুষ যত বেশী সেখানে বাজারও তত বড়। নিকট অতীতে চীন এবং ভারতের মত বিশাল জনসংখ্যা সম্বলিত দেশসমূহের Mc Donaldization এবং Coca - Colaization হবার ফলে, কত কোটি কোটি ডলার সেখানকার বাজার থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ঐ দুই কোম্পানীর Bank Account এ চলে যাচ্ছে, তা চীনের গ্রামের কৃষক স্বপ্নেও ভাবতে পারেনা। সে, কোন বিশেষ মুহূর্তে, এযাবত অনাস্বাদিত 'সাদা চামড়া' সাহেবদের দেশের ঐ বিশেষ পানীয়ের একটা বোতল পান করেই ধন্য। আগে যেমন আলোচিত হয়েছে, কাফির তথা বস্তুবাদী অর্থনীতি চালু রাখতে হলে Consumer বা ভোক্তা চাই। সুতরাং, বিশাল জনসংখ্যার যে সব বাজারের দ্বার এ পর্যন্ত রুদ্ধ ছিল, সেগুলো খোলার জন্য সম্ভাব্য সব চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মাত্র কয়েক বছর আগেও ভারত এবং চীন উভয়ে, বিদেশী ভোগ্যপণ্য আমদানীর ব্যাপারে বা বহুজাতিক মার্কিন সংস্থাগুলোর ব্যাপারে অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোবৃত্তি পোষণ করতো। ফলে উভয় দেশে যেমন Coca-Cola র মত সর্বগ্রাসী পানীয়ের প্রচলন ছিল না, তেমনি বিশাল খাবারের চেইন-শপ Mc Donald এর একটি শাখাও ছিল না)। Producer-Consumer

www.nagorikpathagar.org

অক্ষরেখায় শুধু Producer থাকাটা অর্থহীন— Consumerও অবশ্যই থাকতে হবে, কিন্তু কেউ এই Consumer বলে বিবেচিত হবার যোগ্যতা কি? এক, তার জীবন যাত্রা এমন হতে হবে যাতে, ভোগ্যপণ্যটি জীবনে প্রয়োজনীয় বলে তার মনে হয়। দুই, তার যেন ঐ ভোগ্যপণ্য ক্রয় করার ন্যূনতম সামর্থ্য থাকে। NGO -র মাধ্যমে এই দু'টো অভীষ্টই অর্জিত হচ্ছে একই সাথে। প্রথমতঃ মানুষের জীবনযাত্রার ধরনটাই সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে। খুব ছোট্ট উদাহরণ: একজন মা যখন সারাদিন ঘরের বাইরে থাকবে, ক্ষুধা লাগলে তার বাচ্চারা কি খাবে? MAGGI Noodles জাতীয় কিছু নিশ্চয়ই? একদিকে, ঘরের মাকে একরকম ফুসলিয়েই, বা, চক্‌চকে 'জিনিস পত্র' পূর্ণ জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে, যেমন ঘর থেকে বের করে Wage Slave বা বেতনভোগী ক্রীতদাসে পরিণত করা হচ্ছে এবং তার বদৌলতে NGO-দের নাম-সম্বলিত অমুক Tower/Plaza/Bank/University ইত্যাদি গড়ে উঠছে—অপর দিকে, ঐ মায়ের বা তার গোটা সংসারের জীবনযাত্রার ধরনই বদলে যাচ্ছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ঐ মায়ের মনে হবে, 'বাঃ, আমি তো আগে MAGGI Noodles দেখিওনি, এখন কি সুন্দর আমার বাচ্চারা খাচ্ছে।' কিন্তু আসলে যা হচ্ছে তা হলো কাফিরতন্ত্রের দ্বিমুখী লাভ হচ্ছে—(১) অতি সস্তায় ক্রীতদাস রেখে বিশাল মুনাফা ঘরে তোলা যাচ্ছে। (২)যে সামান্য (পশ্চিমের তুলনায় বা লাভের তুলনায়) মজুরী ঐ মাকে দেয়া হচ্ছে—তা পুনরায় (MAGGI- র মত) কোন বিশাল কাফির কর্পোরেশনের কাছে ফিরে যাচ্ছে। সুতরাং, পশ্চিমা কাফির সভ্যতার যন্ত্র চালু থাকছে। মাঝখান থেকে ঐ মা যা হারাচ্ছে তা হচ্ছে: (১) সে আর কখনোই আগের মত ঘরে ফিরে যেতে পারবে না, (২) তার জীবনযাত্রা বদলে যাবে এবং সে সব সময়ের জন্য কতগুলো অপ্রয়োজনীয় জিনিসের দীনতায় ভুগবে এবং ঐ জিনিসগুলো লাভের মরীচিকার পিছনে ছুটে চলবে-তার নতুন নতুন প্রয়োজন সৃষ্টি হবে— Shampoo, Lip stick, Perfume, Dinner Set। এভাবে ধাপে ধাপে একের পর এক (সত্যিকার অর্থে) অপ্রয়োজনীয় পণ্য তার জীবনের জন্য অপরিহার্য মনে করবে সে—যার ফলশ্রুতিতে, জীবনে নানা দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। যেমন ধরুন, স্বামী হয়তো সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে বলে একসময় বলবেন যে, ঐ মায়ের ঘরে বসে বাচ্চাদের দেখাশোনা করা উচিত—এখানে তিনি যদি স্বামীর কথামত ঘরে ফিরেও আসেন, তবু তার সুখী এবং তৃপ্ত হবার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ, তার জীবনের ধাঁচ বদলে গেছে, তার জীবনে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রয়োজন বেড়ে গেছে। আর তিনি যদি ঘরে ফিরে না আসেন তবে সংসার ভাঙ্গা সহ নানা দুর্ভোগ তার জীবনে আসতে পারে। ঘটনা যেদিকেই প্রবাহিত হোক না কেন, বর্তমানে সমাজে যে জীবনযাত্রার প্রচলনের চেষ্টা চলছে এবং যে প্রবণতাকে ইন্ধন যোগানো হচ্ছে, তা চলতে থাকলে আমাদের পরিবারভিত্তিক সামাজিক জীবন তথা ধর্মীয় মূল্যবোধের Deconstruction বা ধ্বংসপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী (যদি আল্লাহ্ বিশেষ কোন হস্তক্ষেপ না করেন)। দেশের বড় শহরগুলোতে আজকাল প্রায়ই উচ্চশিক্ষিতা বেশ্যাদের গল্প শোনা যায়—এই শ্রেণী সৃষ্টির পেছনে পেটের ক্ষুধার চেয়ে জীবনের চাকচিক্য তথা অপ্রয়োজনীয় ভোগ সামগ্রীর প্রলোভনই মুখ্য। তেমনি বিশাল ডিগ্রীধারী আমলা থেকে শুরু করে সমাজের সব স্তরে দুর্নীতির পেছনেও, প্রয়োজনের চেয়ে, অপ্রয়োজনীয় ভোগ-সুখের প্রলোভনই

www.nagorikpathagar.org

মূলতঃ কাজ করে। এছাড়া আরো একটা ব্যাপার রয়েছে, পশ্চিমা শিল্প-কারখানা চালু রাখার জন্যে হলেও আমাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন রয়েছে তাদের। এক্ষেত্রে আমার তৃতীয় বিশ্বের জনগোষ্ঠীকে আজকাল ফার্মের মুরগীর মত মনে হয়। এক নজর দেখলে, যেমন একটা ব্রয়লার মুরগীর দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হতে পারে যে, সে রীতিমত VIP Treatment বা VIP-র মত সমাদর পাচ্ছে: বিশেষ খাবার - প্রায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ এবং কোন সংগ্রামবিহীন একটা জীবন—কিন্তু আসলে কি হচ্ছে? তার জীবনের সমগ্র স্বাভাবিক Cycle বা চক্র পরিবর্তন করে তাকে অনেকটা মেশিনে প্রস্তুত একটা খাবারের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। Profit Maximization বা অর্থকরী পণ্য হিসেবে বাজারজাত করার জন্যই তার এত সমাদর। ঠিক তেমনি, পশ্চিমা কাফিরতন্ত্রের যন্ত্র চালু রাখার জন্যই যেন আমাদের বেঁচে থাকা-এতে আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা যদিবা নিশ্চিহ্নও হয়ে যায়—মা বিহীন সন্তানরা এতিমের মত বড় হবে ঘরে—ক্রমে মায়েদের কাছে সন্তান ধারণ করাটাই একটা বিরক্তিকর বা ঝামেলার বিষয়ে পরিণত হবে-একটা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য স্বাভাবিক জীবনচক্র, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সব বদলে যাবে। ঠিক যেমন Layer মুরগীর জীবনের প্রতিদিনই তাকে ডিম পাড়তে হয় Consumer Market এর জন্য, এখানে তার মোরগ-সংসর্গ, ডিম পাড়ার বিরতিকাল তথা (মুরগীর) ছানা নিয়ে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর আল্লাহ্-প্রদত্ত অধিকার টুকু কেড়ে নেয়া হয়েছে—তার জীবনের চক্রই বদলে গেছে লোভী মানুষের ভোগের যোগান দিতে গিয়ে-তেমনি আমাদের প্রকৃতির সাথে, পরিবেশের সাথে, প্রতিবেশের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগ করে জীবনধারণ করার আল্লাহ্প্রদত্ত অধিকারটুকুও কেড়ে নেয়া হচ্ছে। এখন আমরা জীবনধারণ করবো কোন কাফিরের বিশাল বহুজাতিক কোম্পানী বা প্রকল্প যেন আরো বিশাল হতে পারে সেজন্য। স্ত্রীর হক আদায় না করে আমরা রাতে বিশেষ Shift-এ Overtime করতে Garments-এ যাবো, যাতে আমেরিকার K-Mart বা J.C Penny আরো সমৃদ্ধি লাভ করে-আর তার উচ্ছিষ্ট হিসেবে, এদেশে তাদের যে দালাল রয়েছে, সে যেন Latest Model এর পাজেরো জীপে চড়ে শেরাটন হোটেলে মদ খেতে যেতে পারে বা হাজার টাকার টিকিট কেটে হোটেল শেরাটনে, মমতা কুলকার্নির উদাম শরীর দেখতে যেতে পারে। সুতরাং,ব্রয়লার বা Layer মুরগীর মতই আমাদের producer-consumer ব্যবস্থায় একটা পণ্য হিসেবে দেখা হয়—Wage Slave বা বেতনভোগী ক্রীতদাসের যে বাজার রয়েছে, সে বাজারের পণ্য। আমাদের যখন যে সমাদরটুকু করা হয়, মূলতঃ পশ্চিমা পরাশক্তির এজেন্ট এনজিও বা তদীয় সংস্থাসমূহ দ্বারা, তা মোটেই আমাদের জন্য করা হয় না—তা করা হয় কাফিরের যন্ত্র চালু রাখতে। আরেকটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি: একটি মাত্র দেশ—নিকারাগুয়া, ১৯৮০-র দশকে যুদ্ধের সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা আমেরিকান গাড়ী আমদানী করবে না—তাতেই আমেরিকান GENERAL MOTORS এ আপদকালীন অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেখানকার অত্যন্ত শক্তিশালী শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে মিটিং এ বসে শুধুমাত্র কোম্পানীটা টিকে থাকুক, এটুকুর জন্য, নিজেদের বেতন কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং ভেবে দেখুন, আজ যদি দৈব কোন কারণে (দৈব কারণের প্রয়োজন নেই, মুসলমানরা যদি নাম-সর্বস্ব মুসলমান না হয়ে, কোরআন-

www.nagorikpathagar.org

সুন্নাহ্‌র অনুসারী মুসলমান হবার চেষ্টা করে, তাহলেই অনায়াসে এমনটি হতো, বা বলা যায় স্বাভাবিক ভাবেই হতো), তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা, পশ্চিমা সূত্রের বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর পণ্য বয়কট করে, তবে কাফির সাম্রাজ্যের তাসের ঘরে নিমেষেই ধ্বস নামবে এবং তা ধূলায় লুটাবে। নাস্তিকতা ও বস্তুবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে গঠিত কাফিরের Pyramidical Structure বা পিরামিড আকৃতির বিন্যাস (যার তলায় রয়েছে আমাদের মত অভাগা দেশের মানুষগুলো, আর চূড়ায় রয়েছে Microsoft এর Bill Gates বা Oxidental এর প্রভাবশালী Share Holder প্রাক্তন মার্কিন Vice President Al Gore এর মত ব্যক্তিবর্গ) মুহূর্তে ভেঙ্গে সমতলে পরিণত হবে—Mega Machine বা পৃথিবীর বিশাল-যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে, স্তব্ধ হয়ে যাবে। হিসেব খতিয়ে দেখলে হয়তো দেখা যাবে যে, এই বিশ্বের সমস্ত সম্পদের ৯৯%-ই হয়তো নিয়ন্ত্রণ করছে শত দু'য়েক বিশাল বহুজাতিক কর্পোরেশন বা সংস্থা। Microsoft, Proctor & Gamble, Kraft, Coca-Cola, McDonald, General Motors এর মত কতগুলো হাতে গোনা সংস্থা ঠিক করছে এই পৃথিবীর ভবিষ্যত দেখতে কেমন হবে (লা হাওলা ওয়ালা কু'ওয়াতা, তাদের তা করার ক্ষমতা নেই,তবু তারা মনে করছে যে তারা তাই করে যাচ্ছে)। যাহোক, আমার এসব লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের শত্রু চিহ্নিত-করণ। আমরা যেন ঐ শত্রুকে বন্ধু মনে না করি, যে, আমার ভিটামাটি দখলের জন্য আমার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে, যে আমার ক্ষেতকে চিরতরে বিনষ্ট করে নিশ্চিত করতে চায় যে, ঐ ক্ষেত থেকে চিরকাল নষ্ট ফসলই উৎপন্ন হতে থাকবে, যে তার লোভ এবং লালসা চরিতার্থ করতে আমার পরিবার তথা সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে এবং বদলে দিতে চায়, আমার গরীব দেশের মাটি তথা পরিবেশ যার লোভের সামগ্রী অনুসন্ধান-প্রকল্পে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় এবং সর্বোপরি যে তার প্রভুদের Mega Machine চালু রাখতে আমাকে চিরতরে Wage Slave করে রাখতে চায় এবং কাফিরের উপর নির্ভরশীল রাখতে চায়।

www.nagorikpathagar.org

একাদশ অধ্যায়

বিজাতীয় শিক্ষা

আমি যেভাবে একের পর এক পশ্চিমা সভ্যতার বৈশিষ্ট্যকে ইসলাম, মুসলমান এবং তৃতীয় বিশ্বের সামগ্রিক পরিবেশ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিরোধী বলে চিহ্নিত করে চলেছি, তাতে অনেকের মনে হতে পারে যে, আমার বক্তব্য বুঝি এরকম যে,যা কিছু পশ্চিম থেকে আমাদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তার সবই বিষাক্ত এবং আমাদের মূল্যবোধ বিরোধী। Mega Machine সম বস্তুবাদী বিশ্বকে চালু রাখতে, সবাই আমরা এত ব্যস্ত যে, আমাদের ভাববার কোন অবসরই নেই: আমরা 'Time is money' মন্ত্রে দীক্ষিত এবং নিমজ্জিত—তা না হলে, পশ্চিমা সভ্যতার যাবতীয় মূল্যবোধেরই যে অতি অবশ্যই ইসলাম বিরোধী একটা প্রভাব রয়েছে, এটুকু বুঝতে অসুবিধা হতো না। আমি ইচ্ছা করেই 'মূল্যবোধ' কথাটা ব্যবহার করলাম—এই মূল্যবোধের আওতায় বিজ্ঞানেরও অনেক বিষয় এমন ভাবে এসে যায় যে, বিজ্ঞানকেও ঢালাও ভাবে Value Neutral বা নৈর্ব্যক্তিক বা নিরপেক্ষ বলা যায় না। আগে যেমন বলেছি Darwin তত্ত্ব, উনবিংশ শতাব্দীর এক প্রবল পরাক্রমশালী নাস্তিকচক্র কর্তৃক পৃথিবীর উপর একরকম চাপিয়েই দেয়া হয়। এখানে প্রাণীবিদ্যা যদিও বা বিজ্ঞানের শাখা, তার অন্তর্ভুক্ত এই বিবর্তন বা Evolution এর তত্ত্ব মোটেই Value neutral নয় বরং ঠিক তার উল্টো—সমগ্র পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা তথা কাফিরতন্ত্র এই ধারণাকে ঘিরে যেভাবে গড়ে উঠেছে, বা বলা যায়, এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে ভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে আজ অনেকে এই ধারণার অবাস্তবতা বুঝতে পেরেও আপ্রাণ চেষ্টা করছেন নতুন নতুন কল্পনাশ্রিত Scenario বা দৃশ্যের উদ্ভব ঘটিয়ে তার সাথে কিছু 'যেন', 'নহে', 'এই', 'সেই' ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে, কোনমতে এই তত্ত্বকে জীবিত রাখতে । নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে পুনর্বিন্যস্ত Natural selection -এর তত্ত্বকে এখন Neo-Darwinism নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু কেন এই প্রচেষ্টা ? উত্তরটা সহজ—এই তত্ত্বের উপর যেহেতু কাফিরতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে— তাদের সব স্থাপনা ধ্বসে পড়বে যদি এই কথাটা মেনে নেয়া হয় যে, 'জীবন' কোন দুর্ঘটনার ফল নয় বরং আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত একটা Continuous process - একজন সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা মাফিক সৃষ্ট, লালিত, পালিত, নির্ধারিত নির্দেশিত এবং পরিণতি প্রাপ্ত একটা ধারণা। আমাদের মনে রাখতে হবে পশ্চিমা কাফিরতন্ত্রের মেরুদন্ড হচ্ছে- Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতা। আর Seclorum, যা থেকে কথাটার উৎপত্তি, তার অর্থ হচ্ছে World বা দুনিয়া। অর্থাৎ একটা জীবনের জন্য এই পৃথিবীই সব, এর বাইরে কোন যোগসূত্র নেই, পরিণতি নেই এবং ভাববার কিছু নেই—এটাই হচ্ছে মূল কথা। সুতরাং জীবনটাকে যথেচ্ছ ভোগ করে নাও। এভাবে, সবচেয়ে Value neutral যা হতে

www.nagorikpathagar.org

পারতো, সেই অংকও, যখন বিদ্যার্থীদের কাছে তুলে ধরা হয়, তখন তাতে উদ্দেশ্য জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা খুব ছোট ক্লাসে যখন শতকরা বা Percentage সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করি, তার সাথে সাথেই (কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই) আমরা সুদের ধারণা লাভ করি। এখানে ব্যাপারটা নিরপেক্ষ থাকে না আর—কাফিরদের অর্থনীতির প্রাণশক্তি স্বরূপ চিহ্নিত সুদ— যা মুসলমানদের জন্য হারাম বা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ—তার কার্যকারিতা, লোভনীয় দিক এবং যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয় সুকৌশলে। অংক বিষয়টা আপাতঃ দৃষ্টিতে খারাপ কিছু হবার কথা নয়। মুসলমানরা পৃথিবীতে এই অংকের বহু শাখা, বলা যায়, আবিষ্কার করেছে এবং পৃথিবীর মানুষকে উপহার দিয়েছে—অথচ পাঠ্যপুস্তকে এসব তো আর নিরপেক্ষ থাকছে না। এভাবে খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে পাঠ্য বিষয়ে সত্যিকার অর্থে মগজ ধোলাই এর উদ্দেশ্যবিহীন বিষয় এবং জ্ঞান এক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য জিনিস এবং সেখানে তথাকথিত Pure Science ও আর Pure বা খাঁটি থাকে না, বরং তাও (কচি/কাঁচা) মনে মতবাদের জাল বিস্তার করার এক জঘন্য হাতিয়ারে পরিণত হয়। আমি Pure Science এর কথায় এজন্য এলাম যে, মানবিক বিভাগের বিষয়সমূহ যে কখনোই নিরপেক্ষ নয় বা নিরপেক্ষ ছিল না, তা কাউকে আজ আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার দরকার নেই। Humanities বা মানবিক বিভাগের বিষয়সমূহে এখন আর কেউ Humanity খুঁজতে যায় না। সত্যিকার অর্থে এগুলো পড়া, জানা বা বোঝার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনি কোন শিবিরের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন পাঠ্যবই পড়লেন। যেমন ধরুন হিন্দুস্থানে, মোগল শাসকদের মাঝে আকবর হচ্ছেন সবচেয়ে বিশাল হৃদয় মহান ব্যক্তি—Akbar the great, কিন্তু, একই সময়ে, সেখানে আওরঙ্গজেব হচ্ছেন নিকৃষ্টতম শাসক। এবার পাকিস্তানের ইতিহাস বিষয়ক পাঠ্য বইতে দেখুন-আপনি দেখবেন আকবর নিয়ে কথা বলতে এক ধরনের কুণ্ঠা বোধ করেন লেখকরা, আর আওরঙ্গজেব হচ্ছেন সেখানে এক বিরল আদর্শ। এভাবে আপনি কার লেখা ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, দর্শন পড়ছেন এবং কার লেখা থেকে পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করছেন তা অত্যন্ত জরুরী একটা বিষয়। পশ্চিমা সূত্রের সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্যবইসমূহে, খুব অভাবনীয় ব্যতিক্রম ছাড়া, আপনি দেখবেন সবকিছুতে পশ্চিমা সভ্যতা, দৃষ্টিভঙ্গী, নীতিনির্ধারণী, মানবিকতা, রুচি, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুর জয়গান গাওয়া হয়েছে, তার সাথে বর্ণবৈষম্যের একটু মশলা যোগ করে খুব সুন্দর ভাবে আপনাকে বোঝানো হবে যে, সাধারণ ভাবে গোটা (সাদা) ইউরোপ, আর বিশেষ ভাবে Anglo-Saxon-রা জন্মগত ভাবেই পৃথিবীর নেতৃত্বদানের (জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে) যোগ্যতম গোষ্ঠী; একই ভাবে অতি সাম্প্রতিক সময়কালের আগ পর্যন্ত, আমেরিকার ইতিহাস পড়লে (আমেরিকার সূত্র-উদ্ভূত) আপনার মনেই হবে না যে, সে দেশটিতে বসবাসরত বিশাল কৃষ্ণাঙ্গ জনসংখ্যার ঐ দেশের গঠন তথা উন্নয়ন প্রকল্পে আদৌ কোন অবদান রয়েছে। আর হত্যা, নিপীড়ন, জাতিগত নিধন ইত্যাদির মাধ্যমে সুপরিকল্পিত ভাবে, আমেরিকার আদিবাসী 'Red Indian' দের প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে, তবেই যে আজকের 'সাদাচামড়া' শাসক/শোষক শ্রেণী নিজেদের পশু-প্রবৃত্তির উপর সভ্যতার খোলস পরেছে, তা বলাই বাহুল্য। আজ তাই আমেরিকাকে 'Land of the free' বলে দাবী করলে, তা সচেতন ও

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষিত মানুষের কাছে হাস্যকর মনে হবার কথা। আরো দুর্ভাগ্যজনক এবং দুঃখজনক কথা হচ্ছে যে, এই আমেরিকানরাই, বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত স্বঘোষিত 'পুলিশ কর্তৃপক্ষ'!!

আমাদের ছোট্ট ছেলেমেয়েদের সাদা কাগজের মত মানসপট, যেখানে পৃথিবীর কোন জটিলতার আঁকজোক নেই, তা আমরা কাদের হতে তুলে দিচ্ছি এটা অত্যন্ত জরুরী একটা ভাববার বিষয় এবং এর পরিণতির দায়-দায়িত্ব কোন মুসলিম বাবা-মা কখনোই এড়াতে পারবেন না—বিশেষতঃ, আমরা মুসলমানরা, যেহেতু কুকুরের মত কেবল ইন্দ্রিয়সুখের ফলশ্রুতিতে একটা বাচ্চার জন্ম দিয়ে, তাকে রাস্তায় ছেড়ে দেয়ার বর্তমান পশ্চিমা রেওয়াজে বিশ্বাসী নই। বাচ্চাদের আমরা নিগৃহীত করবো না সত্যি, কিন্তু তাদের অবশ্যই দিক নির্দেশনার প্রয়োজন আছে। একটা বাচ্চা জ্বলন্ত কাঠকয়লার টুকরার টক্‌টকে লাল রং দেখে আকৃষ্ট হয়ে তা ধরার উচ্চাশা পোষণ করতেই পারে, এবং বোধকরি তাই স্বাভাবিক— কিন্তু যতক্ষণ তার এই বুদ্ধিটুকু না হচ্ছে যে কয়লার টুকরা ওভাবে ধরলে তার হাত পুড়ে যাবে, ততক্ষণ আমাদের, বাবা-মাদের, তাকে নিবৃত্ত করতে হবে। একবার তার যখন বোঝার বয়স হবে, সে আগুন আর গোলাপের পার্থক্য বুঝতে শিখবে, তখন তাকে আর নিবৃত্ত করার প্রয়োজন নেই। অনেকে বলবেন যে, একটা বাচ্চা যদি একবার জ্বলন্ত কয়লার টুকরা ছুঁয়ে দেখতো যে তার পরিণাম কি, তবে তার শিক্ষা হতো এবং সে আর তা ধরতে চাইতো না। এই যুক্তি মানতে হলে ছাদ থেকে না লাফানোর জন্য, তাকে একবার অন্ততঃ লাফিয়ে পড়তে হবে —গাড়ী চাপা না পড়ার জন্য, একবার গাড়ীর নীচে পড়তে হবে—এবং বিষপানে যে মৃত্যু হতে পারে, তা অনুভব করার জন্য একবার হলেও অন্ততঃ বিষপান করতে হবে! সুতরাং ঐ যুক্তি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা অধিকাংশ তথাকথিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলই, মূলতঃ, আগে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং তারপরে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিরবচ্ছিন্ন অবসরের সৌভাগ্যের আশীর্বাদপুষ্ট বড় লোকের স্ত্রী, বিদেশ ফেরত আমলা বা শিক্ষাবিদের স্ত্রী, নিজে এককালে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েও সঠিক ভাবে (নিজের স্বপ্ন অনুযায়ী) আখের গুছাতে না পারা নিরাশ নারী বা পুরুষ, সমর্থ পরিবারের উচ্চাকাঙ্খী বেকার ছেলেমেয়ে- এমন লোকজনই বর্তমান দুঃসময়ে, অসহায় বাবা-মার নিজের ছেলেমেয়েকে কোথাও 'স্কুলস্থ' না করতে পারার ত্রস্ত মানসিক অবস্থার ও বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে, গাল ভরা নাম দিয়ে প্রতিনিয়ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নামক কাফির-সংস্কৃতির বিপণন কেন্দ্র খুলে চলেছে। Commodification of Education যদিও আমাদের দেশে একেবারে নতুন ধারণা নয়—৭০ এর দশকে আমরা যখন ঢাকা কলেজে পড়তাম, তখনই যদিও আমাদের জনৈক অংকের শিক্ষকের টিউশনী ব্যবসায় এবং সেই সুবাদে ধানমন্ডীতে বাড়ীর মালিক হবার উদাহরণ, ঐ শিক্ষকের প্রজন্মের অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে ঈর্ষার, আর পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষকদের কছে আদর্শ দিক নির্দেশনার বিষয়ে পরিণত হয়—তবু এখনকার সাথে একটা বিরাট তফাৎ আছে ঐ Commodification বা পণ্যায়নের। প্রথমতঃ,

www.nagorikpathagar.org

ঐ শিক্ষকরা ক্লাসে ঠিকই পড়াতেন—কখনো এমন ভাব করতেন না যে ক্লাসটা গাল-গল্পের জন্য, পড়তে হলে তাদের বাসায় যেতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, এরা নিজেরা ভালো ছাত্র ছিলেন এবং নৈতিকতার (ক্ষয়িষ্ণু হলেও) ছিটেফোঁটা হলেও তাদের ভিতরে ছিলো- আয়ুব খানের মত করে হলেও, নিজেদের এরা বেশ ভালো মুসলমান মনে করতেন। সত্যি বলতে কি আমি যার কথা বলছি, তার জীবনের একটা সময়ে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে 'কাফির স্বর্গ' মার্কিন মুল্লুকে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার সমাজ জীবনের পশুসুলভ আচরণে তিনি রীতিমত আতঙ্কিত বোধ করেছিলেন। কিন্তু এখন যাদের হাতে আমরা আমাদের বাচ্চাদের কচি Mouldable Brain (বা কোন নির্দিষ্ট কাঠামো লাভ করেনি এমন পরিবর্তনীয় মগজ বা মানসপট) তুলে দিচ্ছি, তাদের অধিকাংশেরই না আছে যোগ্যতা, না রয়েছে নৈতিকতা বা মেধা। উপরন্তু, তারা অত্যন্ত লোভী শ্রেণীর (ব্যবসায় যেহেতু, সেহেতু এ ব্যাপারে বলার কিছু নেই)। এরা এসব বাচ্চাদের মগজে যাচ্ছেতাই ছাপ ফেলে বাকী জীবনের জন্য তাদের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। এরা বাচ্চাদের ভিতর যেমন 'জিনিস সংস্কৃতির' জন্ম দেয়, তেমনি তাদের মন-মানসিকতায় সম্পূর্ণ বিজাতীয় আদর্শকে অত্যন্ত মহান এবং অভীষ্ট এক আসনে আসীন করতে সচেষ্ট। এসব স্কুলগুলোর যেহেতু নিজস্ব কোন পাঠ্যক্রম নেই, সেহেতু সুদূর প্রভু-রাজ্য থেকে আমদানীকৃত Radiant Way বা ঐ ধরনের বই ছাড়া এদের গতি থাকেনা। করিমুন্নেসা বা দিলারা বেগমের নাতি বা নাতনি Radiant Way তে দেখবে Red Riding Hood এর দাদী/ নানী কি সুন্দর ফ্রক পরা সাদা চামড়া মহিলা- হীনমন্যতার এখান থেকেই সূত্রপাত হবে-একদিকে নিজের সংস্কৃতিকে, আচার-আচরণকে, জীবনের ধরনকে যেমন নিকৃষ্ট মনে করতে শুরু করবে এসব বাচ্চারা -অপর দিকে শয়নে-স্বপনে-নিদ্রায়-জাগরণে সে নিজেকে Cinderella বা তার Prince এর মত ভাবতে শিখবে -নিজের সংস্কৃতির 'সাজু' বা 'রূপাই' তার কাছে, অপর সংস্কৃতির সেকেলে চরিত্র হয়ে উঠবে। 'কাফিরীকরণ' প্রকল্পের এভাবেই সূত্রপাত হবে, এমন একটা সময়ে, যখন বাবা-মার সত্যিই করণীয় কিছু ছিল। অথচ, 'পরিণত কাফির' বা 'বস্তুতঃ কাফির' হবার পরে, বাবা-মার আর বিশেষ কিছু করবার থাকে না-কেবল নিজেদের 'বস্তুতঃ কাফিরের' বাবা-মা ভেবে হয় গর্ববোধ, নয় নিঃস্ব বোধ করা ছাড়া (নিজেরা তারা 'কি' তার উপর নির্ভর করে)। পশ্চিমে ধর্মান্তরিত মুসলমান মা-দের অধিকাংশকেই তাই দেখা যায়, ছেলেমেয়েদের Home Schooling এর (বা নিজগৃহে পড়াশোনার) ব্যবস্থা করতে, অথবা দূরে কোথাও লম্বা সময়ের ড্রাইভ সত্ত্বেও, কোন ইসলামী/মুসলিম স্কুলে নিয়ে যেতে। আমি, এ প্রসঙ্গে, আমাদের দেশের যে সব বাবা মার কথা বলছি, তাদের Choice রয়েছে—এরা নগরবাসী বাবা-মা যাদের কিছুটা হলেও সামর্থ্যও রয়েছে। আমার গ্রামের পাঠশালায় ৫০ জনের আসন বিশিষ্ট শ্রেণীর ১০০তম ছাত্রের বাবা-মার কথা এখানে আসছেই না এজন্য যে, তাদের তো নিজের ভালোমন্দ চিন্তা করার সামর্থ্যটুকুও নেই।

যাহোক, বাচ্চারা স্কুলের শুরুর ক্লাস থেকে, শেষ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক মগজধোলাইয়ের মধ্যে জীবন যাপন করে। তারা বৃটিশ ইতিহাস পড়ে, বৃটিশ পৌরনীতি পড়ে, ইংরেজী সাহিত্য পড়ে, ইংরেজী ছড়া মুখস্থ করে। এভাবে

www.nagorikpathagar.org

ধীরে ধীরে নিজের চামড়ার রং ছাড়া বাকী সবটুকুকেই তারা 'ফিরিঙ্গি' ভাবতে শিখে এবং তা নিয়ে রীতিমত গর্ববোধ করতে শিখে। শুধু তাই নয়, এই পর্যায়ক্রমিক 'কাফিরীকরণ' প্রক্রিয়ার কোন এক পর্যায়ে, সে তার নিজের ধর্মের প্রতি হয় সন্দিহান হয়ে ওঠে, নতুবা ধর্মকর্মের ব্যাপারস্যাপারই তার কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। সে প্রভুকুলের চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখতে শুরু করে। এরপরে, আর কখনোই সে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের একজন হিসেবে নিজেকে ভাবতে পারেনা। ৮৭% মুসলমানের এই গরীব দেশের জন্য, সে এক অযাচিত টিউমারে পরিণত হয়। যত তাড়াতাড়ি তাকে দেহ থেকে আলাদা করা যায় ততই যেন মঙ্গল, দেরি হলে সে হয়তো দেহের অন্যান্য অংশে শিকড় গেড়ে বসতে পারে বা পচন ধরাতে পারে। হাড্ডিসার, মলিনবস্ত্র মানুষগুলোর করের বা TAX এর পয়সায়, এরকম টিউমার কোষ উৎপন্ন করে, সে সবের ধকল পোহাতে পরবর্তী চিকিৎসা ব্যয় বহন করার বিলাসিতা, এই পোড়া দেশের মানায় না। আর 'বস্তুতঃ কাফিরে' পরিণত ঐ ছেলে বা মেয়ের তো জীবনের স্বপ্ন-সাধই হচ্ছে কোন মতে একবার প্রভুদের দেশে পাড়ি জমানো। এভাবেই বাবা মায়ের সাধের বাছাধন এক সময় 'পরিপূর্ণ কাফির' হতে বিদেশে পাড়ি জমায়—যার স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে তার পরের প্রজন্ম অর্থাৎ এখানকার মাটিতে জন্ম নেয়া 'বস্তুতঃ কাফিরের' ছেলেমেয়েরা, আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী 'পরিপূর্ণ কাফিরে' পরিণত হবে, যদি না হঠাৎ কোন ব্যতিক্রম ঘটে।

এজন্য গবাদি পশুর মত, কেবল অন্যরা যা করছে তা না করে, আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, আমরা, আমাদের ছেলেমেয়েদের কেমন দেখতে চাই? অবশ্য আমরা নিজেরা মুসলমান কি না, সেটা আগে নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত। আমরা যদি নিজেদের মুসলমান ভাবি, তা হলে কিভাবে নিজের ছেলেমেয়েদের কাফির তৈরীর মেশিনের দিকে ঠেলে দিতে পারি। সেই কবে, তার Islam At The Crossroads বইতে (প্রথম সংস্করণ:১৯৩৪, উদ্ধৃত সংস্করণ:১৯৮৭), ইউরোপীয় মুসলিম Muhammad Asad বলেছেন: "....that Islam and Western civilization, being built on diametrically opposed conceptions of life, are not compatible in spirit. ....

ইসলাম এবং পশ্চিমা সভ্যতা, সম্পূর্ণ বিপরীত দুই মেরুতে অবস্থিত জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে গঠিত বিধায় চিন্তায় ও চেতনায় একে অপরের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

.....................Except in rare cases, where a particularly brilliant mind may triumph over the educational matter, Western education of Muslim youth is bound to undermine their will to believe in the message of the Prophet, their will to regard themselves as representatives of the religiously motivated civilization of Islam...

কিছু বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া, যেখানে একটা বিশেষ মেধাসম্পন্ন মন হয়তোবা শিক্ষার বিষয়াদির উপর প্রভাব বিস্তার করে জয়ী হতে পারে, সাধারণভাবে মুসলিম তরুণদের পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া অতি অবশ্যই নবী(দঃ)এর বাণীতে তাদের বিশ্বাস স্থাপনের মনোবৃত্তির বা ইচ্ছার পরিপন্থী হবে, এবং ধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত ইসলামের সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে নিজেরা

www.nagorikpathagar.org

পরিচিত/পরিগণিত হবার মত মনোভাবের পরিপন্থী হবে।

..................It cannot be denied that in the present state of decadence, the religious atmosphere in many Muslim houses is of such a low and intellectually degraded type that it may produce in the growing youth the first incentive to turn his back on religion. This may be so; but in the case of the education of young Muslims on Western lines the effect not only **may** be but most probably **will** be an anti-religious attitude in later life. ....

বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনেক মুসলিম ঘরেই ধর্মীয় পরিবেশ আজ এতই নিম্নমানের এবং নিম্ন মেধার যে, এ থেকেই বেড়ে ওঠা তরুণদের ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবার সূচনা হতে পারে। এটা যেমন- তেমন; কিন্তু পশ্চিমা ভাবধারায় মুসলিম তরুণদের শিক্ষা লাভ, পরবর্তী জীবনে, **'সম্ভবতঃ'** নয়, বরং **'নিশ্চিত ভাবেই'** তাদের মনে একটা ধর্মবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেবে।

But one thing Muslims must not wish is to see with Western eyes, to think in Western patterns of thought: they must not wish, if they desire to remain Muslims, to exchange the spiritual civilization of Islam for the materialistic experimentation of the West, whether Capitalists or the Marxist.

Knowledge itself is neither Western nor Eastern: it is universal – just as natural facts are universal.....................

একটা জিনিস মুসলমানদের অবশ্যই চাওয়া উচিত না, তা হচ্ছে: পশ্চিমা চোখে পৃথিবীকে দেখা, পশ্চিমা চিন্তাধারায় চিন্তা করা। তারা যদি মুসলমান থাকতে চান তবে, তারা যেন কিছুতেই ইসলামের আধ্যাত্মিক সভ্যতার সাথে পশ্চিমের বস্তুবাদী পরীক্ষা নিরীক্ষার বিনিময় না করেন—তা সে পুঁজিবাদী পরীক্ষা নিরীক্ষাই হোক অথবা মার্ক্সবাদী পরীক্ষা নিরীক্ষাই হোক। জ্ঞান পশ্চিমা বা পূর্বাঞ্চলীয় কোন ব্যাপার নয়: তা বিশ্বজনীন - ঠিক যেমনটা প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহের সত্যতা বিশ্বজনীন। ....But the inductive, philosophical **conclusions** which we derive from these sciences – that is, the philosophy of science – are not based on facts and observation alone but are to a very large extent influenced by our pre-existing temperamental or intutive attitudes towards life and its problems.........................

এ সমস্ত বিজ্ঞান থেকে আহরণ করা আধিপত্যবাদী দার্শনিক **অনুসিদ্ধান্তসমূহ** -অর্থাৎ, বিজ্ঞানের দর্শন—কেবল যে বাস্তবতা এবং পর্যবেক্ষণের উপরই প্রতিষ্ঠিত তা ঠিক নয়, বরং জীবন এবং জীবনের সমস্যাবলীর প্রতি আমাদের স্বভাবগত ও স্বভাবসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা তা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়ে থাকে।
....

....Thus science, which is neither materialistic nor spiritual itself, may lead us to widely divergent interpretations of the Universe: interpretations, that is, which may be spiritual or materialistic, according to our own predisposition and, therefore, our angle of vision............................

এভাবে বিজ্ঞান, যা নিজে না বস্তুবাদী না আধ্যাত্মিক, তা আমাদের মহাবিশ্ব

www.nagorikpathagar.org

সম্বন্ধে এমন সব ব্যাখ্যার পথে নিয়ে যেতে পারে, যে সমস্ত পথ একেবারেই ভিন্নমুখী: আমাদের নিজের মানসিক অবস্থা তথা দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে ঐ সমস্ত ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকও হতে পারে আবার বস্তুবাদীও হতে পারে। ...And as for European literature, it should certainly not be overlooked – but it should be certainly relegated to its proper philological and historical position. The way in which it is taught at present in many Muslim countries is frankly biased. The boundless exaggeration of Western values and concepts naturally induces young and unripe minds to imbibe wholeheartedly the spirit of Western civilization before its negative aspects can be sufficiently appreciated. And so the ground is prepared not only for a Platonic adoration of Western values,but also for a practical imitations of the social forms based on those values: something which can never go hand in hand with the spirit of Islam.

ইউরোপীয় সাহিত্যের ব্যাপারে, আমি বলবো, ইউরোপীয় সাহিত্যকে আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়—তবে তাকে তার সঠিক ভাষা-বিজ্ঞান ভিত্তিক ও ঐতিহাসিক অবস্থানে নামিয়ে দেয়া উচিত। অনেক মুসলিম দেশে,যেভাবে, বর্তমানে ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ানো হয়, তা সত্যিই পক্ষপাতদুষ্ট। পশ্চিমা সভ্যতার মূল্যবোধ এবং ধারণাসমূহকে, যে রকম সীমাহীন ভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মহান বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়, তা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই নবীন এবং কাঁচা মস্তিষ্কসমূহ পশ্চিমা সভ্যতার অনুপ্রেরণায় সর্বান্তঃকরণে অনুপ্রাণিত হয়—এবং ব্যাপারটা পশ্চিমা সভ্যতার নেতিবাচক দিকসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হবার আগেই ঘটে যায়। আর এ থেকে পশ্চিমা মূল্যবোধের প্লেটোনিক ভক্তি/শ্রদ্ধার জন্য যে কেবল একটা উর্বর ক্ষেত্রই প্রস্তুত হয় তাই নয়, বরং ঐ সমস্ত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করা সামাজিক রীতিনীতির বাস্তব অনুকরণেরও একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়: আর এটা এমন একটা ব্যাপার যা কখনোই ইসলামের মূল্যবোধের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে পারে না।

..........They are systematically trained to disdain their own potential future – unless it be a future surrender to western ideals.

In order to counteract these negative effects, the responsible leaders of Islamic thought should do their utmost to revise the tution of history in Muslim institutions. This is a difficult task, no doubt, and it will require a thorough overhaul of our historical training before a new history of the world, as seen through Muslim eyes, is produced.But if the task is difficult, it is none the less possible and, more over imperative – otherwise our younger generation will continue to be infused with elements of the Western contempt for Islam: and the result will be deepening of its inferiority complex.

......নিজেদের সম্ভাব্য ভবিষ্যতকে ঘৃণার চোখে দেখতে তাদের সুপরিকল্পিত ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়—যদি না সে ভবিষ্যৎ পশ্চিমা মূল্যবোধের কাছে আত্মসমর্পণকারী হয়। এ সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে, মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইতিহাস শিক্ষা ব্যবস্থা সংশোধিত করতে নেতৃস্থানীয় ও দায়িত্বশীল ইসলামী চিন্তাবিদদের সর্বান্তঃকরণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। সন্দেহ

www.nagorikpathagar.org

নেই, কাজটা দুরূহ এবং মুসলিম দৃষ্টিতে দেখা একটা নতুন বিশ্ব-ইতিহাস যতক্ষণ রচিত না হচ্ছে, তার আগ পর্যন্ত, আমাদের ইতিহাস প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার কাটা-ছেঁড়ার বা শৈল্য চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। কিন্তু যদিও কাজটা দুরূহ, তা অসম্ভব নয়, বরং তা আমাদের জন্য অবশ্য করণীয়—নতুবা আমাদের নতুন প্রজন্মের মাঝে ইসলামের প্রতি পশ্চিমা বিদ্বেষ মিশ্রিত হতেই থাকবে: আর তার ফল হবে গভীর থেকে গভীরতর হীনমন্যতার অনুভব। [page # 63-72, Islam at the Crossroads – Muhammad Asad]

অথচ, আমরা যে কিসের ঘোরে সময় কাটিয়ে দিচ্ছি, একবারও ভেবে দেখছি না যে, আমরা, মুসলিমরা, জাতি হিসেবে নিশ্চিহ্ন হবার পথে। এখনো সময় ফুরিয়ে যায় নি। কিন্তু আমাদের ঘুম ভাঙ্গতে হবে তো! ঘোর কাটতে হবে তো!!

এখানে একটা ছোট্ট তথ্য দিয়ে রাখতে চাই, দুনিয়ার জন্য কাফিরের দেশে গিয়ে Settle করা বা স্থায়ী ভাবে বসবাস করা হারাম। যে বিশেষ কয়টি অবস্থায় ইসলাম জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমোদন দেয়, তার প্রধান একটি হচ্ছে, কোন কাফির দেশে (অস্থায়ী ভাবে) বসবাসরত দম্পতির জন্য (উদাহরণ স্বরূপ দূতাবাসে কর্মরত কোন ব্যক্তি)। ইসলাম, কাফিরের দেশে মুসলিম শিশুদের বেড়ে ওঠার ধারণা অনুমোদন করে না বলেই জন্মনিয়ন্ত্রণের এই অনুমোদন। যারা নিজেদের মুসলমান ভাবতে ভালোবাসেন, তাদের উচিত এ ব্যাপারটি মাথায় রাখা এবং প্রয়োজনে, কোন জ্ঞানী ওলামার কাছে জেনে নেয়া। আমার সূত্র বৃটিশ মুসলিম Abdul Hakim Murad (T.J. Winter)।

www.nagorikpathagar.org

দ্বাদশ অধ্যায়

বিনোদন ও মিডিয়া

ছেলেবেলায় বাড়ীতে কোন বিশেষ উপলক্ষে ভালো খাবারদাবারের ব্যবস্থা থাকলে,মা যদি কিছু ভাগ করে দিতেন, তবে নিজের ভাগের সবচেয়ে ভালো জিনিসটি সবচেয়ে পরে খেতে চাইতাম আমরা। আমার এই আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বুঝি তেমনিই আমি রেখে দিয়েছি সবচেয়ে শেষে আলোচনা করার জন্য, অনেকটা যেন অবচেতন ভাবেই।

যে শত্রুর সর্বাত্মক আক্রমণ বা Onslaught এর মুখে, ইসলাম, পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে বলে ইসলামের শত্রুরা (এক কথায় গোটা অমুসলিম বিশ্বের চিন্তাশীলরা) আশা করছেন এবং দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়, যারা আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখতে বা প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তারা দুরু দুরু বুকে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন, সেই শত্রু হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর Global Village এর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত মিডিয়া তথা বিনোদন শিল্পের Spider Web বা 'মাকড়সার জাল'।

যারা সম্প্রতি হজ্জে গিয়েছেন, তারা খেয়াল করে থাকবেন যে মসজিদুল হারামের গা ঘেঁষে, সৌদি প্রশাসনের যে প্রাসাদ রয়েছে, তার উপরে আকাশের দিকে মুখ করা স্যাটেলাইট ডিশ শোভা পাচ্ছে। তেমনি, ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা আসার পথে মহানগরীর প্রান্তে, টঙ্গীর কাছাকাছি আসতেই নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকার বাড়ীগুলোর ছাদ থেকে অসংখ্য স্যাটেলাইট ডিশকে আকাশ পানে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে, হঠাৎ, আরাফাতের ময়দানে আকাশের দিকে হাত তুলে কাকুতি-মিনতি করা মানুষের প্রার্থনার কথা মনে পড়ে। এই স্যাটেলাইট ডিশসমূহ যে ঈশ্বরের [বা দেবতাকুলের] আর্শীবাদ চেয়ে আকাশের পানে উন্মুক্ত, সে ঈশ্বরের নাম CNN, MTV, ZTV, DD1, HBO, STAR ইত্যাদি ইত্যাদি!! টঙ্গীর আবাসিক এলাকা আর সৌদি প্রাসাদের ভিতর চিত্তের, বিত্তের, পরিবেশের, প্রতিবেশের কি দুস্তর ব্যবধান—কিন্তু এমন ভিন্ন (দুই জগতের বলতে গেলে) দু'টো পরিবেশে যার বিস্তৃতি, প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং অনিবার্যতা লক্ষণীয়- তার নাম হচ্ছে মিডিয়া বা গণমাধ্যম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্যযোগ্য যে মসজিদুল হারাম, তথা মদীনার হারাম এলাকায় অমুসলিমদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু ঐ এলাকাদ্বয়ে, চরম মুসলিম বিদ্বেষী কোন কাফিরের বাণী যেমন স্যাটেলাইট ডিশের তরঙ্গ বেয়ে মুহূর্তে প্রবেশ করতে পারে, তেমনি যে কোন ধরনের পর্ণোগ্রাফিও কেবল Remote Control এর বোতামের দূরত্বে সদা প্রস্তুত থাকে পর্দায় বিকশিত হবার অপেক্ষায়। আমার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অবস্থাও তাই (বিশেষতঃ শহর অঞ্চল)।

একটা সময় ছিল, ঔপনিবেশিক শক্তি কখনো বল প্রয়োগ করে, কখনো ছলের আশ্রয় নিয়ে পরাজিত ও পদানত উপনিবেশের জনসংখ্যাকে, তার

www.nagorikpathagar.org

ইচ্ছামাফিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত করতে চেয়েছে। কখনো চেয়েছে সার্ট-প্যান্ট পরাতে, কখনো চেয়েছে হ্যাট পরাতে—তেমনি পিয়ন চাপরাশীর মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দিয়ে চেয়েছে মুসলমানদের পাগড়ী পরবার আর্দশকে/ঐতিহ্যকে Degrade করতে বা হেয় প্রতিপন্ন করতে। এভাবে তারা যা করতে চেয়েছে তার সবকিছুর মাঝেই কেমন একটা জোর-জবরদস্তির ভাব ছিল—আর বলাবাহুল্য এসবের ক্ষমতার উৎস ছিল তাদের সশস্ত্রবাহিনী। কিন্তু, এখন কোন জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন নেই, কেউ আমাদের জোর করেনি স্যাটেলাইট ডিশের সংযোগ সংস্থাপন করতে। আমরা, স্বেচ্ছায় পয়সা খরচ করে, আমাদের রিপুর এবং প্রবৃত্তির তাড়নায়, ইন্দ্রিয়সুখের সামগ্রী consume করতে বা ভোগ করতে স্যাটেলাইট ডিশের সংযোগ গ্রহণ করেছি আর সেই সুবাদে, মাত্র ৫ বছর আগে ঢাকায় আসা জনৈক আব্দুল মজিদের বসবার ঘরে মিনি পর্দায় Michael Bolton হয়তো গেয়ে বলেছেন 'Can I touch you there'। ঔপনিবেশিক শক্তির যতই সৈন্যসামন্ত থেকে থাকুক না কেন, যেখানে সেখানে কোন কুলবধূকে 'Can I touch you there' বলে ইঙ্গিত দিলে, কোন ইংরেজ সাহেবের (তৎকালীন) ঘাড়ে মাথা টিকিয়ে রাখা মুশকিল হতো। কিন্তু আজ কার্যতঃ ঐ একই ইঙ্গিত, হয়তো আব্দুল মজিদের উপস্থিতিতেই, একই সঙ্গে তার স্ত্রী ও মেয়েকে দেয়া হচ্ছে—নির্বিবাদে, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। রুচি, মূল্যবোধ, চরিত্র, নৈতিকতা সব কিছু ধ্বংস করার প্রকল্প ঠিকই বাস্তবায়িত হচ্ছে অথচ কোন যুদ্ধ ছাড়া, কোন সৈন্য ছাড়া। কি সাংঘাতিক এক ধরনের অনিবার্যতা রয়েছে এখানে। আব্দুল মজিদ নিজে হয়তো এই পাঁচ বছর আগেও, নিজের (ধর্মতঃ) স্ত্রী ছাড়া কারো যৌনপ্রদেশ অবলোকন করেননি। কিন্তু আজ নামাজ শেষে জায়নামাজে বসেই, হয়তো তীর্যক কোণে রাখা মিনি পর্দায় চোখ পড়তে, Justify my love পরিবেশনরত Madonnaকে ইঙ্গিত সহকারে যৌনপ্রদেশে হাত বুলাতে দেখছেন। আমি যে দু'টো উদাহরণ দিলাম, এগুলো আজকাল বিনোদনের যে সব ভোগ্যপণ্য পাওয়া যায়, সে তুলনায় কিছুই নয়। অথচ আমাদের দেশের মত ৮৭% মুসলমানের গরীব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সনাতনপন্থী জনগোষ্ঠীর এই দেশের মানুষের মানসপটে এর প্রভাব, প্রতিষেধক না জানা প্লেগের মত মারাত্মক হতে পারে।

বিনোদন কি এবং এর প্রয়োজন হয় কেন? এধরনের একটা প্রশ্নের উত্তরে, আমি এক লাইনে বলে দিতে পারতাম যে, সত্যিকার মুসলমানের কোন বিনোদনের (প্রচলিত অর্থে) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার কথা নয়। ইউরোপীয় মুসলিম শ্রদ্ধেয় Gai Eaton যেমন বলেছেন:.... Hence the sense of urgency which informs the whole Qur'an, making the very thought of **'pastime'** an outrage against common sense; for to waste the little time we have seems to the Muslim like insane profligacy. The comon plea of those described in the Qur'an as 'the loosers' (al-khasirun) – those who face damnation – is to be sent back, if only for a short while, to human life; and one understands that even a single day in which to make good use of time would be, for them, a treasure beyond anything desired while living. [page#107, Islam and the Destiny of Man – Gai Eaton]
অর্থাৎ : গোটা কোরআনেই একটা তাড়ার অনুভব দেয়া হয়েছে বা একটা

www.nagorikpathagar.org

জরুরী অবস্থার বোধ উপস্থাপন করা হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে কোন সময়ক্ষেপণের চিন্তাভাবনাকেও বিবেক-বিরুদ্ধ মনে হবে; আমাদের [ক্ষণস্থায়ী] এ জীবনে যে সামান্য সময়টুকু রয়েছে, তার অপচয়, মুসলমানের কাছে তাই, নৈতিকতা-বিরুদ্ধ উন্মাদনা বা অসচ্চরিত্রতা বলে মনে হয়। [শেষ বিচারের দিনে] যারা জাহান্নামী বলে নির্ধারিত হবে—কোরআনের ভাষায় যাদের বলা হয়েছে 'ক্ষতিগ্রস্ত'—তাদের আকুল আবেদন হবে, আরেকটিবার যদি তাদের স্বল্প সময়ের জন্য [পৃথিবীর] মানব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হতো—সেক্ষেত্রে, একটি দিনও যদি তারা সময়ের সদব্যবহার করতে পারতো, তবে তা তাদের জন্য, জীবনের সকল কাঙ্খিত [বস্তুগত] সম্পদের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান হতো।

প্রকৃত মুসলমানের কাছে প্রকৃতির অন্য সব কিছুর মত সময়ও (বা আয়ু) হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে দেয়া একটা Gift বা নিয়ামত এবং বুঝিবা সবচেয়ে বড় নিয়ামতের একটি। মুসলমানরা জীবনকে একটা চাষাবাদের ক্ষেত্র স্বরূপ দেখে। কৃষক যেমন ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে ফাঁকি দিলে, প্রকারান্তরে তা নিজেকে ফাঁকি দেয়াই হবে কেবল—পরিণতি হবে ফসলহীনতা এবং পরবর্তীতে অভাব তথা অনাহারের আশঙ্কা—ঠিক তেমনি এ জীবনের মূল্যবান সময় এমনি এমনি কাটিয়ে দিলে, আখেরাতের ফসল ঘরে তোলার দিনে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে হবে **'ধিক্ আমাকে! আমি যদি মাটি হয়ে যেতে পারতাম!!'** (কোরআন, ৭৮:৪০)। নির্ধারিত ৩ ঘন্টার পরীক্ষার হলে বসে, যদি কেউ সময়টা এমনি এমনি কাটিয়ে দেয়, তবে তার পরীক্ষা শেষে রেজাল্ট কি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরীক্ষার সময়টা যেমন তিনঘন্টা থেকে কমতে শুরু করে বা বলা যায় Count Down হতে শুরু করে এবং যখন সময়ের হিসাব শূন্যে পৌঁছায়, তখন লেখা থেকে বিরত হতে হয়—তেমনি জন্মলগ্ন থেকে আমাদের যার যার জীবনের পরীক্ষার সময়ের Count Down শুরু হয়ে গেছে এবং যেদিন উল্টো দিক থেকে গুনতে গুনতে শূন্যে পৌঁছাবো আমরা, তখনই পরীক্ষার সময় শেষ-পরীক্ষক খাতা নিয়ে নেবেন—এর পরে আর লেখা চলবেনা—মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের আমল বা কৃতকর্মের খাতা বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং, কি করে জীবন-স্বরূপ এই পরীক্ষার হলে আমরা সময়ের অপচয় করতে পারি!! প্রচলিত অর্থের বিনোদন মানে যে শুধু তাৎক্ষণিক সময় নষ্ট করা তা নয়, বরং এক সময়ের বিনোদনের স্মৃতি চিত্তে ধারণ করে বাকী সময়টুকু তার ঘোরে থাকা। যারা হিন্দুস্থানের নগরজীবন দেখেছেন, তারা জানেন যে কিভাবে মানুষ সিনেমার স্বপ্ন চিত্তে ধারণ করে দিনের পর দিন মিথ্যা ঘোরের ভিতর কাটিয়ে দিচ্ছে। কিভাবে মানুষের মনে Image তৈরী হচ্ছে, আবার ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং ভেঙ্গে গিয়ে সে জায়গায় আবারো নতুন Image তৈরী হচ্ছে। এখানেও সেই Producer-Consumer Line Up এর ব্যাপার আসছে—এক শ্রেণীর চালাক মানুষ, আরেক শ্রেণীর বোকা মানুষের জন্য সিনেমারূপী ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে চলেছে—আর তা যেন একঘেয়ে না হয়ে যায়, সেজন্য রঙ মিশাচ্ছে—নতুন নতুন ইন্দ্রিয়সুখের উপাদান সৃষ্টি করছে—বোকা মানুষগুলো তাদের রক্ত পানি করা উপার্জন তুলে দিচ্ছে উৎপাদকের হাতে—সিনেমার টিকিট কাউন্টার বা ভিডিওর দোকানের মাধ্যমে। নিজের চিন্তাশক্তি সেই সঙ্গে সমর্পণ করছে অন্যের হাতে। অন্যের পরিকল্পিত

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখছে, অন্যের কথা মত সত্যি/মিথ্যা বিচার করছে, অন্যের শেখানো বুলি জপে চলেছে এবং বস্তুতঃ অন্যের কাছে মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খলে, অনেকটা স্বেচ্ছায়, নিজেকে সমর্পণ করছে। আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ 'Highest of the high' থেকে 'Lowest of the low' তে পরিণত হচ্ছে [কোরআন: ৯৫:৪-৫]।

Consumer Culture বা ভোক্তা সমাজে বিনোদন শিল্পের অনেক মাত্রা রয়েছে। সিনেমায় অমুক নায়িকা বিশেষ ধরনের একটা শাড়ী পরেছিল—সাথে সাথে বাজারে 'রাজা হিন্দুস্থানী' নামের শাড়ীর ঢল নামলো - সুতরাং, সিনেমা দেখে এবং তার ঘোরে থেকেও নিস্তার নেই—ঐ শাড়ীও কেনা চাই। এভাবে চাওয়ার মাত্রা বাড়তেই থাকে, যার যোগান দিতে গিয়ে এবং যার জন্য অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে Wage Slave বা বেতনভোগী ক্রীতদাসের পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে মানুষ। Indonesia র Surabaya শহরের জনৈক ব্যক্তি হেঁয়ালি করে আমাকে বলছিলেন যে, ঐ শহরে Demi Moore এর The Ghost ছবিটি মুক্তি পাবার পরের দিন নাকি মেয়েদের কেশবিন্যাসের দোকানগুলোর সামনে লম্বা লাইন লেগে গিয়েছিল—মেয়েরা তাদের সুন্দর ও লম্বা চুলের পরিবর্তে Demi Moore সদৃশ Boy Cut এর জন্য লাইনে দাঁড়াচ্ছিল। যারা Indonesia র নগরজীবন দেখেছেন, তারা জেনে থাকবেন যে, পৃথিবীর যে সমস্ত বাজারে 'নারী-মাংস' খুব সস্তায় বিক্রী হয় -তার মাঝে Indonesia শীর্ষস্থানীয়। Demi Moore সদৃশ হবার বাসনার অর্থের যোগান দিতে গিয়ে, কে জানে ঐ বাজারে 'নারী-মাংসের' দাম আরও পড়ে গিয়েছিলো কিনা।

এভাবে এক শ্রেণীর মানুষ, আরেক শ্রেণীর মানুষের অবচেতন মনকে যে ভাবে খুশী সেভাবে পরিচালিত করে 'কাফির' দর্শনের Pyramidical Structure অক্ষুন্ন রাখতে, শোষণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

১৮৯৭ সালে ইহুদীদের একটা সংঘবদ্ধ দল ঠিক করেছিল যে পৃথিবীর ইতিহাসে তারা যেভাবে সবসময় বিতাড়িত এবং নিগৃহীত হয়েছে, তা থেকে মুক্তি লাভ করার একটা সহজ উপায় হচ্ছে মিডিয়াকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা। একবার তা করা গেলে মিডিয়ার Consumer যারা: অর্থাৎ মিডিয়া যা বাজারজাত করে (বর্তমানে যুগে TV Programme, খবরের কাগজ ইত্যাদি), তা যারা ভোগ করে থাকেন, তাদের যা খুশী তাই বোঝানো যাবে বা বিশ্বাস করানো যাবে। এ প্রসঙ্গে, ঐ সংঘবদ্ধ দল তথা আধুনিক Zionism বা ইহুদিবাদের জনক Theodor Herzel, May 12,1898 তারিখে তার ব্যক্তিগত ডায়রিতে লিখেছিলেন, **"Noise is everything! In truth noise amounts to a great deal. A sustained noise is in itself a noteworthy achievement. World history is nothing but noise: noise of arms and of advancing ideas. Men must put noise to use."** [Quoted from page# x, Preface – Islam and Western Society – Maryam Jameelah]

আজ গোটা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলে, আমরা দেখতে পাবো যে ঐ Zionist নেতার ধারণা মোতাবেকই, Devil's Advocate-দের নেতৃত্বে, সভ্যতা [?] এগিয়ে [?] চলেছে -তাদের ঐ পরিকল্পনা তারা সফল ভাবে বাস্তবায়ন করেছে—পৃথিবীর আন্তর্জাতিক মিডিয়া তাদের দখলে। CNN, রয়টার থেকে শুরু করে যারা রাতদিন আমাদের মগজ ধোলাই করে থাকে, তার সবই ইহুদীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দখলে। এছাড়া Hollywood যে একটা ইহুদী সাম্রাজ্য, তা

www.nagorikpathagar.org

যারা পৃথিবীর খবর রাখেন তারা অবশ্যই জেনে থাকবেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়সুখ ও যৌনতার যাবতীয় মসলা, তথা অবচেতন মনে প্রোথিত করার লক্ষ্যে, 'বিশেষ বাণী' সহকারে একের পর এক চলচ্চিত্র সেখানে তৈরী হচ্ছে Golan Globas বা Aaron Spelling শ্রেণীর ইহুদী নামের ব্যানারে, Zionist দের মহা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। এসমস্ত ছবির মশলা দিয়ে, একদিকে যেমন আমাদের মত অভাগা দেশের (বা বস্তুতঃ গোটা মুসলিম বিশ্বের) যুব সমাজকে বিপথগামী (বা অন্ততঃ ঐ সমস্ত সিনেমাগামী) করা হচ্ছে, তেমনি এগুলোর মধ্য দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার জয়গান ও মুসলিম তথা তৃতীয় বিশ্বের সভ্যতাসমূহের নিকৃষ্টতা মগজে বপন করা হচ্ছে। এছাড়া Hollywood এর Un–Holy কাফিরবর্গ আরো মারাত্মক একটা প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত যা তাদের ভোগ্যপণ্যের বাজারকে এক নতুন মাত্রা এবং বিস্তৃতি দান করে—সেটা হচ্ছে 'মূর্তি' তৈরীর ব্যবসায়। ইসলামী পরিভাষায়, আল্লাহ্ ছাড়া আর যে কোন কিছুর উপাসনা করাকেই শিরক্ বলে। কিন্তু মুশরিকদের উপাসনার প্রতিমা যে কেবল দুর্গা বা মহিষাসুরের মত মাটির তৈরী মূর্তি হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যা কিছু মানুষকে আল্লাহ্র উপাসনা থেকে সরিয়ে নেবে, তাই ঐ ব্যক্তি বিশেষের জন্য মূর্তি স্বরূপ—যা কিছুকে মানুষ আল্লাহ্র চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেবে তাই তার জন্য মূর্তি, যা কিছুর মিথ্যা অস্তিত্বকে মানুষ সত্য মনে করে, মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি বা স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করবে তাই তার জন্য মূর্তি। ৮০র দশকে যুক্তরাষ্ট্রে এধরনের বিষয়বস্তুর উপর একটা ছায়াছবি দেখেছিলাম যার নাম ছিল 'The Idol Maker'। এখানে Media Idol বা মিডিয়ার মূর্তি তৈরীর নেপথ্যে যারা থাকেন, অর্থাৎ, প্রযোজক বা পরিচালক তাদের Idol Maker(s) বলা হয়েছে। এমন একজনের জীবন হচ্ছে ছবিটির মূল চরিত্র—যিনি অতি কষ্টে ভক্তদের কাছে পূজনীয় এক Media Idol পপ গায়ক তৈরী করেন। কিন্তু ঐ গায়ক তার সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে তার প্রযোজককে আর পাত্তা দিতে চান না—ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব Idol Maker বা মূর্তি প্রস্তুতকারকরা রীতিমত Research করে বের করেন যে, কি ধরনের Image তৈরী করতে পারলে, তার তৈরী মূর্তিকে সবাই পূজা করবে। এখানে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তথা আখের গোছানোর নীল নক্সা থাকে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এসব মূর্তিকে অনেকেই নির্দোষও ভাবতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ Walt Disney র Mickey Mouse এর কথাই ধরা যাক। আপাতঃ দৃষ্টিতে Mickey Mouse কে যেমন বাচ্চারা (এবং তাদের তরুণ/তরুণী পিতা-মাতারাও) প্রায় বাস্তব অস্তিত্ব সম্পন্ন এক জীবন্ত অথচ নির্দোষ চরিত্র বলে মনে করে, তেমনি এই Mickey Mouse-এর মূর্তির সান্নিধ্য পেতে Mickey Mouse মার্কা (চাবির রিং, টিফিন বক্স, গেঞ্জি, জামা থেকে শুরু করে হেন কোন জিনিস নেই যা Mickey Mouse এর Brand নামে পাওয়া না যায়) জিনিসপত্র কেনাকেও অতি অবশ্যকরণীয় একটা দায়িত্ব মনে করে পুলকিত বোধ করে। এভাবেই সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে একজনের উর্বর মস্তিষ্ক তথা চালাক মনের তৈরী একটা প্রতিমা কিভাবে বাংলাদেশের মত দরিদ্র একটা দেশের মানুষেরও পূজনীয় মূর্তিতে এবং আরাধ্য (মজার!) চরিত্রে তথা ঘোড়া-রোগের ব্যামোতে পরিণত হতে পারে, তা ভাবতেই অবাক লাগে—আর এর প্রভাবের ব্যাপকতার ঠেলা সামলাতে ঢাকা শহরেও Mickey Mouse সামগ্রীর দোকানের উদ্ভব ততোধিক লজ্জাকর ও পীড়াদায়ক। শুধু তাই

www.nagorikpathagar.org

নয়, একবার এরকমের একটা মূর্তি তৈরী করতে পারলে, কোন কার্টুনে বা চলচ্চিত্রে ঐ মূর্তির মাধ্যমে, মগজ ধোলাই করা বক্তব্যকে অনায়াসে ঐ মূর্তির পুজারীদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া যেতে পারে। সে দিক থেকে বিচার করলে Aladin, Pocahontas বা Beauty and the Beast সবকিছুতে রয়েছে 'গভীর মর্মবাণীর' সমাহার, যেগুলোর মাঝে অন্ততঃ একটা বক্তব্য অতি অবশ্যই থাকে: অপর সভ্যতার তুলনায়, পশ্চিমা তথা সাদা মানুষের চিন্তা, ভাবনা, মেধা, রুচি, বুদ্ধি সবকিছুর শ্রেষ্ঠত্ব। ঔপনিবেশিকতা, বর্ণবাদ ও অপর সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে সহায়তা ছাড়াও, এসব মূর্তি দিয়ে নানা ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনের তথা বিক্রয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় কোটি কোটি ডলার খরচ করা হয়। Cindy Crawford মার্কা Omega ঘড়ি, Ronaldo বা Madonna মার্কা PEPSI, Claudia Schiffer মার্কা ESTEE LAUDER, এধরনের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী, তাদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত মূর্তির মতই পূজারী হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করে। মূর্তি তৈরীর এই নব্য প্রচেষ্টার এবং অভিনব পন্থার মূল খুঁজলে আবারো ফরাসী বিপ্লবে যেতে হবে বোধ করি—ধর্মকে এক ধরনের বিসর্জন দিয়ে আলোকপ্রাপ্ত বা Enlightened হবার পরে, হৃদয়ে যে হু হু শূন্যতা অনুভূত হতে থাকে, তা কাটিয়ে উঠতে এবং হৃদয়ের যে আসনে একদা ঈশ্বরের অবস্থান ছিল, সেই শূন্য আসন পূর্ণ করতেই হয়তো—এই ধরনের মূর্তি তৈরীর প্রকল্পের সূচনা হয়- তফাৎ কেবল এগুলো ছিলো ধর্ম-নিরপেক্ষ ধর্মের পূজারীদের মূর্তি। সুতরাং, মেরিলিন মনরো, ব্রিজিত বার্দোত, লিজ টেইলার, মেডোনা, মাইকেল জ্যাকসন, ক্যারী গ্র্যান্ট, ডেবোরা হ্যারি, শাকিল অ'নিল, মাইকেল জর্ডান, ক্লোডিয়া শিফার, ম্যারাডোনা, মোঃ আলী এবং এ ধরনের আরো বহু তারকাই, বস্তুতঃ বিভিন্ন প্রজন্মের বিভিন্ন রুচির মানুষের মূর্তি বিশেষ।

এধরনের মূর্তি তৈরীতে যে পশ্চিমা সূত্রেরই একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে তা নয়। আমাদের দেশের মত দেশসমূহ, যাদের বাজেটের সিংহভাগ আসে ভিক্ষা থেকে এবং দাতা গোষ্ঠীর শর্ত সাপেক্ষে, এসব দেশেও মিডিয়াতে এধরনের মূর্তিদের ব্যবহার করে ভোগ্যপণ্যের জয়গান গাওয়া হয়। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। আজ থেকে ৬০/৭০ বৎসর আগেও, এই উপমহাদেশে একজন গায়িকা বা নায়িকা অতি অবশ্যই পতিতালয় বা বাইজি পাড়া থেকে উঠে আসতেন জনগণের মনোরঞ্জন করতে। আমার নিজেরই মনে আছে ৬৭/৬৮ সালে সাভারের এক গ্রামে এক যাত্রা দেখতে গিয়ে ঐ যাত্রার একমাত্র নারী শিল্পী, শাঁখারী পট্টি থেকে আসা ভাড়াটে নর্তকীকে, গ্রামের মানুষজন একজন পতিতার চেয়ে ভিন্নতর কোন মর্যাদার চোখে দেখেননি। অথচ আজ সংস্কৃতিজীবীরা আমাদের সনাতনপন্থী মুসলিম সমাজে এমনই সম্মানিত আসন লাভ করেছেন যে, নিরপেক্ষ নির্বাচন থেকে শুরু করে কনডমের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সবকিছুতেই তাদের আদর্শ বলে মনে করা হয়। বলাবাহুল্য স্বভাবতঃই এরা সবাই বলতে গেলে ইসলাম বিরোধী—আর তার যথেষ্ট কারণও আছে—কে না জানে ইসলামে বৈষ্ণবলীলার সমপর্যায়ের কিছুই নেই, নেই পঞ্চ-পান্ডবের বা দুর্গা-কার্তিকের কাহিনী, নেই উর্বশী-মেনকা-রম্ভা, নেই ইউলিসিস্, ইডিপাস বা ইলিয়াড। সুতরাং এরা ইসলাম বিরোধী হবে এটাই স্বাভাবিক, ভূত তাড়াতে যেমন কোরআনের বাণী ব্যবহার করা হয়, তেমনি এদের গায়ে জ্বালা ধরাতে এবং

www.nagorikpathagar.org

এদের বিতাড়িত করতে কোরআনের বাণী ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি এটা বলছি না যে ইসলামের দরজা এদের জন্য বন্ধ—না মোটেই নয়—এদের কারো জীবনে যদি Home Coming to Islam পর্যায়ের কোন ঘটনা ঘটে, যেমনটি ঘটে ছিল Cat Stevens এর মত Media Idol এর জীবনে, তবে নিশ্চয় Yusuf Islam হয়ে, তাঁর মতই এরাও হতে পারে বিশ্ব মুসলিম উম্মার ভাই বা বোন। ইসলামের পবিত্রতা যে কারো আত্মার মলিনতাকে ধুয়ে মুছে একেবারে শুভ্র-সুন্দর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। যেমনটা হয়েছে চোর, বাটপার, পতিতার দালাল থেকে বিশ্ব ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়া Malcom X এর জীবনে। Malcom X, Rene Guenon, Martin Lings, Maryam Jameelah, Titus Barchardth, Michael Woolfe, Leopold Weiss (Muhammad Asad), Gary Miller, Jeffrey Lang, Murad Hofmann, Abdul Hakim Murad, Siraj Wahaj, Hamza Yusuf, Ahmad Thomson, Abu Ameenah Bilal Phillips, Gai Eaton, Frithjof Schuon, Yusuf Islam, Abdullah Hakim Quick এর মত অগণিত বিশ্ব-ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যারা ইসলামের মহাসমুদ্রে এসে নিজেদের পবিত্র এবং ধন্য মনে করেন, কারণ যে কোন প্রকৃত মুসলিমের মতই তারা জানেন যে, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, আল্লাহ্র কারো প্রয়োজন নেই বরং আমাদের প্রয়োজন, সময় ফুরিয়ে যাবার আগেই, আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। এককালে Hollywood এর খলচরিত্র ছিল Red Indian বা Mexican রা। তারপর আসলো কমিউনিস্টরা/সোভিয়েটরা—এখন সর্বশেষ Trend হচ্ছে মুসলিম তথা আরবদের খল চরিত্র হিসেবে দেখানো। Not without my daughter, Delta Force, The Seige এ ধরনের ডজন ডজন ছবির নাম আসবে উদাহরণ হিসেবে—ঠিক যেমন পশ্চিমা তথা হিন্দুস্থানী প্রভুদের পদলেহনকারী এদেশের বুদ্ধিজীবী, বিবৃতিজীবী এবং সংস্কৃতিজীবীরা খল-নায়ক/খল-চরিত্র হিসেবে দাড়িওয়ালা এবং টুপি পরিহিত মানুষ দেখিয়ে থাকেন। অথচ, ঐ সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের পিতৃকুলকে হয়তো এ যুগেও দাড়ি সমেত এবং টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখা যাবে (বেঁচে না থাকলে, মৃত্যুর আগে সম্ভবতঃ দেখা গেছে)। এ যেন নিজের পিতাকে হারামজাদা বলে ডেকে নিজের মূল নিয়ে প্রশ্ন তোলার মত ব্যাপার। এখানে প্রসঙ্গতঃ, মুসলমান নামধারী এদেশের যে সমস্ত মানুষ, হিন্দুস্থানের 'রূপ ব্যবসা'র পণ্যসামগ্রী নির্লজ্জের মত ভোগ করে থাকেন, তাদের একথাটা মনে করিয়ে দেয়া আবশ্যক যে, BJP ও RSS এর হিন্দুস্থানের (এক কালের) ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ উন্মোচিত হবার পর, আজ সেখানে নির্দ্বিধায় মুসলিম বিরোধী সিনেমা তৈরী হচ্ছে। অতি সাম্প্রতিক কালে হিন্দুস্থানে নির্মিত 'Gadar' ছবিতে এমনি আপত্তিকর সাম্প্রদায়িক বক্তব্য ছিল যে, (মুসলিম পরিচয়ের কলঙ্ক—দীপা মেহতার বিতর্কিত Fire ছবিতে সমকামী নারীর ভূমিকায় রূপদানকারিণী) শাবানা আজমীর মত 'আলোক প্রাপ্তা' রমণীও, ঐ ছবির বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। যাহোক, মিডিয়া বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হাতিয়ার। বাস্তবে কি ঘটছে না ঘটছে তার সাথে সম্পর্ক না থাকলেও, মিডিয়া যা বলবে তাই বাস্তবতায় পরিণত হবে। আজ যদি মুসলমানদের সবচেয়ে সম্মানিত মসজিদ, মক্কার মসজিদুল হারামের ইমাম, মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত জরুরী কোন সিদ্ধান্ত নেবার ডাক দেন, আর তা যদি পশ্চিমা বস্তুবাদী কাফির বা তাদের অনুগত তাগুত মুসলিম শাসকদের

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে যায়, তবে একরকম নিশ্চিতই বলা যায় যে, কাফিরদের সৃষ্ট বেষ্টনী পার হয়ে তা আমাদের মত সাধারণ মুসলমানের কাছে পৌঁছাবে না। কিন্তু তার চেয়ে লজ্জার এবং দুঃখের কথা হচ্ছে, ঐ কথা আমাদের কাছে যদি কোন ক্রমে এসে পৌঁছায়ও, আমরা হয়তো CNN বা BBC র দেয়া ভাষ্যের বিপরীতে ঐ কথাকে বাস্তব বা সত্য মনেই করবো না। ওসামা বিন লাদেন যখন মার্কিন পণ্য বর্জনের ডাক দেন, তখন না হয় বিশ্বের তাবত কাফিরের সাথে তাল মিলিয়ে, আমরা, তথাকথিত মুসলমানরাও, তাঁকে সন্ত্রাসী বা উগ্রপন্থী বলে তিরস্কার করেছিলাম -কিন্তু আমরা কি জানি যে, অতি সাম্প্রতিক কালে, বর্তমান বিশ্বের ফিক্‌হ শাস্ত্রে এক নম্বরের পন্ডিত ব্যক্তিত্ব -অত্যন্ত উদার পন্থী বলে অভিযুক্ত (কট্টর-পন্থীদের দ্বারা), আল্লামা ডক্টর ইউসুফ আল্ কারযাভী মার্কিন/ইহুদী পণ্য বয়কট করার ডাক দিয়েছেন (মার্চ ২০০১)? আর জেনে থাকলে আমাদের 'Virtual Kafir' চরিত্র তথা জীবনযাত্রার উপর তার কোন প্রভাব পড়েছে কি? পড়েনি!! ধিক্ আমাদের নাম সর্বস্ব এই মুসলিম-জন্মে—যখন আমরা কাফির মিডিয়া থেকে ইন্দ্রিয়সুখের সামগ্রী প্রাণ ভরে আহরণ করতে গিয়ে, হয়তো, বোম্বের নায়িকা ঊর্মিলার বুক বা নিতম্বের মাপ মুখস্থ বলে দিতে পারবো—অথবা মেডোনার বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানের জনক কে তাও হয়তো বলতে পারবো—অথচ,আল্লামা ডক্টর ইউসুফ আল্ কারযাভী যে কে, তাই হয়তো আমরা জানি না (তিনি কি ফতোয়া দিয়েছেন সে কথা না হয় বাদই দিলাম)। সম্মানিত পাঠক, একটিবারের জন্য বুকে হাত দিয়ে ভেবে দেখুন তো, কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নিরিখে কি আজ আর আমরা সত্যি নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করতে পারি? নাকি অনেক নব্য মুসলিম যেমন মনে করেন: জন্মগত মুসলিমদের জনগোষ্ঠীতে 'There are too many Muslims, but too little Islam' এবং তাই অধিকাংশেরই আবার 'Re-conversion' বা 'পুনঃ-ধর্মান্তর' প্রয়োজন-তেমন, আমাদের উচিত, তওবা করে 'নাম-সর্বস্ব' মুসলমান থেকে [বা বস্তুতঃ কাফির অবস্থা থেকে], পুনরায় ধর্মান্তরিত হয়ে, কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসারী 'সত্যিকার মুসলিম' হওয়া।

মাকড়সার জালের মত গোটা পৃথিবীর ভূ-গোলকের উপর তথা আমাদের ব্যক্তি মগজের উপর বিস্তৃত কাফির মিডিয়ার প্রভাব কি সাংঘাতিক, ভাবলে অবাক হতে হয়। উপসাগর যুদ্ধের সময়, তথাকথিত মিত্র বাহিনীর আক্রমণকে যুক্তি সঙ্গত প্রমাণ করতে, পশ্চিমা মিডিয়ার প্রচারণা যে কি ঘৃণ্য রকমের মিথ্যাশ্রিত ছিল এবং বিকৃত ছিল, তা একটু স্বাধীন মন যাদের আছে (প্রভুভক্ত কুকুর-কুল ছাড়া), তাদের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। ইরাকী সৈন্যরা নাকি Incubator এ পরিচর্যা লাভকারী শিশুদের হত্যা করেছে—এমন একটা অভিযোগ বর্ণনা সহকারে কাফির-নিয়ন্ত্রিত TV তে প্রচার করা হয়। পরে দেখা গেছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং সেরকম কোন ঘটনাই আদৌ ঘটেনি। এই ঘটনা চন্দ্র মুজাফ্‌ফরের Human Rights and the New World Order বইতে তিনি এভাবে লিখেছেন:

'Nonetheless, there are times when the implementation of the mandate has caused certain problems. It happened recently in the wake of the Iraqi invasion of Kuwait of 2 August 1990. In the study of human rights violations committed in the course of the Iraqi occupation of Kuwait, Amnesty alleged

www.nagorikpathagar.org

that 'over 300 premature babies were reported to have died after Iraqi soldiers removed them from their incubators, which were then looted. Such deaths were reported at al-Razi and al-Addan hospitals, as well as the Maternity Hospital.'

'Indeed, many people were persuaded – especially after the allegation appeared in an Amnesty report – that the Bush administration would be justified in going to war against Iraq.

After Iraq's military defeat and its withdrawal from Kuwait, senior Kuwaiti hospital authorities stated publicly that there wasn't an iota of truth in the allegation. The incubator incident had not take place at all. In fact, the director of one of the hospitals allegedly involved in the incident even admitted that the whole thing was part of the Kuwaiti and American propaganda drive against Iraq.'

'...it became quite obvious within a month of the invasion that the United States in pursuit of its own economic and political objectives in the Gulf region had embarked upon a massive disinformation exercise.'...

'...whether Amnesty's high profile international role has, unwittingly, created in the public mind a certain image of what human rights is all about, which, in an indirect sense, may have hampered the growth of a more holistic understanding of human dignity and social justice.' [page#10,11 - Human Rights and the New World Order – Chandra Muzaffar]

এখন ভেবে দেখুন কি সাংঘাতিক দুঃসময়ের মাঝে জীবন যাপন করছি আমরা। অথচ BBC বা CNN এ যা বলা হয়, তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এমন সাধ্য কার আছে? অভাগা মুসলমানদের পশ্চিমা মিডিয়া কিভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে, সে সম্বন্ধে যারা জানতে ইচ্ছুক তারা Edward Said এর Covering Islam বইটি পড়ে দেখতে পারেন (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, Edward Said কোন মৌলবাদী [?] মুসলমান নন, বরং প্যালেস্টাইনী বংশোদ্ভূত খৃষ্টান)।

এই পর্যায়ে সাধারণ পাঠক, মোটামুটি পাঁচ ওয়াক্ত 'নামাজ-পড়া' হলেও, হয়তো প্রশ্ন করবেন যে আমাদের কি তাহলে কোন বিনোদন থাকতে নেই? আমরা কি টিভি সিনেমা দেখা বন্ধ করে দেব? আমাদের তা হলে সময় কাটবে কি করে? আমরা তা হলে কি পাগল-প্রায় হয়ে যাবো না? বিনোদনকে আরেকটু বিস্তারিত ভাবে যখন বলা হয়, তখন বলা হয় 'অবসর বিনোদন'। 'বস্তুতঃ কাফিরের' জীবনের একটা রোজনামচা আগে বর্ণনা করেছিলাম, এখন চলুন খুব Vague ভাবে ন্যূনতম মুসলিম জীবনের একটা সাধারণ দিন কেমন হতে পারে, তা দেখতে চেষ্টা করি আমরা। ন্যূনতম যেহেতু বলেছি, সেহেতু ধরলাম আমাদের আলোচ্য মুসলমান তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েননি। তিনি ফজরের আযানের সময় উঠে ধীরে সুস্থে বাথরুমের কাজ সারবেন,দাঁত মাজবেন (রাতে মেজে থাকলেও বোধকরি অন্ততঃ মেসওয়াক করবেন), তার সাথে তার স্ত্রীও (ধরা যাক ভদ্রলোক বিবাহিত) ঘুম থেকে উঠবেন। দু'জনে নামাজের প্রস্তুতি নেবেন। অজু ইত্যাদি সেরে, ঘরে তিনি প্রথমে সুন্নত নামাজ পড়বেন, তারপর

www.nagorikpathagar.org

মসজিদের দিকে যাত্রা করবেন ফরজ নামাজ জামাতে পড়ার জন্য। জামাত শেষে বাসায় ফিরে এসে খুব সম্ভব তিনি কোরআন নিয়ে বসবেন কিছুক্ষণের জন্য। ঘরে ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে, তারাও এসময় জেগে গিয়ে থাকবে এবং হয়তো বাবার কাছে গিয়ে কোরআন নিয়ে বসবে। সূর্যোদয় পর্যন্ত বা তারও কিছু পর পর্যন্ত কোরআন তেলাওয়াত শেষ করে তিনি সবাইকে নিয়ে একসাথে খেতে বসবেন, বাবা-মা থাকলে অবশ্যই তাদের নিয়ে। খাওয়া-দাওয়াও ধীরে সুস্থে সারবেন তিনি। মুসলমানের জীবনে, কোন পদেই Haste বা অহেতুক তাড়াহুড়া থাকবে না,থাকবে না পেরেশানী বা গেল গেল ভাব। তারপর তিনি কর্মস্থলে রওয়ানা হবেন। কর্মস্থলে তিনি অত্যন্ত শান্ত চিত্তে তার করণীয় করবেন জোহরের সময়ের আগ পর্যন্ত। তিনি জোহরের নামাজের আগেই আহার করতে পারেন (দুপুরের)—সাধারণতঃ হালকা কিছু খাবেন এমনই আশা করা হবে। মুসলমান সচরাচর এমনভাবে খাবেন না যার পর তার নড়াচড়া করতে কষ্ট হবে,সুন্নত পালন করলে তো নয়ই। যাহোক জোহরের নামাজের পর অনেক মুসলিম দেশে যেমন এখনো রয়েছে, তেমনি হয়তো অফিস আদালত ২/৩ ঘন্টার জন্য বন্ধ হয়ে গিয়ে (উদাহরণ স্বরূপ যেমনটি ইরিত্রিয়ায় হয়ে থাকে) আবার বিকালে খোলে, এমনটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে তিনি বাসায় যাওয়া সম্ভব হলে, বাসায় গিয়ে একটু রেস্ট নেবেন। আর অফিস যদি টানা চলে, তবে আর খুব বেশী সময় চলার কথা নয় - কারণ মনে রাখতে হবে যে [আদর্শ] মুসলিম সমাজে ফজরের নামাজের পর থেকেই দিনের কর্মকান্ড শুরু হয়ে যাবে। যাহোক দুপুরে বাড়ী ফিরে তিনি রেস্ট নেবেন এবং স্ত্রীকে সময় দেবেন। এরপর আসরের নামাজের আযানের পর আবার মসজিদে যাবেন। সাধারণ (আজকালকার) মুসলমান হলে ঘরে ফিরে এসে হয়তো ঘরের কোন কাজ করবেন, মুসলমান যেহেতু কর্মস্থলে ফাঁকি দিয়ে বা চেয়ারের ওপর কোট রেখে বাইরে গিয়ে ঘরের কাজ করতে পারে না, সেহেতু তার জন্য বেশ কাজ জমা থাকাটাই স্বাভাবিক—পরহেজগার মুসলমানরা সাধারণতঃ আসর আর মাগরিবের মাঝখানে দুনিয়ার কাজ না করে এবাদত করতে পছন্দ করেন। যাহোক, সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজ শেষে তিনি হয়তো ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্ত্রীসহ একটু হেঁটে বেড়াতে যেতে পারেন। নতুবা বাসায় বসে স্ত্রী-ছেলেমেয়ের সাথে কোন ঘরোয়া খেলা খেলতে পারেন কিছুক্ষণ। অবশ্যই নিজের ছেলেমেয়েদের এবং নিজের বাবা মাকে সময় দিতে হবে। এরই ফাঁকে আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর করতে হবে তাকে। পাশের বাড়ীর যে লোককে আজ মাগরিবের নামাজে দেখেন নি, তার কি হয়েছে খোঁজ নিতে হবে অথবা অমুক ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে ঠিকঠাক হবে, সেখানে গিয়ে তাদের সাহায্য করতে হবে। এরপর রয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত জরুরী একটা কর্তব্য- স্ত্রীকে যৌনজীবনে তৃপ্ত রাখতে হবে সময় দিয়ে, মনোযোগ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, কারণ এই স্ত্রী অন্য কোন সূত্র থেকে ইন্দ্রিয়সুখ আহরণ করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে অভ্যস্ত নন—এই স্ত্রীকে Michael Bolton, Can I touch you there বলেন না—এই স্ত্রী ঢাকা স্টেডিয়ামে ইরাকী ফুটবল প্লেয়ারকে চুমু খেয়ে বড় হননি—এই স্ত্রী পাকিস্তানী গায়কের অনুষ্ঠানে বিবস্ত্র হতে চাননি-

www.nagorikpathagar.org

এই স্ত্রী আর্মি স্টেডিয়ামের পপ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে দু'দিকে দুই ছেলেবন্ধুর সঙ্গসুখ এবং স্পর্শসুখ পেয়ে পুলকিত হননি—সুতরাং এই স্ত্রীর জন্য তার স্বামীই সবকিছু—ভালোবাসার এবং আকাঙ্খার তীব্রতা দু'টোই এখানে অত্যন্ত প্রকট হবার কথা। একই ভাবে আমাদের আলোচ্য ভদ্রলোকের মগজে মেডোনা নেই, ব্রিটনি স্পিয়ার্স নেই, সামান্থা ফক্স নেই—আমাদের আলোচ্য ভদ্রলোক অফিসের মেয়ে সহকর্মীকে নিয়ে কোন হোটেল রুম ভাড়া করেন না—অফিসে বসে কাজে ফাঁকি দিয়ে 'নায়িকা সঙ্গিনী' মার্কা ম্যাগাজিন পড়েন না—মমতা কুলকার্নির কুল বিসর্জন দেয়া ন্যাংটা শরীর দেখতে শেরাটনে যান না, অহেতুক নিউমার্কেটে ঘুরে বেড়ান না, রাতে মদ খেয়ে বাড়ী ফেরেন না—সুতরাং তার জন্য তার স্ত্রীই সব ভালোবাসার পাত্রী এবং আকাঙ্খার উৎস। ঠিক আল্লাহ্ তা'লা যেমন কোরআনে বলেছেন, (এধরনের দম্পতি হবেন) একে অপরের চাদর স্বরূপ। আমি মোটামুটি যা বল্লাম তার আলোকে সত্যিই ভেবে দেখুন **'অবসর বিনোদনের'** মত কোন অবসর কি থাকবে মুসলমানের জীবনে? এখানে ভুল্লে চলবে না যে, ফজরের নামাজ পড়তে হলে, রাতে দেরী করে ঘুমানো চলবে না। তাছাড়া ছেলেমেয়ের হক রয়েছে বাবার কাছে শিক্ষা লাভ করার, ধর্ম সম্বন্ধে জানার এবং বাবার সঙ্গ পাবার। সত্যি, বিশ্বাস করুন, আপনি যদি একবার কাফির-সভ্যতার জীবনযাত্রার বাইরে এসে ঐ জীবনটাকে দেখেন, তবে আপনার মনে হবে কি করে মানুষ জীবনটাকে অপচয় করে দিচ্ছে একটা ঘোরের মাঝে—কি করে মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা টিভির সামনে বসে অসুস্থ ইন্দ্রিয়সুখ উদ্দীপক অনুষ্ঠান দেখে? এ সময় আসে কোথা থেকে? জীবনে কত কাজ নিয়ে থাকার কথা—জ্ঞান অর্জন করার কথা—কোরআনের প্রথম শব্দ 'ইকরা' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সৃষ্টি এবং সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক নিয়ে পড়ার কথা—Big Bang নিয়ে পড়ার কথা—Black Hole নিয়ে পড়ার কথা—কোরআনের যে সমস্ত বিষয়ে সভ্যতা এখনো গিয়ে পৌঁছেনি সেগুলো নিয়ে চিন্তা করার কথা!! অথচ সেসব বাদই দিলাম—কোরআন একবার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝে না পড়েই ৯৯% মুসলমান কবরে চলে যাচ্ছে—শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে কাফিরের পদানত হয়ে থাকা এবং ইহুদী, খৃষ্টান তথা হিন্দুদের কাছে নিগৃহীত হবার মত অপরাধী বলে আল্লাহ্‌র কাছে বিবেচিত হবার জন্য তো শুধু এটুকুই যথেষ্ট। সুতরাং, অপচয় করার মত সময় মুসলমানের সত্যিই থাকবার কথা নয়—অবসর বিনোদনের জন্য তেমন অবসরই থাকবার কথা নয়। আর যদি কখনো অবসর থাকে, তা মুসলমান সুস্থ বিনোদনে ব্যবহার করবে-যেমন ধরুন পরিবার নিয়ে কোন সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়াতে বা পিক্‌নিকে যেতে পারে—সামর্থ্য থাকলে সবাই একত্রে হজ্জে যেতে পারে—আরো বেশী সময় থাকলে কোন মুসলিম ঐতিহ্যবাহী স্থানে বেড়াতে যেতে পারে-যেমন ধরুন স্পেনের Alhambra দেখতে। Bangkok বা Calcutta –য় ব্যবসার ছলে গিয়ে বেশ্যার বাহুসংলগ্ন হবার মত বিনোদন মুসলমানের জন্য নয়!!

অবসর বিনোদনের কথা উঠলেই আমার সূরা আল্-আসরের কথা মনে

www.nagorikpathagar.org

হয়। মাত্র তিনটি বাক্যে আল্লাহ্ কি সুন্দর বলে দিচ্ছেন যে, কাফির তথা 'বস্তুতঃ কাফির' আমরা যারা, তাদের, জীবনের সব কিছুই কি অর্থহীন। আল্লাহ্ আসরের কসম খেয়ে বলছেন (আসরের একটা অর্থ হচ্ছে সময়-কি দারুণ তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার, যেন সময়ের অপচয়ের প্রসঙ্গেই আল্লাহ মানুষের দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন) যে, সব মানুষই ক্ষতির বা লোকসানের মাঝে রয়েছে কেবল চারটি কাজ যারা করে তারা ছাড়া—যারা ঈমান এনেছে, যারা সৎকাজ করে, যারা একে অপরের সাথে সত্য নিয়ে আলোচনা করে এবং একে অপরকে ধৈর্য্য ধারণ করার পরামর্শ দেয় (এটা আক্ষরিক অনুবাদ নয়, কেবল সারমর্ম)।

আমাদের জন্য ব্যাপারটা কি সহজ দিক নির্দেশক। সবচেয়ে দামী দোকানের বানানো স্যুট পরা ব্যক্তি কি এই শ্রেণীর ভিতর পড়ে ? না; সুতরাং আমরা ঐকাজ করে ক্ষতির মাঝে রয়েছি। নিজের স্ত্রীকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় সাজিয়ে, রং মাখিয়ে, পরপুরুষের সামনে পার্টিতে নিয়ে যাওয়া ঐ চারটি কাজের অন্তর্ভুক্ত? না -আমরা লোকসানে রয়েছি। ছেলেকে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে পাঠিয়েছি, ছেলে বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী নিয়েছে PhD সহ, কিন্তু প্রতিটি জুম্মাসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই তার পড়া হয় না—এই ব্যাপারটায় কি আমার বা ছেলের লাভবান হবার কথা? -না; আমরা লোকসানে রয়েছি। এভাবে দেখা যাবে আমাদের 'বস্তুতঃ কাফির' সংস্কৃতির এবং সমাজের সব কাজই আমাদের লোকসানের ভিতর টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আবার বিনোদন প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আরেকটা দিক আলোচনা করা হয়নি এ প্রসঙ্গে—কাফির বা বস্তুবাদী মানুষের জীবনে যে কারণে বিনোদন প্রয়োজন, ঠিক তার বিপরীত কারণে, আমাদের জন্য এরকম বিনোদন পরিত্যাজ্য। মদ্যপান থেকে শুরু করে, রক সঙ্গীত, টিভি, সিনেমা, Super Bowl বা যা না দেখলেই নয় এমন খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত থাকা ইত্যাদি সব কিছুর পিছনে বড় করুণ আরেকটা উদ্দেশ্য রয়েছে—সেটা হচ্ছে:Death Denial বা মৃত্যুকে অস্বীকার করা বা মৃত্যু ভুলে থাকা। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, যাদের সুযোগ আছে, তারা যে কোন পশ্চিমা বা 'সাদা চামড়া' বস্তুবাদী কাফিরের সাথে মৃত্যু নিয়ে আলাপ করে দেখুন- দেখবেন কি সাংঘাতিক এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। মৃত্যু বা মৃত্যুর সম্ভাবনা নিয়ে কেউ আলাপ করতে রাজী নয়। যেন মৃত্যু কেবল ঐ লোকের জন্য যে মারা গেল—"আমার জীবনে মৃত্যু আসবে না" অথবা "আমি চিরকাল বেঁচে থাকবো" এমন একটা ভাব। আর সেজন্য শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত জীবনে জিনিসপত্র, সম্পদ আহরণ ইত্যাদি থেকে মুখ ফেরানো সম্ভব হয় না কাফির দর্শনে বিশ্বাসীদের জন্য - জীবনে বার্ধক্য, মৃত্যু ইত্যাদি স্বাভাবিক ভাবেই আসবে, এই ব্যাপারটা যেন কিছুতেই মানা যায় না—তাই ৬০ বছরের বুড়িকেও দেখা যাবে Face-lift করাতে বা স্তনে বিভিন্ন আকৃতির পদার্থ Implant করাতে, তেমনি নপুংসক বৃদ্ধকে দেখা যায় ভায়েগ্রা সেবন করে মৃত্যুবরণ করতে।

আর আমাদের ব্যাপারটা কি উল্টো। আমরা প্রতিদিন শুতে যাবার সময় আল্লাহ্র কাছে নিজেকে সমর্পণ করি এবং মৃত্যুর একটা সম্ভাবনা চিন্তা করে আল্লাহ্র কাছে মাফ চাই। মৃত্যু আমাদের কাছে একটা Phase বা অবস্থা মাত্র। আমরা বিশ্বাস করি সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে জীবন একটা প্রক্রিয়ার মাঝে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে—মায়ের গর্ভে যেমন জীবনের একটা পর্যায় ছিল—সেখান

www.nagorikpathagar.org

থেকে পৃথিবীতে এসেছি আমরা-পৃথিবী থেকে গিয়ে একটা অন্তবর্তীকালীন সময়ে অবস্থান করবো আমরা মৃত্যুর পরে—তারপরে আবার আল্লাহ্‌র আদেশে পুনর্জীবিত হবো। সুতরাং মুসলমানের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মৃত্যুর ধারণা অত্যন্ত জরুরী একটা বিষয়। আমি কারো কাছ থেকে পয়সা ধার নিয়েছি—আমার সবসময় মনে রাখা উচিত যে আমি যে কোন মুহূর্তে মরে যেতে পারি—সুতরাং আল্লাহ্ যেমন বলেছেন সাক্ষী সহ লিখে নেয়া উচিত এবং নিজের পরিবারবর্গকে জানিয়ে রাখা উচিত। আবার ধরা যাক আমার মা বলেছেন তাকে নিয়ে হজ্জ্বে যেতে, সামর্থ্য থাকলে (যা হজ্জ্বের অন্যতম প্রধান শর্ত) আমার দেরী না করে প্রথম সুযোগে যাওয়া উচিত, কারণ আমার মা বা আমি বা দু'জনেই যে কোন দিন মৃত্যুবরণ করতে পারি এবং তাতে মন খারাপ করার বা আকাশ থেকে পড়ার কিছু নেই। এভাবে মুসলমানের জীবনের সব কর্মকান্ডে মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে বড় যে বাস্তবতা: মৃত্যু (বা Decay বা ক্ষয়প্রাপ্তি) তার উপস্থিতি, অনুভূতি এবং অনিবার্যতার চিহ্ন স্পষ্টতঃই দেখা যাবে।

আমি এমন মানুষের কথা জানি, যিনি জুম্মার দিনে, জুম্মার আযান পড়ার পরে এবং নামাজ শুরু হবার আগে অসুস্থ বোধ করায় জোহরের নামাজ পড়ে নিয়েছেন এই ভেবে যে তিনি হয়তো জুম্মার নামাজ পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন না - আর সেরকম হলে তার এক বেলার নামাজ আল্লাহ্‌র কাছে অনাদায়ী থেকে যাবে। সত্যিই ঐ মানুষটি জুম্মার জামাত শুরু হবার আগে ইহলোক ত্যাগ করে ছিলেন।

সুতরাং মুসলমান মৃত্যুকে আসলে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকবে না বরং যা কিছু তাকে মৃত্যু ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে, তা থেকে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। কারণ যে কোন মুসলিমই মৃত্যুকে জন্মের চেয়েও বড় বাস্তবতা বলে জানে (অনেক শিশু জন্মগ্রহণের আগে, মায়ের গর্ভেই মৃত্যুবরণ করে)- আর ভুলে থাকলেই যদি মৃত্যু এড়িয়ে যাওয়া যেতো, তাহলেও একটা কথা ছিল—কিন্তু তা তো হবার নয়। কোরআনে যেমন বলা হয়েছে "Everything thereon perishes except the face of thy lord of majesty and bounty."[Qur'an,55:27] ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল, একমাত্র আপনার মহিমময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।" তেমনি, প্রাণী তো বটেই, এই গোটা মহাবিশ্বই সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন গ্রহ, তারা, রবির কথা বলেছেন, "আলো হাতে চলিয়াছে, আঁধারের যাত্রী" তেমনি আধুনিক পদার্থবিদ্যাও বলে সব কিছু সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা বুঝতে কোন বিরাট মেধার প্রয়োজন নেই, চারপাশে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায়।

বিনোদনের আরেকটা মাত্রা নিয়ে আলাপ করবো, ১৯৯৩ সালে, আমার জনৈক চাইনিজ বন্ধুর সাথে Singapore এবং Bangladesh এর মাঝে কোন আমদানী/ রপ্তানি ধরনের ব্যবসায় করা যায় কিনা এমন একটা জল্পনা-কল্পনা করছিলাম। এক পর্যায়ে ঐ বন্ধু, Singapore-এ তার কোটিপতি এক ব্যবসায়ী চাচার কাছে এসবের সম্ভাবনা নিয়ে আলাপকালে আমাদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছিল: ওরা খুব ভালো মুসলিম এবং খুব সৎও বটে। ঐ চাচা তাকে মুখের উপর বলে দিয়েছিলেন আমাদের সাথে কোন ব্যবসায় জড়িত না হতে। আমার ঐ বন্ধু

www.nagorikpathagar.org

(আমারই মত কর্মজীবী মানুষ) একটু আহত হয়ে তার চাচাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, তিনি কেন এমন নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করছেন? উত্তরে তিনি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, 'How do you entertain them?' অর্থাৎ, তাদের যদি আপ্যায়ন করতে না পারো বা আনন্দ দিতে না পারো তবে ব্যবসায় করবে কি করে? হ্যাঁ, যাকে বিনোদনের সামগ্রীতে ভুলানো যায় না তার কাছে থেকে কি করে 'ব্যবসায়িক সুবিধা' আদায় হবে? যারা জাপানী বা কোরীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীদের সাথে ওঠা বসা করেছেন, তারা জানেন যে কিভাবে মদ্যপ অবস্থায় এবং বারবণিতাদের বক্ষসংলগ্ন অবস্থায়, ব্যবসার সত্যিকার কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়। জাপানে এবং কোরিয়াতে তাই শহরগুলোতে অসংখ্য Room Cafe দেখা যায়। যেখানে একজন ব্যবসায়ী তার Client বা গ্রাহক ব্যবসায়ীকে বিনোদনমূলক পরিবেশ উপহার দিতে Cafe এর ভিতরে একটা ছোট্ট রুম ভাড়া করবেন। সেখানে পছন্দ মত বিনোদিনী ভাড়া করবেন তিনি-এসব বিনোদিনীরা অনেক সময় উচ্চশিক্ষিতা বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীও হয়ে থাকে-ক্ষেত্র বিশেষে গৃহবধূও; তবে কার্যতঃ কলাবতী বেশ্যা। এরা খাবার এবং মদ পরিবেশন করবে। এদের কোলে বসিয়ে বা এদের বক্ষসংলগ্ন হয়ে ব্যবসার আলাপ চলতে থাকবে। এক সময় Deal চূড়ান্ত হবে। তাহলে দেখুন কিভাবে বিনোদন মানুষকে Corrupt করার একটা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান বিশ্বের ব্যবসায়িক মহলে বিনোদন হচ্ছে সবচেয়ে Refined এবং সূক্ষ্ম ভেট বা ঘুষ। যে এসব বিনোদনের ঊর্ধ্বে থাকবে, অর্থাৎ আমাদের উদাহরণের সেই (কাল্পনিক) মুসলিম ভদ্রলোকের মত, তাকে কেউ কিনে নিতে পারবে না। একদিকে স্ত্রীর কাছে তিনি যেমন সৎ থাকবেন, তেমনি তার নিয়োগকর্তাও তাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—কারণ তিনি সত্যিকার অর্থে মুসলমান (যদিও বা ন্যূনতমও হয়ে থাকেন)। আগে যেমন বলেছি যে এযাবত একরকম সফল ভাবে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে মোটামুটি প্রতিহত করতে পারলেও, বর্তমান Electronic Communication তথা আগ্রাসী মিডিয়ার সর্বগ্রাসী আক্রমণের মুখে Islamdom এর সুকঠিন প্রাচীর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে, এমন আশা করছেন কাফির সভ্যতার চিন্তাবিদরা। আসুন একজন ফরাসী চিন্তাবিদের (আমাদের সমস্যা নিয়ে) ভাবনা-চিন্তাসমূহ একটু পরীক্ষা করে দেখি আমরা। ইসলামী ব্যবস্থার সৌদি নগরীর উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন,"It is an empty space, with neither cinema nor cafe's, only tea house and restaurants, ...

... to one system another. (P#196, Failure of Political Islam – Olivier Roy). "এটা শূন্যতায় ভরা একটা পরিসর যেখানে সিনেমা বা ক্যাফে নেই-রয়েছে কেবল চায়ের দোকান বা রেস্তোঁরা, রাস্তাঘাটে ধর্মীয় পুলিশ টহল দিচ্ছে, যারা ভালো আচরণ এবং ধর্মীয় নিয়ম কানুন (নামাজ ও রোজা) পালন নিশ্চিত করে থাকে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচার একমাত্র পরিসর হচ্ছে পরিবার। কিন্তু এসব পরিবারও আর গ্রাম্য সমাজের সেই পরিবারের মত নেই, যেখানে মেয়েরা কর্মজীবনে অংশগ্রহণ করতো এবং যেখানে জনপ্রিয় ও জীবন্ত একটা সামাজিকতা ছিল। আধুনিক পরিবার হচ্ছে মূলতঃ একটা ভোগের স্থান: যেখানে টিভি, ভিডিও এবং ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে। শরীয়াহ্ পরিবারের Privacy বা গোপনীয়তার সুরক্ষা বিধান করে, আর ঠিক এই কারণেই ইসলামপন্থীরা এই ভোগ-সুখের

www.nagorikpathagar.org

প্রবাহ আটকাতে পারবে না। আর শহুরে পরিবারে যা প্রবাহিত হচ্ছে আজ, তা ইসলামী জীবনধারার ঠিক বিপরীত ব্যাপার: যা হচ্ছে পশ্চিমের সামগ্রী। **'ইসলামী অবসর বিনোদনের সামগ্রী'** বলতে কিছু নেই। ইসলামী পরিচিতির প্রাণকেন্দ্রে, নতুন নতুন সাংস্কৃতিক মডেলের (ভিডিও) উদ্ভব ঘটছে-যদিও ফলাফল ঠিক আচার-ব্যবহারের সম্পূর্ণ পশ্চিমাকরণ বা Westernization নয়, তবু বুঝিবা দু'য়ের মাঝামাঝি কিছু—যা ঠিক মত কোনটাই হতে অক্ষম (অর্থাৎ না Islamic হতে পারছে না পশ্চিমা হতে পারছে)।"

এর একটু পরে তিনি বলছেন, 'The triumphant......and travellers' [p#202] তিনি বলতে চাচ্ছেন যে কখনো রাজনীতিতে জয়লাভ করলেও, "বিজয়ী নব্য মৌলবাদ ইসলামী সমাজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হবে: কেননা তা (ক্ষমতাশালী মৌলবাদ) তার ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ভাবে বিশ্ব-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল থাকবে, তার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পশ্চিমা Model বা উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। আর রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট ও পর্যটককে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।"

একই অধ্যায়ের শেষের দিকে তিনি বলছেন,'the culture that ...............CIVILIZATION [P#203].

'যে সংস্কৃতি মুসলিম সমাজের প্রতি হুমকি স্বরূপ, তা ইহুদী নয় বা খৃষ্টানও নয়—তা আসলে ভোগের এবং যোগাযোগের এক বিশ্ব-সংস্কৃতি—এমন সংস্কৃতি যা ধর্মনিরপেক্ষ, নাস্তিক এবং শেষ পর্যন্ত অন্তঃসারশূন্য—এর কোন মূল্যবোধ নেই, কোন নীতি বা কৌশলও নেই-কিন্তু তা ইতোমধ্যেই বাস্তব এবং বর্তমান-ক্যাসেটের এবং ট্র্যান্সিসটরের মধ্য দিয়ে তা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও এখন উপস্থিত। এই সংস্কৃতি যে কোন পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের মুখে টিকে থাকতে সক্ষম। এটা আসলে এক ধরনের সংকেত, কিন্তু কোন সভ্যতা নয়।'

তিনি যেভাবে সমস্যা উপস্থাপন করেছেন তার অনেকটুকুর সাথে আমি একমত। কিন্তু এই Cultural onslaught বা সর্বগ্রাসী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করা যাবে না, এখানটায় আমি একমত নই। তবে হ্যাঁ, জোর করে প্রতিরোধ করার কোন অর্থ নেই। আর তাই ইসলামী বিপ্লব বলে যদি কিছুর স্বপ্ন দেখি আমরা, তা অবশ্যই Bottom up হতে হবে। অর্থাৎ তৃণমূল থেকে শুরু করে সবাইকে চাইতে হবে যে দেশটা ইসলামের অনুশাসন বা সোজা কথায় আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলবে। তবেই 'মুনাফিকী' বিহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। Top down বিপ্লব যে মানুষের মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে না, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ হচেছ ইরান। ইমাম খোমেনীর মত বিশাল ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও তাই বিপ্লব উত্তর ইরানকে সুসংহত করতে পারেন নি। ১৯৮৯ সালে বন্দর আব্বাসে এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ আমাকে আক্ষেপ করে বলেছে, 'বিপ্লবের আগে আমরা কি সুন্দর পনীর খেতাম, তখন পনীর ছিল সহজলভ্য। আর বিপ্লবের পরে কি দুরবস্থা, পনীর পাওয়া যায় না।' এই যদি বিপ্লবের প্রতি একজন মানুষের সহমর্মিতা হয়, অর্থাৎ, পনীর না খেতে পারার কষ্টটুকুও যদি বিপ্লবের জন্য সে সহ্য করতে প্রস্তুত না থাকে, তবে বলতে হবে ঐ বিপ্লবের চেতনা মরুভূমিতে ঢালা পানির মত, নীচের স্তরে পৌঁছানোর আগেই শুকিয়ে গিয়েছে। তার কারণটা অতি সহজ—হুজুগের বশবর্তী হয়ে অনেকে বিপ্লব

www.nagorikpathagar.org

সমর্থন করলেও বা ইমাম খোমেনীর ব্যক্তিগত গুণাবলীতে মুগ্ধ জনগণ তার জন্য পথে নামলেও, সত্যিকার অর্থে, সাধারণ মানুষ, ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে জীবনে ধারণ করেননি—তাদের ঈমান ঐ পর্যায়ে পৌছেনি যখন মনে হবে যে, পনীর জীবনের জন্য এমন কোন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী নয়। ইরান যেমন ঔপনিবেশিকতার সূচনা থেকে শুরু করে, এযাবত কাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মত সত্যিকার অর্থে কাফিরতন্ত্র বা তাগুতকে 'না' বলেছে, সেটা সত্যিই অভাবনীয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের চরিত্রের কোন মৌলিক পরিবর্তন না হওয়াতে, ইসলামের জ্যোতি সেখান থেকে পরিবেশে বা প্রতিবেশে বিচ্ছুরিত হয়নি। সত্যিকার অর্থে মন-মানসিকতা/সমাজ/রাষ্ট্রের পরিবর্তন চাইলে, আমরা যারা কোরআনকে জীবন বিধান মনে করি, তাদের উচিত সবচেয়ে প্রথমে কোরআনকে জানা এবং নিজের চরিত্র গঠন করা। কোরআনে কি আছে না জেনে, আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখার কোন মানে হয় না। অর্থ সহ কোরআন পড়া এবং পড়তে গিয়ে যত ধরনের দ্বিধা/সংশয় মনে আসবে তা উপযুক্ত শিক্ষকের কাছ থেকে পরিস্কার করে নেয়াটা অতি আবশ্যক। এরপর বা এর সাথে সাথে করণীয়: নিজের পরিবারে কোরআনের অর্থ আলোচনা করার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং কোরআনের অর্থ আলোচনার ব্যবস্থা করা। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে—আজ পৃথিবীতে মুসলমানদের ভিতরে কত অসংখ্য বিভক্তি রয়েছে মায্‌হাব ভিত্তিক, এলাকা ভিত্তিক, দর্শন ভিত্তিক: এ বছরেরই গোড়ার দিকে, আমার গ্রামের মস্‌জিদে এক লিফলেটে দেখলাম, গোল টুপি বনাম লম্বা টুপির বিতর্কে এক পক্ষের যুক্তি—কি দুঃখের কথা আর কি ভীষণ লজ্জার কথা যে, টুপির আকৃতি নিয়ে বির্তকের বিলাসিতা করার সময় আমাদের আছে—তার চেয়ে দুঃখের কথা এসমস্ত মাদ্রাসার ছাত্র তথা তাদের শিক্ষকদের চেতনার চৌহদ্দিতে এই ধারণা নেই যে, বস্তুতঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার মত এক সর্বগ্রাসী হুমকির মুখে, মুসলিম উম্মাহ্‌র জরুরী অবস্থা বা যুদ্ধকালীন অবস্থা ঘোষণা করার সময় এসেছে। এই ক্রান্তিলগ্নে একটা মাত্র অভিন্ন, অবিকৃত, প্রশ্নাতীত, সকল দলাদলি তথা সংকীর্ণতামুক্ত আশ্রয়স্থল রয়েছে সব মুসলমানের জন্য- মালেকির জন্য, হানাফীর জন্য, ওয়াহাবীর জন্য, তবলিগীর জন্য, সালাফির জন্য, জামাতির জন্য অথবা যে কোন মানুষ যাকে ন্যূনতম সংজ্ঞায় মুসলমান বলা যায়, সবার জন্য—যা হচ্ছে **আল্‌ কোরআন**। আমাদের সকল কর্মকান্ডের দিকনির্দেশনার উৎস—আমাদের ইহকাল ও পরকালের পাথেয়। এক ডাক্তার ভাই যেমন বলেছেন তার বইতে-যে কোন মেশিন বা যন্ত্রপাতির যেমন instruction manual থাকে, যা তার প্রস্তুতকারক, মেশিনের সাথে সরবরাহ করে থাকেন—ঠিক তেমনি কোরআন হচ্ছে মানুষের প্রস্তুতকারক, আল্লাহর তরফ থেকে মানুষরূপী যন্ত্রের instruction manual। কি ভাবে মেশিনের যত্ন নিতে হয়, কোন লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে মেশিন পরিস্কার করতে হয় এবং কত ঘন্টা পর পর ওভারহল করতে হয়—এমন সকল যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন instruction manual এ থাকে, তেমনি মায়ের গর্ভ থেকে কবর তথা পরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশ্যকীয় সমস্ত তথ্য কোরআনে রয়েছে। অথচ অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে ৯৯% মুসলমান নামধারী পৃথিবীর বাসিন্দা হয়তো গোটা কোরআনটা একবার

www.nagorikpathagar.org

অর্থ বুঝে না পড়েই কবরে চলে যাচেছ। আর তাই হয়তো সে মানুষকে প্রভু মনে করতে দ্বিধা বোধ করেনা, IMF/World Bank কে রিযিকের মালিক মনে করে, তাগুতের শেখানো বুলি আওড়ে জীবনটা পার করে দেয়—কখনো সত্যিকার অর্থে মুখে আল্লাহ্‌র নাম না নিয়েই, তাই সে পারে মৃত মানুষের প্রতিকৃতির সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে, পারে তাগুতের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা অর্পণ করতে, কোরআন শরীফের বিধান লঙ্ঘন করে সে কাফিরের বন্ধু এবং মুসলমানের শত্রু হতে পারে, পারে ভোটের জন্য টুপি মাথায় চড়াতে বা তসবি হাতে নিতে, দুর্নীতির উপার্জন নিয়ে পারে গর্ব করতে, কৃমি বা কীটের মত পরজীবী হয়েও পারে দেশ শাসনের দায়িত্বে থাকতে। যে মুসলমান আল্লাহ্‌র আদেশকে শিরোধার্য্য মনে করে, সে কোরআন যদি কখনো অর্থ বুঝে পড়ে, তবে তার দ্বারা মানুষের দাসত্ব করা সম্ভব নয়, অন্যের শেখানো বুলি আওড়ানো সম্ভব নয়—সে জানবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মূলতঃ একটি এবং একটি মাত্র কাজের জন্য—আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য—আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুশাসন মেনে চলার জন্য- আল্লাহ্‌র নির্দেশিত নিয়ম পালন করার জন্য।

মুসলিম উম্মাহ্‌র অগোছালো জীবনকে আবার সুবিন্যস্ত এবং একতাবদ্ধ করার লক্ষ্যে তাই সবাইকে প্রথমে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হবে। কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত একমাত্র দলিল যা নিয়ে মুসলমানদের ভিতর বিতর্ক বা বিভেদ নেই এবং যা গত ১৪ শতাব্দীরও বেশী সময় যাবত অবিকৃত আছে। ইহুদী, খৃষ্টান তথা কাফিররা বহু চেষ্টা করেছে এই কোরআনকে deconstruct করতে, হেয় প্রতিপন্ন করতে, এর ত্রুটি বের করতে—কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ যেহেতু এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন [কোরআন: ১৫:৯]-সেজন্য কোরআনকে বাইবেল জাতীয় একটা কিছুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়নি। প্রথম প্রজন্মের মুসলমানদের দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে, কোরআন যেমন তাদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং পরম পরাক্রমশালী এক নীতিভিত্তিক সম্প্রদায়ে বা জাতিতে পরিণত করেছিল, আজও আমরা যদি আল্লাহ্‌র করুণা চেয়ে বাক্সবন্দী বা মোড়কে বন্দী, সযত্নে তুলে রাখা কোরআনকে আবার হাতে নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি, ইনশাআল্লাহ্ আগামী দিন আমাদের হবে, পৃথিবী আমাদের হবে, আখেরাতও আমাদের হবে।

'Consumerism' ও 'Media Conditioning' এর আফিম সেবনে আমরা যখন ঢুলু ঢুলু ঝাপসা চোখে সত্যের আলো সহ্য করতে না পেরে বিরক্ত প্রায়, তখন অপর সভ্যতা বা কাফিরতন্ত্রের মানুষজন, কোরআনের মাঝে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি কি ভাবে অনুভব করে চলেছে তার মাত্র দু'টো উদাহরণ আমি নীচে দিচ্ছি (যদিও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে)। প্রথমটি হচ্ছে Fredrick Denny-র Islam গ্রন্থ থেকে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে Michael Sells এর Approaching the Qur'an গ্রন্থ থেকে। Fredrick Denny বলছেন:

'The power of its sounds and cadences, coupled with its striking expressions, grips readers and hearers and often renders them helpless to resist its sacred 'magic.' The Qur'an itself contains many statements and examples of religious experience. The performative aspect of Qur'anic recitation, introduced earlier, is securely rooted in the text itself. That is the Qur'an does things to

www.nagorikpathagar.org

people beyond merely providing an informational message. What it does to readers and hearers through the medium of oral performance is itself a main part of the message. The Qur'an is like a living, breathing reality, fully aware of itself and its power to inspire.'

....

'There comes a moment in the reading of the Qur'an, as for example in personal study focused on understanding the meaning, whether reciting out loud or reading silently, when readers start feeling an uncanny, sometimes frightening presence. Instead of reading the Qur'an, the reader begins feeling the Qur'an is "reading" the reader! This is a wonderfully disturbing experience, by no means requirng a person to be a Muslim before it can be felt. This expression of the Qur'an 's inherent power has been a major factor in the spread of Islam, as well as Muslims' continuing loyalty to the Straight Path, as the Qur'an itself characterizes the religion.'

Michael Sells বলছেন:

'In Alexandria, Egypt, it is a hot humid, breezeless day. The bus is filled. People are hanging onto the steps and sitting on the roof. Inside, there is hardly room to stand, and when the bus is stopped in traffic, it is hard to breathe. The passengers fidget and struggle to be comfortable.

At some point in the two-hour trip, someone puts on a cassette of Qur'anic recitations. As the recitations play, a meditative calm begins to set in. People relax. The jockeying for space ends. The voices of those who are talking grow quieter and less strained. Others are silent, lost in thought. A sense of shared community overtakes the discomfort. What seemed at the beginning like a long ordeal is suddenly over. As the bus pulls into its destination, the spell is broken and the passengers disembark.

What was the spirit that came over these passengers? In asking such a question, I use a word, spirit from everyday language that is also at the heart of the world's religious traditions. Among the common meanings of the word are: 'an animating or vital principle; a supernatural being; a temper or disposition, especially when vigorous or animated; the immaterial intelligent or sentient part of a person; and an inclination, tendency, mood.' The English word derives from the Latin spirare (to blow, breathe) and the related word, inspiration, means, etymologically, a breathing into. There is no doubt that Qur'anic recitation is based on patterns of breath and has an effect on the breathing patterns of those who hear it. The slowing down of breathing is an essential aspect in almost all meditative traditions, and Qur'anic reciters are trained rigorously in breath control. As they recite the Qur'an in long phrases based on deep, slow exhalations, and as they leave a meditative silence during inhalation, those hearing such patterns begin to breathe more slowly and deeply.'

www.nagorikpathagar.org

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, আমেরিকার নাগরিক, শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবী এই অমুসলিম দুই ব্যক্তি যে ভাবে কোরআন জানার চেষ্টা করেছেন (বা Annmarie Schimmel, William Chittick, John Esposito প্রমুখের মত আরো অসংখ্য বুদ্ধিজীবী/শিক্ষাবিদ), ৮৭% মুসলমানের আমাদের এই পোড়া দেশের তথাকথিত বুদ্ধি-বিক্রেতা বা বুদ্ধিজীবীদের কাউকে কৌতূহলবশতঃও তা করতে দেখা যায় না- বরং দেখা যায় ইসলাম সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও 'আল্লাহ্ অংকে কাঁচা' এমন বক্তব্যের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে—এক পা কবরে (এরা অবশ্য কবরে না গিয়ে Incinerator বা চুল্লীতে মরদেহ পোড়ানোর অছিয়ত করলে অবাক হবার কিছু নেই) রাখা পক্ককেশ বৃদ্ধ আঁতেলকে তাই দেখা যায়: সমবেদনা জানাতে গিয়ে সদ্য বিধবা বন্ধুপত্নীর স্তন দেখে বিচলিত হওয়ার অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের সামগ্রীতে পরিণত করতে। তাই আমরা যদি কখনো Role Reversal দেখি এই পৃথিবীতে—যদি দেখি পৃথিবীর সব ভোগসুখে অতৃপ্ত হয়ে 'ওরা' অর্থাৎ পশ্চিমা লোকজন, আমাদের মত হতে চাইছে—আর শয়তান তথা কাফির দর্শনের আরাধনারত এখনকার এই 'আমরা', একদিন ওদের মত হয়ে গেছি, তবে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আল্লাহ্ তো বলেছেনই যে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই, তবে তিনি নতুন জনগোষ্ঠীকে এই দ্বীনের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

Media সম্বন্ধে বা বিনোদন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা ব্যাপারে না বল্‌লে, আলোচনাটা অপূর্ণ থেকে যায়—সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন। এসম্বন্ধে সামান্য কিছু কথা যদিও অন্যত্র বলা হয়েছে, তবুও, আবার একটু বলা প্রয়োজন। আমাদের দেশে অনেক বাবা-মাই, বাচ্চারা যে টিভির বিজ্ঞাপনসমূহ প্রায় মুখস্থ বলতে পারে, এ বিষয়টা আত্মীয়-স্বজন/বন্ধু-বান্ধবকে এক গর্ব মিশ্রিত স্বরে বলে থাকেন। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে ঐ সমস্ত বাবা-মা (বলতে গেলে নাগরিক জীবনের আমরা সবাই) একদিকে যেমন নির্বোধ, অন্যদিকে তেমনি নিলর্জ্জ। একদিকে তার বাচ্চার কচি মগজ যে অন্যের দখলে ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে, সেটা বুঝতে না পারার জন্য তাদের নির্বোধ বলতে হয়, আর অপর দিকে মায়াবড়ি, কন্ডম, রং ফর্সা করার ক্রীম থেকে শুরু করে যাবতীয় 'ভোগ্যপণ্যের' বিজ্ঞাপনে যে আদিরসাত্মক ইঙ্গিত রয়েছে, ছেলে-মেয়ের সাথে সেগুলোর 'রস' একত্রে ভোগ করতে পারেন বিধায় তাদের নিলর্জ্জ বা বেহায়া ভাবতে হয়। আসলে বেহায়াপনা একধরনের ছোঁয়াচে তথা দীর্ঘমেয়াদী রোগের মত, যা একজন থেকে অন্যজনে ছড়ায় এবং একবার মানুষ বেহায়াপনাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে মানুষের কাছে নিলর্জ্জ কর্মকান্ড ডাল-ভাতে পরিণত হয়। নতুন সাদা জামার উপর প্রথম দাগের মতই, কোন নির্লজ্জ কর্মকান্ড মানুষের জন্মগত পবিত্র আত্মাকে শুরুতে নিশ্চয়ই কষ্ট দেয়। তারপর একের পর এক দাগ পড়তে থাকলে, তা গা সওয়া হয়ে যায়, আর কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। যারা ঢাকা-চট্রগ্রাম বা ঢাকা-সিলেট ট্রেনে যাতায়াত করে থাকেন, তারা নিশ্চয় জানেন যে ট্রেন যখন কাওরান বাজার এলাকা পার হয়, তখন শুঁট্‌কির গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে প্রায়ই যাত্রীদের দেখা যায়, জানালার সাটার নামিয়ে দিতে বা নাকে রুমাল দিতে। অথচ একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ, কি অনায়াসে শুঁট্‌কির আড়ত (বা প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র)

www.nagorikpathagar.org

গুলোর মাঝখানে জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। খাবার খাওয়া, নামাজ পড়া, গোসল করা, ঘুমানো সবই চলছে ঐ এলাকায়—এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই—কারো মুখে রুমাল চাপা দেয়া নেই। কিন্তু কিভাবে? এ প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে। এর একটাই উত্তর—ঐ মানুষগুলো অহর্নিশি ঐ শুঁট্কির স্তূপের মাঝে থাকে বলে, তাদের কাছে ঐ গন্ধ গা সওয়া হয়ে গিয়েছে, তারা টেরই পাচ্ছে না যে ভীষণ দুর্গন্ধের মাঝে তারা জীবন যাপন করছে। ঠিক তেমনি বেহায়াপনাতে মানুষ একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তাদের আর লজ্জা শরমের বোধ থাকে না। মা-বাবা-ছেলে-মেয়ে সবাই একসাথে বসে যেমন 'Bay Watch' মার্কা বা 'চোলী কে পিছে কেয়া হ্যায়' মার্কা কিছু দেখা যায়, তেমনি এর মাঝে নামাজ, রোজা বা অন্যান্য সব করণীয়ও অনায়াসে করা যায়। বড় জোর সম্পূর্ণ Seasoned হবার আগে পর্যন্ত, যখন পর্দায় Justify my love গাওয়া Madonna আত্মরতির ইঙ্গিত সমেত তার যৌনপ্রদেশে হাত বুলান, তখন অত্যন্ত 'মনোযোগ সহকারে' সবাই একে অপরের উপস্থিতি সম্বন্ধে 'অন্যমনস্ক' হয়ে যান—মুহূর্ত কেটে যায়—অস্বস্তিও কেটে যায়—পরমুহূর্তে অস্বস্তি কাটাতে বাবা হয়তো মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন, 'কাল তোর ক্লাস যেন কয়টায়?' আর একবার Seasoned হয়ে গেলে তো আর কথাই নেই—তখন আর 'অন্যমনস্ক' হবারও প্রয়োজন হয় না—আদি রস সবাই মিলেমিশেই ভোগ করা যায়। এই দুরবস্থা যে কোন মুসলিম নামধারী পরিবারের জন্য পরিত্যাজ্য। আমেরিকায় একটা বাচ্চা গড়ে ৫,৫০,০০০ বিজ্ঞাপন দেখে থাকে টিভিতে, পূর্ণ বয়স্ক হবার আগেই। এই উদ্দেশ্যমূলক এবং ইঙ্গিতবহ বিজ্ঞাপনের 'গোলাবর্ষণ' উদ্ভূত ক্ষতি সে গোটা বাকী জীবনেও কাটিয়ে উঠতে পারেনা। জীবন সম্বন্ধে তার যাবতীয় ধ্যান-ধারণা তথা জীবনের মূল্যবোধ সবকিছুর উপরই এ সমস্ত বিজ্ঞাপন স্থায়ী ছাপ ফেলে। জীবনকে জানার আগেই, জীবন সম্বন্ধে অন্যের দ্বারা Engineered '2nd hand' ধারণা মনে স্থান লাভ করে। আমাদের দেশের অবস্থাও তেমন ভিন্নতর কিছু নয়। বরং অত্যন্ত স্থূল বিধায় আরো দৃষ্টিকটু ও অশ্লীল লাগে বিজ্ঞাপনগুলো। বিজ্ঞাপনের স্থায়ীত্ব যেহেতু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং যেহেতু তা খুবই ব্যয়বহুল, সেহেতু মানুষের সকল ইন্দ্রিয় যেন চোখে এসে ভর করে সেদিকে খেয়াল রেখে, টিভি বিজ্ঞাপন গুলোকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়—এবং সেই প্রকল্পে কাফির সভ্যতার সবচেয়ে সহজ লভ্য ভোগ্যপণ্য 'নারী-মাংস' কে বিভিন্ন রঙ্গীন মোড়কে উপস্থাপন করা হয়। আর তাই দেখা যায়, পায়খানা পরিস্কার করার রাসায়নিক সামগ্রীর বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে সেভিং রেজারের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত—অথবা কন্ডমের বিজ্ঞাপন থেকে পানির পাম্পের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সবকিছুতে—সর্বজয়ী এবং সব জানোয়ারকে (বা Animal Instinct কে) আকর্ষণ করতে সক্ষম মনে করে 'নারীদেহকে' নানা ছল চাতুরী সহকারে উপস্থিত করা হয়। আমাদের দেশের 'কলা' গোত্রীয় শীর্ষস্থানীয় কিছু বুদ্ধি-বিক্রেতা, নারীদেহের প্রদর্শনীর শিল্পে ইতিমধ্যেই অত্যন্ত পারদর্শিতা লাভ করেছেন এবং বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপনী সংস্থার মালিক হয়ে পাজেরো হাঁকিয়ে চলেছেন। অথচ এরা যখন মহিলা সমিতিতে খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে 'জনমানুষের' সামনে হাজির হন, তখন, যাদের জন্মের আগেই Karl Marx ইহলোক ত্যাগ করেছেন বলে তাদের আক্ষেপের শেষ নেই-তারা, এদের চেহারা দেখে এবং

www.nagorikpathagar.org

এদের বক্তব্য শুনে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটান-তাদের হয়তো মনে হয় এদের মাঝে Karl Marx এর পুনরুত্থান ঘটেছে। এদের জীবনের বৈপরীত্য দেখেই আমরা বুঝি, কোরআন শরীফে কেন 'মুনাফিক' বা কপট্ ব্যক্তির স্থান কাফিরেরও নীচে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী বলেই, আমরা যেন বিজ্ঞাপনকে Insignificant বা কম গুরুত্বপূর্ণ মনে না করি। ইসলামী মূল্যবোধ তথা মুসলিম ঐতিহ্যকে Deconstruct করার বা ধ্বংসাবশেষে পরিণত করার মহা প্রকল্পে এসমস্ত বিজ্ঞাপনের বিরাট অবদান রয়েছে। পদার্থ বিদ্যার Impulse এবং Impact এর মতই, ক্ষণস্থায়ী হলেও, এসমস্ত বিজ্ঞাপনের ক্রমাগত Bombardment বা গোলাবর্ষণ আমাদের ব্যক্তি বা সমাজ জীবনের মোড় অনায়াসে ঘুরিয়ে দিতে পারে। সুতরাং মুসলিম নামধারী সকল বাবা মায়ের সচেষ্ট হওয়া উচিত: স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাদের ছোট্ট বাচ্চাদের মগজে তথা কণ্ঠে যেন 'ছোট ছোট ঘর, প্রতিটি জীবন করে দিল মধুময়' বা তার চেয়ে জঘন্য কোন বিজ্ঞাপনের বুলি প্রতিষ্ঠিত না হয়ে, কলেমা বা সূরা ফাতিহার মত অত্যাবশ্যকীয় বাণীসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। মগজটা যেন কাফির বা মুশরিকদের ধ্যান-ধারণার চারণভূমিতে এবং পরবর্তীতে ঐ ধরনের ধ্যান-ধারণার উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত না হয়।

www.nagorikpathagar.org

উপসংহার

আমি কি উপরের বক্তব্যসমূহে কেবল নিরাশার বাণীই শুনিয়ে গেলাম সবাইকে ? আমাদের কি আর আশা নিয়ে থাকার মত কিছুই নেই ? না আছে—অতি অবশ্যই আছে! আর আছে বলেই এত কথা। মুসলমান কখনোই নিরাশ হবে না, অন্ততঃ পতিত শয়তান, যার সার্বক্ষণিক অনুভূতি হচ্ছে নৈরাশ্য, সেই শয়তানের বিপরীতে, সৃষ্টির রহস্য মাফিক যুদ্ধ করতে থাকা মানুষ বা আশরাফুল মাখলুকাত কখনোই নৈরাশ্যে ভুগবে না। কিন্তু সব হারিয়ে সর্বঃস্বান্ত শয়তান প্রতিনিয়ত মানুষ কে নিরাশ করতে সচেষ্ট, যাতে মানুষকেও সে তার পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে। ঠিক যেমন পশ্চিমা কাফির সভ্যতার কর্ণধাররা সব ধরনের বিশ্বাস হারিয়ে যে অন্তঃসারশূন্য অর্থহীনতার নৈরাশ্যে ভোগেন, আমাদেরও তারা চান তাদের পর্যায়ে নামিয়ে নিতে—আমাদের মূল্যবোধকে Deconstruct করতে বা ভেঙে ফেলতে তাই তাদের কত ছল চাতুরী—Post-Modernism নাকি সারা পৃথিবীকে De-Divinise করে এক সুষম বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। De-Divinise এর সহজ অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরকে পৃথিবী তথা মানুষের মানসপট থেকে বিতাড়ন করা বা পৃথিবীকে ঈশ্বর মুক্ত করা। এখানে হিংসাপরায়ণ মানুষের শয়তান আশ্রিত প্রবৃত্তি সুস্পষ্ট।

গল্পে এক বারবণিতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: 'তোমার তো AIDS হয়েছে। তোমার সংসর্গে তোমার খদ্দেরদেরও AIDS হবে, তুমি কেন ওদের সাবধানতা অবলম্বন করতে বলো না?' তার উত্তর ছিল:'Who Cares ? আমি যেহেতু মৃত্যুপথযাত্রী—আর কার কি হচ্ছে তাতে আমার কি আসে যায়?' মুসলিম বিশ্ব সম্বন্ধে বস্তুবাদী নাস্তিক, কাফির তথা বিশ্বাস হারানো ইহুদী-খৃষ্টান-হিন্দু সবার একই বোধ। **'আমরা যেহেতু জীবনের অর্থহীনতায় ভুগছি, তোমরা কেন প্রগাঢ় অর্থ নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাবে? পৃথিবীর সব ঐশ্বর্যের ৬০% ভোগ করা এবং পৃথিবীর ৫% জনসংখ্যারও কম, আমেরিকার বিত্ত ও বৈভবশালী জনগণের চেয়ে বাংলাদেশের মত সর্বহারার দেশের জনগণ অধিকতর পরিতৃপ্ত বিধায় সুখী—এটা আমরা কি করে সহ্য করবো?'** এক সাম্প্রতিক জরিপে নাকি তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে, বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে পরিতৃপ্ত জনগোষ্ঠীর অন্যতম। এটা বোধহয় স্বাভাবিক বা বলা যায় মানুষের মধ্যে যে পশুসুলভ প্রবৃত্তি রয়েছে তার স্বাভাবিক একটা প্রতিক্রিয়া যে: **'আমি যেহেতু খেতে পারছি না, তোমাকেও খেতে দেবো না।'** আমাদের দেশে যেমন নির্বাচনে বিপরীত ধারার শক্তি বিজয়ী হবার পর, পরাজিত ধারা প্রতিজ্ঞা করেন 'একদিনও শান্তিতে থাকতে দেবো না।'

যাহোক আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জীবনদর্শনের দিক থেকে আমাদের এবং পশ্চিমা কাফিরতন্ত্রের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীত দু'টি মেরুতে। আমরা, অর্থাৎ মুসলমানরা, হচ্ছি তাদের 'Other' বা 'অপর'। আগের সব

www.nagorikpathagar.org

আলোচনার পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো যে বস্তুকে সর্বস্ব মনে করা, এই পৃথিবীকে সব সাফল্যের একমাত্র উৎস মনে করা, শরীর তথা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য যে কোন পর্যায়ে নেমে যাওয়া [দশ বছরের বাচ্চাকে দিয়ে পর্নোগ্রাফির ছবি বানানো যেখানে স্বাভাবিক মনে হয়],'যার যার তার তার' মতবাদের ভিত্তিতে ব্যক্তির খেয়াল খুশীকে প্রাধান্য দেয়া, নিজের ক্যারিয়ারের জন্য পরিবার তথা সন্তান বিসর্জন দেয়া, সব সময় নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের যৌন বাসনার যোগ্য করে রাখার প্রয়াসে ফিট-ফাট থাকার আপ্রাণ চেষ্টা [পশ্চিমা সভ্যতার Fitness Centre গুলো মূলতঃ বিগতযৌবনা বুড়িদের অর্থেই চলে] করা, অন্যের সাথে নিজের সময়-বিত্ত-বৈভব ভাগাভাগি না করা, কুকুরের মত যৌন তাড়নার ভিত্তিতে কেবল সঙ্গী নির্বাচন করা এবং অধিকতর সক্ষম বা কাঙ্খিত সঙ্গীর জন্য বর্তমান সঙ্গী ত্যাগ করা তথা সন্তান-সন্ততিকে এই কুকুর-সুলভ বাসনার By-product মনে করে যত্রতত্র ত্যাগ করা বা মনোযোগ না দেয়া, সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতিকে অবাস্তব বা বাহুল্য মনে করা, মৃত্যুকে ভুলে থাকতে চাওয়া এবং সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে বাসনার এবং কামনার ব্যক্তি বা বস্তুকে মূর্তির মত পূজা করা, দুর্বলকে পদদলিত করে নিশ্চিহ্ন করা, জীবনের জন্য 'যান্ত্রিক-সভ্যতা' মনে না করে বরং 'যন্ত্রের জন্যই আমাদের জীবন' এমন ধারণা পোষণ করা [আজকাল মিল, ফ্যাক্টরী বা প্রকল্প চালু রাখতে যে সব মানুষ কাজ করে , বলাবাহুল্য কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের চেয়ে প্রকল্পের যন্ত্রপাতির মূল্য অনেক বেশী] এ সবই হচ্ছে পশ্চিমা তথা কাফির সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ।

এর বিপরীতে লক্ষ্য করুন: পৃথিবীকে আখেরাতের ফলাফল লাভের জন্য কর্মক্ষেত্র বা পরীক্ষার ক্ষেত্র মনে করা, আল্লাহ্‌র বিধানের বাইরে [সীমালঙ্ঘন করে] শরীর তথা কোন ইন্দ্রিয়সুখকে সঠিক জ্ঞান না করা, বাবা-মা-ভাই-বোন সবাইকে নিয়ে একত্রে বসবাস করার চেষ্টা করা এবং নিজের সৌভাগ্য তাদের ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বা মুসলিম ভাইয়ের সাথে ভাগ করার ইচ্ছা পোষণ করা [আল্লাহ প্রদত্ত বাধ্যতামূলক সম্পদ বন্টনের বিধান অর্থাৎ 'যাকাত' তো আছেই, উপরন্তু], সমাজের শিষ্টাচার এবং শান্তিকে নিজের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর উপরে প্রাধান্য দেয়া, উপার্জন আমি করলেও মূলতঃ তা আমার পরিবারের জন্য- [একজন মা যদি, ন্যূনতম যা প্রয়োজন, তার বহির্ভূত কোন উপার্জন করতে গিয়ে তার কোলের শিশুকে চাকরানীর কোলে দিনমান রেখে যায় এবং সেই সুবাদে তার বাচ্চা যদি পরবর্তীতে তার আশানুরূপ না হয়, তবে তার সেই উপার্জনের কোন অর্থ রইলো?] এমন মনে করা এবং সংসারের স্থিতিকে ক্যারিয়ারের উপরে স্থান দেয়া, বয়স বাড়াকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে 'বয়স-উপযুক্ত' জীবন যাপন করা এবং বয়সলব্ধ অভিজ্ঞতাকে সুন্দর ভাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাজে লাগানোর চেষ্টা করা, নিজেকে কেবলমাত্র নিজের স্বামী/স্ত্রীর যৌন আকাঙ্খার বস্তু মনে করা এবং নিজের আল্লাহ্ অনুমোদিত সঙ্গীকে সমস্ত মনোযোগ/স্নেহ/ভালোবাসা দিয়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে Treat করা, সঙ্গী নির্বাচন করতে গিয়ে ভোগ-সুখের চেয়ে শান্তিকে প্রাধান্য দেয়া এবং সেহেতু 'তাকওয়া' সম্পন্ন বা খোদাভীরু সঙ্গী নির্বাচন করা, বাচ্চাদের 'বোঝা' বা অনাকাঙ্খিত বা ঝামেলা মনে না করে বরং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নিয়ামত মনে করা এবং বাচ্চাদের জন্য নিজের ভোগ-সুখ বিসর্জন দেয়া, সারাক্ষণ মৃত্যুকে স্মরণ করা

www.nagorikpathagar.org

এবং পাড়া-প্রতিবেশী মারা গেলে (অনাত্মীয় হলেও) তাদের জানাজা/দাফন ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা, ছবি/প্রতিকৃতি/মূর্তি ইতাদি পরিহার করা এবং কোন ব্যক্তিকে নিজের আরাধ্য মনে না করা [যে জন্য কলেমায় রাসূল (দঃ) সম্বন্ধে আমরা বলি "আব্দুহু ও রাসূলুহু"-অর্থাৎ আমাদেরই মত আল্লাহর ক্রীতদাস এবং বাণী বাহক] তথা যে সমস্ত কাজে সময়ের অপচয় হয় অথবা যে সমস্ত কাজ আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যেতে চায়—সে সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা [উদাহরণ স্বরূপ মহিলা সমিতির নাটকের সময়সূচী প্রায়ই এমন হয় যে, মাগরিবের নামাজ পড়তে গেলে নাটক দেখা যাবে না বা তার উল্টোটা—নাটক দেখতে গেলে মাগরিবের নামাজ পড়া হবে না। নাম মাত্র মুসলমান কোন ব্যক্তির পক্ষেও তাই পৃথিবীর সবচেয়ে দামী নটীদের সমাহার দেখতে এক ওয়াক্ত নামাজ কা'যা করা সম্ভব নয় বিধায় ঐ সময়সূচী অনুযায়ী মহিলা সমিতিতে নাটকও দেখা সম্ভব নয়—আর এমনিতেই যে এসমস্ত বিনোদন মুসলমানদের জন্য নয়, সে কথা তো আমরা ভুলেই বসে আছি।], জীবনটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটা নিয়ামত—মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে কেবল আল্লাহর এবাদত করতে-সেই এবাদত করতে গিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ উপার্জন করবে বা যন্ত্র ব্যবহার করবে ঠিকই—কিন্তু যন্ত্র সচল রাখাটা মানুষের জীবনের অভীষ্ট হতে পারে না—মানুষ তাই Mega-Machine সচল রাখার খুচরা যন্ত্রাংশ নয় এমন মূল্যবোধ পোষণ করা: এ সবই হচ্ছে ইসলামী আদর্শভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। তাহলে দেখুন, ঠিক যেন বিপরীত দু'টো মেরু: আমরা এবং পশ্চিমা কাফির সভ্যতা যেন ঠিক একে অপরের বিপরীত বা Other। সেজন্যই, মুসলিম জ্ঞানীজনেরা সমগ্র মানচিত্রকে কেবল দু'টো ভাগে ভাগ করেছেন—দারুল ইসলাম এবং দারুল হার্‌ব—সোজা বাংলায় ইসলামী বিশ্ব এবং অমুসলিম বিশ্ব। প্রতিটি চিন্তাশীল মুসলমানের মনে তাই পৃথিবীর দ্বিবর্ণ মানচিত্রের স্বপ্ন এবং আকাঙ্খা নিজের প্রাণের স্পন্দনের মতই সত্য এবং মৃত্যুর মত এক অনিবার্যতা। প্রতিটি চিন্তাশীল মুসলমানই জানে যে, কাফিররা কখনোই আমাদের বন্ধু হতে পারে না—কোরআনে যেমনটি বলেছেন আল্লাহ্: 'O you who have attained to faith! Do not take the deniers of the truth for your allies in preference to the believers! Do you want to place before God a manifest proof of your guilt?' [Qur'an, 4:144]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মু'মিনদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে আল্লাহর কাছে তোমাদের অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করবে?"

সুতরাং স্বর্ণযুগের মত, 'বিশ্ব-মুসলিম ভূমির' স্বপ্ন দেখেন তারা, যেখানে কোন কাগুজে Passport এর দরকার হবে না। শাহাদা(কলেমা) হবে মুসলমানের Passport -ইব্‌নে বতুতার মত যখন যে Land of Islam - এ খুশী একজন মুসলমান যাবে। প্রয়োজনে সেখানে দু'বছর সরকারী দরবারে কাজ করে, পাথেয় উপার্জন করে, আবার পথে নামবে।

কি অদ্ভুত সুন্দর স্বপ্ন তাই না? কিন্তু অসম্ভব নয়—রসূল (দঃ) মারা যাবার ঠিক পরের Islamdom এর মানচিত্রটা একবার দেখুন, আর তার ঠিক ৩০ বৎসর পরের Islamdom এর মানচিত্রটাও দেখুন—অসম্ভব মনে হয়? মোটেই না-তবে!

www.nagorikpathagar.org

তবে, যে পার্থক্যের জন্য কাফিরের পদানত আজকের মুসলমানের উত্থান একেবারে অসম্ভব বোধ হয় তা হচ্ছে: 'ঈমান'। সেদিনের মুসলমান এবং আজকের মুসলমানের মাঝে যে বিশাল গুণগত পার্থক্য রয়েছে, এক কথায় বলতে গেলে সে পার্থক্যকে ঈমানের দৃঢ়তার তারতম্য বলে বর্ণনা করা যায়। মানুষের ঈমানের অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। ঈমান হচ্ছে অনেকটা খেলোয়াড়ের হাতের বাস্কেট বলের মত—ক্রমাগত বাউন্স না করলে [বা হাতের ঘা না পড়লে] ঐ বল এক সময় আর মাটি থেকে হাতে উঠে আসবে না—বরং স্থবির হয়ে মাটিতে পড়ে থাকবে। ঈমানও তেমন, অনুশীলনরত না থাকলে, একসময় স্থবির হয়ে যায়। ঈমান মাপার যদিও কোন Linear Scale বা সরাসরি মাপ নেই, তবু, আল্লাহ্‌র অনুশাসনকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়া হচ্ছে অনুশীলনের অংশবিশেষ। আমাদের ধর্মীয় করণীয় ব্যাপারগুলো শারীরিক ও মানসিক দুই-ই। এটা যেমন ঠিক যে, মানসিক অনুভবের মাপ-জোক আমাদের দ্বারা করা সম্ভব নয়, তেমনি এটাও ঠিক যে শারীরিক ব্যাপারগুলো না মেনে শুধু 'মনের দিক থেকে আমি ঠিক আছি' একথা কেবল মুনাফিকই বলতে পারে। তাই সশরীরে নামাজ না পড়ে, ঈমানের দাবী করা হাস্যকর—অনেকটা স্লিভলেস এবং লো-কাট ব্লাউজ পরা মহিলারা যেমন হিজাব পরা মহিলাদের দিকে কটাক্ষ করে বলে থাকেন যে 'মনটাই হচ্ছে আসল, মনের ভিতর ভালো থাকলেই সব ভালো' তেমন [একমাত্র যৌনজড় হিজড়া হিসেবে যদি আল্লাহ্‌ কাউকে জন্ম দিয়ে থাকেন, তবে অবশ্য অন্য কথা—কিন্তু সেক্ষেত্রেও উক্ত হিজড়ার মনে রাখা উচিত যে, তিনি যৌনজড় হলেও, যাদের মাঝে তিনি ঐ ভাবে বিচরণ করছেন তারা তা নয়]।

সুতরাং ঈমানের অনুশীলন করতে গিয়ে, সব রকমের শারীরিক বা বাহ্যিক করণীয়গুলোও চালু রাখতে হবে, কিন্তু সেই সাথে ওগুলোর যে কোন অর্থ আছে বা ওগুলোর যে প্রয়োজন আছে, সেই বোধ সৃষ্টির জন্য এবং তা ধরে রাখার জন্য, জ্ঞান চর্চার প্রয়োজন আছে। সেই জ্ঞান আসবে প্রথমতঃ, অর্থ বুঝে কোরআন পড়া থেকে এবং তার পাশাপাশি রসূল (দঃ) এর জীবন বৃত্তান্ত তথা হাদীস পড়া থেকে। এখনও বাংলাদেশের অবস্থা, প্রায় 'কাফির রাষ্ট্রে' পরিণত হওয়া তুরস্কের মত হয়ে যায়নি, যেখানে অধিকাংশ নগরবাসী ছেলে মেয়ে সূরাহ্‌ ফাতিহা পর্যন্ত জানে না। আমাদের এখানে এ'টা, বিদেশী প্রভুর Payroll-এ থাকা মুরতাদ বাহিনীও জানে। কিন্তু তোতা পাখির মত সারা জীবন কেবল জপে গেলাম এক বর্ণের অর্থ না বুঝে, তাই কি হয়? অন্ততঃ, জন্তু-জানোয়ার নয়, সৃষ্টির সেরা মানুষের বেলায় তো তা হবার কথা নয়। সুতরাং, অর্থ বুঝে, যার যেটুকু সাধ্যে কুলায়, কোরআনের আয়াতসমূহ পড়ার চেষ্টা করা উচিত এবং এখনো না করে থাকলে ঈমানের অনুশীলন প্রকল্পের শুরুটা সেখান থেকেই করা উচিত। এই কোরআন বোঝার ব্যাপারটা যেন একটা পারিবারিক আচার-আচরণ বা প্র্যাকটিসে পরিণত হয়। আজকাল ঢাকা নিউমার্কেটের সামনের ম্যাগাজিনের দোকানগুলোর সামনে দাঁড়ালে, অগণিত ও বিচিত্র প্রকৃতির ম্যাগাজিন দেখা যায়, যা আমাদের এই দুর্ভাগা উঠতি ভোগবাদী সমাজের জন্য একটা Consumer Product ও বটে। এই সমস্ত ম্যাগাজিনের অধিকাংশই এত অন্তঃসারশূন্য যে, প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বিচার করলে, এগুলোর গুরুত্ব

www.nagorikpathagar.org

টয়লেট পেপারের চেয়েও কম—আর বিশেষতঃ যে কোন মুসলমানের জন্য তো বটেই। সাধারণ ঘরের একদিনের সংসার খরচের চেয়ে বেশী পয়সা দিয়ে একখানা Cosmopolitan কিনে, তার ভিতরে কোন সুপার মডেলের সাইজ 34C থেকে 36B হয়ে গেছে, অথবা, কোন হলিউড-নায়িকা তার সৎ-বাবার কাছে সতীত্ব হারিয়েছিলেন এসব খবর পড়া, কেবল হারাম পথে উপার্জিত পয়সা থেকে সম্পদের পাহাড় গড়া তথাকথিত [বেহায়া] পয়সাওয়ালার [ততোধিক বেহায়া] স্ত্রীদেরই মানায় । কোন সুস্থমতি মুসলমান, যে এখনো কোরআন শরীফ একবার বুঝে পড়ে শেষ করেনি সময়ের (?) অভাবে, সে কি কামনা-বাসনা-সানন্দা শ্রেণীর কোন ম্যাগাজিন হাতে নিতে পারে বা তা পড়তে গিয়ে সময় ব্যয় করতে পারে? অথবা সে কি পারে ৫ মিনিটের জন্যও Dallas বা Dynasty মার্কা কিছু দেখতে, যার একটি চিত্রের সাথেও আমাদের জীবনের বাস্তবতার কোন মিলই নেই এবং যা আমাদের মনে কাফির হবার বাসনাই শুধু জাগ্রত করতে পারে ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভনের মাধ্যমে? আল্লাহ্ কোরআনে যে সব মানুষ ভেবে দেখতে জানে না, তাদের গবাদি পশুর সাথে তুলনা করেছেন। গবাদি পশুর মত ভাবলেশহীন না হলে, কোন মুসলমানের পক্ষে উপরে বর্ণিত ম্যাগাজিন পড়া বা Soap Opera [Dallas, Dynasty] দেখে জীবনের পরীক্ষা-ক্ষেত্রের অতীব মূল্যবান সময় অপচয় করা সম্ভব নয়। আমাদের উচিত পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত অর্থসহ কোরআন পড়ার আসরের ব্যবস্থা করা—অল্পই হোক—প্রতি অধিবেশনে যদি একটি আয়াতও হয়, তবু ভালো। এর সাথে সাথে ঘরের পরিবেশটা যেন সুস্থ ও সুন্দর থাকে সেদিকে সচেষ্ট হওয়া। প্রথমতঃ ঘরে যেন আজেবাজে ছবি, পোস্টার, মূর্তি ইত্যাদি না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা। বিশ্বাসীদের জানা উচিত যে ঘরে মূর্তি থাকলে, সে ঘরে ফেরেশতা আসে না, সেখানে প্রার্থনা করলে সে দোয়া কবুল হওয়া দুরূহ। তারপর খেয়াল রাখতে হবে, ঘরে যেন কোন আজেবাজে ম্যাগাজিন না আসে। এখানে মূল পদক্ষেপটা বাড়ীর কর্তা ও গিন্নীদেরই নিতে হবে। আমি যদি সানন্দা পড়ি, তবে আমার মেয়েকে কি আমি সত্যিই নিষেধ করতে পারি? সুতরাং 'কলা' তথা বুদ্ধিবৃত্তির মোড়কে ঢাকা অসুস্থ যৌনতার বিকাশ ঘটানো এবং যৌন কামনার অহেতুক উদ্রেক ঘটানো ম্যাগাজিনসমূহ পরিহার করা অত্যাবশ্যক (এক্ষেত্রে 'লোম বাছতে কম্বল খালি' অবস্থা হবে হয়তোবা)। আর বিদেশী পত্রিকার বেলায় তো আরো সাবধান হওয়া প্রয়োজন। হিন্দুস্থানের সমাজে, যেখানে পূজার জন্য বেশ্যামৃত্তিকার প্রয়োজন হয় (সুতরাং বেশ্যালয় থাকাটাও অতি আবশ্যক), সেখানে যা স্বাভাবিক, আমাদের এখানে তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক হতে পারে। তাই বলে দেশী পত্রিকার বেলায় উদাসীন হলে চলবে না—আমাদের [পূর্বে বর্ণিত] 'বঙ্গ-হেফনারের' পত্রিকার চেয়ে, আসলে হয়তো আসল হেফনারের Playboy উন্নততর-কারণ সেখানে অন্ততঃ ছদ্মবেশ নেই, মোড়ক নেই, মুনাফিকী নেই—মানুষ জানে ওটা একটা নিষিদ্ধ পত্রিকা-সুতরাং আমাদের 'বঙ্গ-হেফনারের' পত্রিকার মত তা Insidious নয়-সাপের মত নীরবে বা সন্তর্পণে নিরীহ ছাপোষা মানুষের ঘরে অত্যন্ত সস্তায়, পশ্চিমা কাফিরের কাছ থেকে ধার করা যৌনতার ছোবল বসাতে আসে না। পত্রিকাটি অত্যাচারী শাসনযন্ত্রের এই মরুভূমিতে অনেকটা মরুদ্যানের মতই মনে হয় অনেকের

www.nagorikpathagar.org

কাছে—কিন্তু একটু চেয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে ঐ মরুদ্যানের জল ও বায়ু দুই'ই বিষাক্ত। এই পত্রিকা কোন পশ্চিমা কাফিরের ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয় কিনা আমার জানা নেই, তবে এর উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট দু'টোই হচ্ছে সনাতন মুসলিম সমাজ ও মূল্যবোধের Deconstruction বা ধ্বংস সাধন। ঘরের পরিবেশ সুন্দর করার সাথে সাথে, আরেকটা ব্যাপার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে: আপনি এবং আপনার পরিবার কাদের সাথে মিশবেন বা Socialize করবেন। ইসলাম হচ্ছে পৃথিবীর মানচিত্রে বুঝিবা সত্যিকার অর্থে একমাত্র সামাজিক ধর্ম—সমাজবদ্ধতা যার একটা শর্ত। আপনি একা একা মুসলিম জীবন যাপন করতে পারেন না। সুতরাং যেমন কথিত আছে—এমন মানুষের সাথে মিশবেন যাকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা মনে হয়। এটা বুঝতে খুব সাংঘাতিক কোন মেধার প্রয়োজন হয় না—আপনি ঘরের কাজের মানুষের সাথে মশলা বা কাপড়-কাচা নিয়ে কথা বলেন, অসৎ অথচ পয়সাওয়ালা আমলার অলস স্ত্রী যখন আপনার বাসায় বেড়াতে আসবে, তখন কেবল শাড়ী-গাড়ী-বাড়ী অথবা সিনেমার গল্প করবে। এভাবে খেয়াল করবেন কার বা কাদের সাথে মিশলে আল্লাহ্, রসূল (দঃ), কোরআন ইত্যাদি নিয়ে কথা হয়, উর্মিলা বা মালাইকার প্রসঙ্গ একবারও ওঠে না-আপনার সুখে কারা সত্যিই সুখী [দুঃখ ভাগ করার চেয়ে সুখ ভাগ করা কঠিন], আপনার ছেলে-মেয়েকে কারা স্নেহ এবং সম্মান সহকারে Treat করে, আপনার অসুখ-বিসুখে কারা আপনার পাশে এসে দাঁড়ায়, কারা আপনাকে সব সময় এমন পরামর্শ দেয় যা আল্লাহ্‌র অনুশাসনের আওতাভুক্ত, কারা অশ্লীল কথা এবং অপরের নিন্দা পরিহার করে চলে, কারা 'আমি জানি না' বলতে লজ্জা বোধ করে না, কারা সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিচলিত নয়, কারা ধৈর্য্যশীল এবং আপনাকেও ধৈর্য্যের পরামর্শ দিয়ে থাকে—এধরনের মানুষজনের সাথে আপনি এবং আপনার পরিবার মিশতে চেষ্টা করবেন।

এরপর আসছে পরিবারের সব সদস্যদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন—যা স্নেহ, ভালোবাসা এবং অপরের প্রতি সম্মানবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আপনি আপনার বাবা-মাকে কি চোখে দেখেন এবং তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করেন, তা দেখে আপনার ছেলেমেয়ে শিখবে, তারা আপনার সাথে কি ভাবে ভবিষ্যতে আচরণ করবে। ইসলামের নির্দেশিত সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধন এবং সুষম সমাজ ব্যবস্থার Building Block হচ্ছে একক পরিবার। Islamdom বা ইসলামী বিশ্বের প্রতিরোধের যে সুদৃঢ় ব্যুহ বা দেয়াল রয়েছে, তাও দাঁড়িয়ে আছে পারিবারিক বন্ধনের সুদৃঢ় Building Block - সমূহের উপর। ইসলামী মূল্যবোধ বা মুসলিম জীবন ব্যবস্থাকে যারা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে চায়, তাদের টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তুও হচ্ছে তাই এই একক পরিবার। একটা দেয়ালের প্রতিটি ইট যদি নিজের ভিতর থেকে হঠাৎ ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যায়, তবে কি সেই ইট দিয়ে গঠিত দুর্গ ভাঙ্গার চেষ্টা করার কোন প্রয়োজন আছে? এই রচনার শুরু থেকে যত শত্রু বা বিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, এর সব কটির একটা অভিন্ন লক্ষ্য হচ্ছে 'একক পরিবার', এবং এদের যে কোন একটিও যদি সফল হয় কোন ক্ষেত্রে, তবে তার সাথে এই একক পরিবারের ভাঙ্গন অনিবার্য। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, NGO সংস্কৃতির প্রলোভনে সাড়া দিয়ে যে সব মেয়েরা/মায়েরা রাস্তায় নেমেছে, তাদের পারিবারিক জীবন কেমন? আপনি খোঁজ নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দেখুন সারাদিন যারা স্যাটেলাইট TV র সামনে বসে কাটাচ্ছে, তাদের পারিবারিক জীবন কেমন? পরিবার যাতে আদৌ না সৃষ্টি হয় সেজন্য 'বঙ্গ-হেফনারের' পত্রিকা সহ বেশ কিছু পত্র পত্রিকায় ৮৭% মুসলমানের এই দেশে লিভ টুগেদার বা বিয়ে ছাড়া (কুকুর-কুকুরীর মত) ঘর করার সপক্ষে কথা বলার দুঃসাহস দেখাচ্ছে কাফির-সভ্যতার চরেরা। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, জিনিসের পিছনে যারা ছুটে চলেছে—যাদের জীবনে জিনিসের প্রয়োজনের শেষ নেই, তাদের পারিবারিক জীবন কেমন ? যারা কাফিরদের দেখা দেখি পরকীয়া প্রেমে আসক্ত, তাদের পারিবারিক জীবন কেমন ?

এক কথায় বস্তুবাদ, ভোগবাদ, সুখবাদ (Hedonism), ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ বা Individualism ইত্যাদি সহ পশ্চিমা কাফির সভ্যতা থেকে আমদানীকৃত যে কোন 'বাদ'-এর প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের, অর্থাৎ মুসলিমদের, সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধনকে আলগা করে দেয়া বা ভেঙ্গে দেয়া। আপনিই বলুন পরিবার না থাকলে ইসলামের জীবন বিধান কিসের উপর ভিত্তি করে দাঁড়াবে? সমকামী নারীদের জীবনে ইসলামের বিধানের কোন স্থান আছে? পরকীয়া প্রেমে আসক্ত নারী-পুরুষ কেমন মুসলিম এ প্রশ্ন অবান্তর! তেমনি, বিয়ে ছাড়া যারা সহ-বাস ও সহবাস করছে এবং জারজ সন্তান উৎপাদন করে চলছে, তাদের জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার কথা বলার কোন অর্থ আছে ? -নাই। আর তাই প্রায় ৯ শতাব্দী পরে আজ পশ্চিমা পরাশক্তি তথা নাস্তিক কাফিররা আশা করছে, ইসলামের হিমাগারে বুঝি পচন ধরাতে সক্ষম হলো তারা, ইসলাম-রাজ্য বা Islamdom-এর প্রাচীর, বিনা গোলাবর্ষণেই বুঝি ভিতর থেকে আপনা-আপনিই ভেঙ্গে পড়লো ।

সুতরাং ঈমানের আরেকটা দাবী-অসৎ কাজে নিষেধ করতে হবে—হয় হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে, নয় মুখে প্রতিবাদ করতে হবে—আর, কিছু করতে না পারলে অন্ততঃ মনে মনে ঘৃণা করতে হবে (এবং প্রতিকারের উপায় খুঁজতে হবে)। ঘর বা মসজিদের কোণে বসে কেবল তস্‌বি টিপলে, ভালো ভালো কথার তত্ত্ব আওড়ালে এবং তাগুতকে সন্তুষ্ট রেখে শান্তিপূর্ণ ক্লীব জীবন বেছে নিলে, আপনা-আপনি কিছুই ঘটবে না [তাকওয়ার নিরিখে বিশাল এক (প্রয়াত) ব্যক্তিত্বের কাছে একটি পুত্র সন্তান লাভের দোয়া চাইতে আসা, জনৈক সমকালীন Archetype মুসলমানকে, তিনি দোয়ার আশ্বাস দিয়ে তাঁর স্থানীয় ভাষায় বলেছিলেন, 'দুয়ায় ফুয়া অয় না' অর্থাৎ কেবল দোয়ায় পুত্রসন্তান লাভ সম্ভব নয় বিধায় তাকে সন্তান উৎপাদনের আল্লাহ্‌ নির্ধারিত উপায়ে চেষ্টা করে যেতে হবে।]। কিন্তু, আমাদের সমকালীন সমাজের যারা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করি, তারা যেন গবাদি পশুর মত নিশ্চিন্তে জাবর কাটছি—নির্বিকার চিত্তে চেয়ে দেখছি কি ভাবে একের পর এক ইসলামী অনুশাসন এবং মূল্যবোধের Deconstruction ঘটে চলেছে—কিভাবে সমাজের নেতৃত্ব দিতে লম্পট চরিত্রহীন মানুষ বা পতিতা শ্রেণীর মহিলারা সুনির্দিষ্ট উপায়ে উঠে আসছে সমাজের প্রথম শ্রেণীতে এবং কতিপয় রাজনৈতিক সংগঠনের সামনের সারিতে-কিভাবে দাড়ি রাখা বা টুপি পরা একটা অপরাধে পরিণত হচ্ছে—কিভাবে শুধু ঘরে কোরআন শরীফ রাখার অপরাধে হলের ছাত্র/ছাত্রীরা নিগৃহীত হচ্ছে—কিভাবে প্রতিটি পাড়ায় পানের দোকানের মত ভিডিওর দোকান খুলছে এবং তাতে

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর সবধরনের পর্ণোগ্রাফির সমাহার ঘটছে— কিভাবে বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং লিভ-টুগেদার একটা সর্ব-সাম্প্রতিক ফ্যাশনে পরিণত হচ্ছে-কিভাবে সারা দেশের জনগোষ্ঠীকে সুদের ব্যবসায় টেনে নেয়া হচ্ছে এবং সুদের আদান-প্রদান ডালভাতে পরিণত হচ্ছে—কিভাবে নারী স্বাধীনতার নামে NGO সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় পরিবারের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে—কিভাবে ফেন্সিডিলের ব্যবসায় দেশ ছেয়ে যাচ্ছে—কিভাবে মাদকদ্রব্য এবং যৌন-বিলাসের আফিম দিয়ে ইতোমধ্যেই শিরদাঁড়া ভাঙ্গা তরুণ প্রজন্মকে চিরতরে অকর্মণ্য করে তোলা হচ্ছে। আমরা যদি চেয়ে দেখতে থাকি, তবে এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে এবং একদিন হয়তো আমরা তুরস্কের মত একটা রাষ্ট্রে পরিণত হবো—যাদের, ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে রয়েছে সামরিক চুক্তি এবং যৌথ মহড়ার ব্যবস্থা, [একমাত্র মুসলিম দেশ] যাদের দেশী ভাষায় Playboy ও Penthouse প্রকাশিত হয়, যাদের বিমান ঘাঁটি থেকে কাফির-বাহিনীর বিমান উড়ে গিয়ে মুসলিম নিধনের লক্ষ্যে বোমাবর্ষণ করে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশে, যাদের পার্লামেন্টে হিজাব পরার অপরাধে মহিলা সদস্যের আসন চলে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। [যদিও কাফিরদের কাছে নানা কারণে তুরস্কের যেটুকু গুরুত্ব রয়েছে, আমাদের সেটুকুও নেই]। অথবা, এও হতে পারে যে ঈমান ও চরিত্র হারানোর ফলে, দিকনির্দেশনাহীন বিশাল ও অকর্মণ্য [বা কর্মহীন] জনসংখ্যা তথা স্বল্পসম্পদের এই পোড়া দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের অবস্থা, বরং, অনেকটা [Indonesiaর] মানুষজনের মত হবে—হরি/ইন্দ্র/সুজিপ্ত/হরিয়াস্তো নামের মত নামসমূহের মানুষজনের মাঝে থেকে কারো বুঝতে কষ্টই হবে যে এরা আসলে জন্মগত মুসলমান —সেদেশের মত, পৃথিবীর সস্তাতম 'নারী-মাংসের' বাজারে পরিণত হয়ে, হয়তো সেদেশের মতই এক বিশেষ Tourist Attraction এ পরিণত হবো আমরা [নাউজুবিল্লাহ্] -উরু দেখানো মিনিস্কার্ট পরা হবে মেয়েদের চাকুরীলাভের পূর্বশর্ত [Indonesia র নগরীগুলোর প্রায় ১০০% বিপণীই এধরনের অভাগিনী মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত] -NGO সংস্কৃতির কল্যাণে ইতিমধ্যেই এধরনের 'আলোকপ্রাপ্তির' ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

তাই চেয়ে চেয়ে দেখার নীতি, জড় বস্তুর মত সব কিছুর মাঝে নির্বিকার থাকার নীতি পরিহার করতে হবে এবং 'সৎ কাজের আদেশ' দেয়ার সাথে সাথে, যার যার পরিধিতে, 'মন্দ কাজে নিষেধ' করতে হবে-যে দু'টো কাজকে কোরআনে সব সময় এক 'যুগল ধারণা' হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। নিজেদের সংগঠিত করতে হবে। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে—ফলাফলের দায়িত্ব স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার। বৃটিশ মুসলিম ভাই Abdul Hakim Murad যেমন তার একটা বক্তৃতায় মুসলিমদের আশ্বস্ত করে বলেন 'Don't worry, history is in good hand' অর্থাৎ ইতিহাসের দায়-দয়িত্ব আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার যোগ্য হাতে রয়েছে এবং সে নিয়ে অযথা দুঃশ্চিন্তা না করতে, বরং যার যার করণীয়টুকু করে যেতে। আমরা প্রথমে ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে সংগঠিত হতে এবং সত্যিকার মুসলিম হতে চেষ্টা করি—তারপর চেষ্টা করি সমাজের অন্যদের মাঝে আল্লাহ্র আদেশ/নিষেধ প্রচার করতে এবং নিজেদের অন্যের কাছে উদাহরণ করে তুলতে—সেই সাথে অন্যায় ও জুলুমের প্রতিবাদ করতে—আমরা দেখবো কত বিচিত্র পথে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের

www.nagorikpathagar.org

সাহায্য করেন। আর তিনি যদিও সব হিসাবের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখা দরকার: তিনি সে সব হিসেবে বাঁধা নন, অর্থাৎ, তাঁকে সে সব হিসেব বা Laws of Casuality মেনে চলতে হবে এমন কোন কথা নেই—ঠিক যেমন তিনি Big-Bang উত্তর সৃষ্ট Space-Time এর সৃষ্টিকর্তা, অথচ তিনি সেই Space-Time এর সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে —তাঁর মহান উপস্থিতি Space-Time ধরে রাখে—তিনি Space-Time এর মাঝে বন্দী নন [আল্লাহ্ যেন আমাকে মাফ করেন, আমি তাঁকে সংজ্ঞায়িত করতে চাচ্ছি না—যা একটা মহাপাপ। আমি শুধু এটুকু বুঝাতে চাচ্ছি যে, মানুষ তার যুক্তিতে সম্ভব-অসম্ভবের যে ধারণা পোষণ করে, আল্লাহ্র বেলায় তা প্রযোজ্য নয়]। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাই এখানে। সোভিয়েট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগান যুদ্ধে মদদ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পদলেহনকারী তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের তাগুত কর্তাব্যক্তিবর্গ, এক ঢিলে দু'টো পাখি মারতে চেয়েছিল। একদিকে, যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নকে শায়েস্তা করা ও অপদস্থ করা ছিল তাদের একটা লক্ষ্য, অপর দিকে সত্যিকার অর্থে সচেতন ও বিপ্লবী চেতনা সম্পন্ন, জিহাদের মর্মার্থ অনুধাবন করা ইসলামপন্থী যুবক বা তরুণদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করে, দেশে তাগুতের গদির নিরাপত্তা সুসংহত করা ছিল আরেকটা লক্ষ্য। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যত্রতত্র মারা যাবে এবং একধরনের ছিন্নমূল জীবন যাপন করবে, আর ওদিকে তাগুত সরকারবৃন্দ তাদের গদিতে বসে মহাসুখে শোষণ, আরাম-আয়েশ এবং পশ্চিমা প্রভুর পদলেহন চালিয়ে যাবে নির্বিঘ্নে এবং নিশ্চিন্তে, তাদের এমনই ধারণা ছিল। কিন্তু ফলাফল হলো পরিকল্পনার ঠিক উল্টো—সোভিয়েট ইউনিয়নকে যদিবা শায়েস্তা করা গেলো, কিন্তু ইসলামপন্থী ঐ সমস্ত যুবকদের ক্লীব লিঙ্গে পরিণত করা গেল না। বরং মার্কিন অর্থ ও সহায়তায় এবং মানুষের হিসাব-বহির্ভূত আল্লাহ্র পরিকল্পনায়, বহু যুগ পরে পৃথিবীর বুকে প্রথমবারের মত গড়ে উঠলো এক Pan-Islamic বা বিশ্ব-মুসলিম শক্তি—ঠিক মুসলমানদের যেমনটি হবার কথা—পৃথিবীর যে কোন অংশে, যে কোন মুসলমানের বিপদ ও সমস্যাকে নিজের মনে করে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকা একদল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, সাহসী ও পারদর্শী যোদ্ধার সমষ্টি—যাদের এক কালে 'মুজাহিদিন' বলে থাকলেও, এখন পশ্চিমা কাফির সভ্যতা এবং তাদের অনুগত স্বৈরাচারী মুসলিম নামধারী তাগুতরা 'সন্ত্রাসী' বলে চিহ্নিত করে থাকে। আজ পৃথিবীর বুকে, মুসলিম নিধনপ্রকল্পে আত্মনিয়োগকারী কাফির, মুশরিক, তাগুত, কমিউনিস্ট, খৃষ্টান, ইহুদী ও হিন্দু সবার বিরুদ্ধে যেখানে যত আন্দোলন এবং সংগ্রাম চলছে - তার সবকটির সাথে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে কোন না কোন ভাবে ঐ সমস্ত 'আরব-আফগান'-দের একটা যোগাযোগ রয়েছে। আজ তাই 'আরব-আফগান' কথাটা শুনলে তাগুতের বুকে এবং হাড়ে একই সঙ্গে কাঁপুনি লাগে, মৃত্যুভয়ে ভীত তাগুত আশ্রয় নেয় বুলেটপ্রুফ Vest -এর আড়ালে, আর ভাবে এই বুঝি তার জোর করে আঁকড়ে থাকা গদিটা চলে গেলো।

সুতরাং ফলাফলের দায়-দায়িত্ব আল্লাহ্র হেফাজতে ছেড়ে, আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আমাদের করণীয়টুকু যেন করার চেষ্টা করি। ইনশাল্লাহ্ যে কোন প্রতিকূলতার ভিতর থেকেই আল্লাহ্ আমাদের ভালো কিছু উপহার দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং আগে যেমন বলেছি—আমাদের যুক্তি এবং তাঁর যুক্তি এক নয়।

www.nagorikpathagar.org

আমরা যেন আবারো আল্লাহ্‌র শিখানো দোয়া "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, ওয়া নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির' দিয়েই তাঁকে অনুধাবন করি, যার অর্থ হচ্ছে: 'আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট ও সর্বোত্তম কার্যকারক এবং সর্বোত্তম প্রভু ও সাহায্যকারী'। পরিবারকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার Building Block জেনে, নিজ নিজ পরিবারকে সুসংহত করতে চেষ্টা করবো আমরা—স্নেহ, মমতা, সহমর্মিতা, ত্যাগ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নিজ নিজ পরিবারের সদস্যদের মাঝে যেন সুদৃঢ় বন্ধন অক্ষুণ্ন থাকে, সে দিকে যত্নবান হবো আমরা। এক আমেরিকান সহকর্মীর কাছ থেকে একটা স্থাপনার দায়িত্ব বুঝে নেয়ার সুবাদে, অনেক দিন দু'জন একই পরিবেশে ছিলাম। কাজের পরে জীবন সম্বন্ধে আলাপ হতো প্রায়ই এবং সেই সুবাদে একদিন আমার চেয়ে বছর দশেকের বড় ঐ ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার Retirement Plan বা 'অবসর গ্রহণের পরিকল্পনা' কি ? আমি যখন বল্‌লাম যে, আমার কোন Plan নেই, কোন ইনস্যুরেন্স নেই, কোন fixed deposit নেই, তখন ভদ্রলোক বিস্ময়ে একদম নির্বাক হয়ে গেলেন। আমি বল্‌লাম যে, আমার বাবারও কোন Retirement Plan ছিল না এবং তাতে তার কোন সমস্যাই হয়নি—এটা জানাই ছিলো যে একদিন তিনি যখন অবসর গ্রহণ করবেন, তিনি আমাদের মাঝে,আমাদেরই একজন হয়ে থাকবেন। তারপর আমি তাকে বল্‌লাম যে, আমাদের বাবা-মারা আমাদের জীবনের জন্য নিজেদের 'ভোগ-সুখের' প্রায় সবটুকুই পরিত্যাগ করেন —কেবল নিজেদের সুখের জন্য যেমন জীবনের প্রথম দিন থেকেই একটা আলাদা বিছানা এবং আলাদা ঘরে আমাদের ফেলে রাখেন না, তেমনি নিজেদের জীবনের সাধ-আহ্লাদ পূরণ করতে, বেড়াতে বা পার্টিতে ঝামেলাহীন ভাবে যাওয়ার জন্য দিনের পর দিন আমাদের 'বেবী-সিটার' বা বাচ্চা দেখার লোকদের হাতে ফেলে যান না—আমাদের মায়েরা যেমন সুরক্ষা থাকার জন্য, আমাদের আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নিয়ামত, মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করেননি, তেমনি আমাদের বাবাদের জীবনের এক মাত্র স্বপ্ন-সাধই ছিল আমাদের মঙ্গল। সুতরাং আল্লাহ্‌র শিখিয়ে দেয়া দোয়া-'রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগীরা' [অর্থাৎ:হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের (পিতা-মাতা) প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।] - সেই দোয়ার মতই আমরা চেষ্টা করি, কিছুটা এবং যতটুকু মানবিক ভাবে সম্ভব, To Pay it Back বা প্রতিদান দিতে—যদিও ঐ ঋণ বার বার জন্মগ্রহণ করে বর্ধিত আয়ু লাভ করলেও শোধ করা সম্ভব নয়। প্রায় দু'মাস সহ-অবস্থানের পর ঐ ভদ্রলোক যখন নিজ দেশে চলে গেলেন এবং যখন তাকে বিদায় দিয়ে আমি আমার ঘরে এলাম, তখন দেখি আমার সাইড টেবিলে তিনি দু'পৃষ্ঠার একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন। ঐ চিঠির একটা অংশে আক্ষেপ করে তিনি লিখেছিলেন যে, তার ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছে যদি তিনি আমাদের (মুসলিমদের) মত হতে পারতেন—জীবনের সবকিছু যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা/অনিচ্ছা, পছন্দ/অপছন্দ চিন্তা করে করতে পারতেন! যাহোক, পরিবারের করণীয়তে আবার ফিরে আসি—নিজেদের মাঝে আমরা যেন যথাসম্ভব সৎ এবং খোলামেলা হই। ছেলে-মেয়ে তাদের সমস্যার কথা যেন আমাদের কাছে আগে বলার স্বাচ্ছন্দ্যটুকু বোধ করে। অনেক সমস্যার সূত্রপাত হয় অহেতুক ভয়, সঙ্কোচ এবং লজ্জা

www.nagorikpathagar.org

থেকে। একটা আদর্শ মুসলিম পরিবারে যদিও এধরনের সমস্যা হবার কথা নয়, তবু আপনার ছেলে মেয়ে কোন বয়স্ক কর্তৃক যৌন-হয়রানির শিকার হতে পারে। আপনার পরিবার যদিওবা ইসলামী ধ্যানধারণার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ও, তবু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনার সমকালীন নগর জীবনের অলি-গলিতে latest theme এর পর্ণোগ্রাফি পাওয়া যায় এবং পশ্চিমা সাদা-চামড়া কাফিরদের সর্বশেষ বিকৃতি হচ্ছে শিশু/কিশোর/কিশোরী সংসর্গের নীল ছবি। দুই যুগেরও বেশী হলো মারা গেছেন যে Bob Marley-তার মত হতে চেয়ে যদি হাড্ডিসার বাংলাদেশী কৃষকের নষ্ট নাগরিক সন্তান আজ বন্য পশুর মত জট পাকানো চুল রেখে Heavy Metal বা Reggae যন্ত্রসঙ্গীতের সাথে, মাথা নাড়ে ও লাফ-ঝাঁপ দেয়—তবে সাদা-চামড়া প্রভুর সর্বশেষ যৌন-বিলাসিতা তার কাছে নিশ্চয় প্রায় আরাধ্য একটা ব্যাপার। তাই আপনাকে সচেতন হতে হবে এবং আপনার সন্তানকে অতি অবশ্য শয়তানের ক্রীতদাসদের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য যা প্রয়োজন তার 'সার সংক্ষেপ' হচ্ছে 'আপনার সন্তানকে সময় দেয়া'। নষ্ট সংস্কৃতির নষ্টামী ঘুষ দিয়ে, তাদের ব্যস্ত রেখে, কোন কাজে বা বিনোদনে নিজেকে নিবেদিত করতে চাওয়া থেকেই কিন্তু অনেক সংসারে 'কুফ্‌রী'র প্রথম বীজ বপন করা হয়। তখন মা-বাবা ভাবেন আহা একটা কার্টুনই তো দেখবে, রূপকথার ছবি—এতে আর এমন কি হবে? কিন্তু না, এটা অত্যন্ত ভ্রান্ত এক বিলাসিতা—এটুকু থেকেই 'World View' এর সূচনা হয়—আপনার সন্তান, পৃথিবীকে, ঐ সমস্ত আবর্জনায় দেখা ধারণা মোতাবেক দেখতে এবং ভাবতে শিখে। মা-বাবাদের তাই উচিত ছেলেমেয়েকে সুস্থ বিনোদনে সঙ্গ দেয়া—তা একসাথে কোন জায়গায় বেড়ানো হতে পারে অথবা তাদের নিয়ে কোন সুন্দর এবং নির্মল খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করাও হতে পারে। খেলাধূলার আবার সুন্দর/অসুন্দর কি? এ প্রশ্ন এক মুহূর্তের জন্য কারো মনে জাগতেই পারে—আছে—কবিতা/ছড়া/গান/গল্প/কার্টুন সবকিছুর মত খেলাধূলার মাধ্যমেও 'বাণী' বপন করা হয় মগজে। একটা উদাহরণ হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত 'Barbie' পুতুল। এই 'Barbie' পুতুল এবং তার ছেলেবন্ধু 'Ken'-কে নিয়ে, কাফির সমাজের বাচ্চাদের মাঝে জল্পনা-কল্পনা এতই প্রবল যে Aqua নামক [সঙ্গীতের] দলের এই Barbie বিষয়ক গান পশ্চিমে একটা Super Hit এ পরিণত হয়। আর যারা ঐ গানের Video দেখেছেন, তারা নিশ্চয় বুঝবেন যে, Barbie র মত একটা পুতুল সমেত খেলায় কেন সুন্দর/অসুন্দরের প্রশ্ন আসে। আসলে Barbie র মত অসংখ্য পশ্চিমা খেলনা রয়েছে যেগুলো সমেত খেলাধূলা হচ্ছে 'কাফির' হিসেবে পরিণত জীবন যাপন করার একটা সুপরিকল্পিত মহড়া। মা-বাবা হিসেবে আপনার সন্তানের প্রতি আপনার দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি নিষ্ঠা সহকারে পালনের সময়ই হচ্ছে আপনার সন্তানের শৈশব এবং কৈশোর—যখন ধারণাসমূহের একটা কাঠামো মনের গভীরে এবং মস্তিষ্কের গভীরে ক্রমাগত রূপ লাভ করতে থাকে ,বিকশিত হতে থাকে। যার উপর ভিত্তি করে আপনার প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের 'World View' বা পৃথিবীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তব সত্তা লাভ করে [বা বলা যায় তার স্বকীয়তা লাভ করে]। একবার আপনার সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন কমে যায়, তেমনি আপনার করণীয়ও তখন অনেকাংশে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

এরপর আসছে অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন একটা সমস্যা। ১৯৬৫ সালে আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তখনই ১৫ টাকা বেতনের আমাদের সাদামাটা স্কুলের 'আলোক প্রাপ্ত' এক শিক্ষক একদিন বলেছিলেন যে, কোরআনে নাকি আছে যে 'পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য ঘোরে', অথচ, বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে। অত্যন্ত ছোট্ট একটি ঘটনা, অথচ বিকাশমান কিশোর মনে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের ঐ বাণীর কি সাংঘাতিক ধ্বংসাত্মক একটা প্রভাব পড়তে পারে! একথার অন্তর্নিহিত তথ্য কি? খুব সহজ ইঙ্গিত: কোরআনে ভুল তথ্য রয়েছে-সুতরাং কোরআন সৃষ্টিকর্তার বাণী হতে পারে না। অথচ কি ডাহা মিথ্যা কথা—কোরআনে কোথাও একথা লেখা নেই। কোরআন সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার অপরাধে ঐ শিক্ষকের কি শাস্তি হওয়া উচিত? ইসলামী শাসনব্যবস্থায় বোধকরি মৃত্যুদন্ড। কিন্তু একবার মৃত্যুদন্ডে তো তার জীবন একবারই হরণ করা হবে। ঐ ক্লাসে ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সবার মনে তার ঐ একটি মাত্র বাণী যে অনায়াসে 'কুফরী'র বীজ বপন করতে পারতো এবং তাতে হয়তো দেখা যেতো যে ঐ ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর দুনিয়া এবং আখেরাত, দুটোই অর্থহীন হয়ে যেতো—সেজন্য, প্রতিটি জীবন নষ্ট করার জন্য, তার জীবন একবার করে হরণ করা উচিত। আর কি দারুণ প্রভাব ভেবে দেখুন—আজ ৩৬ বৎসর পরেও আমি মনে করতে পারি আমার ঐ দিন কেমন লেগেছিল-আজন্ম সত্যি জেনে আসা কোন কর্তৃপক্ষকে (কোরআন) যখন কেউ মিথ্যা বা ভুল বলে, তখন সব হারানোর ব্যাথার মত নীল হয়ে যাওয়া এক অব্যক্ত কষ্টের অনুভূতি হয়। এধরনের কাফির বা মুরতাদের প্রভাবে আপনার সন্তান যেন 'বস্তুতঃ কাফির' না হয়ে যায় তার প্রতিকার কি? এর প্রতিকার দ্বিমুখী। প্রথমত:Indoctrinated হবার আগেই বা কোন রকম মগজ ধোলাইয়ের খপ্পরে পড়ার আগেই, তাকে দ্বীন সম্বন্ধীয় পর্যাপ্ত জ্ঞানদান। প্রথমে তাকে কোরআন এবং হাদীসে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত করে তোলা—যথাসাধ্য। তারপর তাকে স্কুলে দেবার সময়, 'কুমীরের ছানা, শিয়ালের স্কুলে' দেয়ার গল্পের মত করে, শিয়াল, হায়না, বা সাপের মত হিংস্র এবং বিষাক্ত জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং ক্ষতিকর, কাফির-মুশরিক-মুরতাদ-খৃষ্টান-হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী ইত্যাদির হাতে যেন তুলে না দেয়া হয় সেদিকে যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে। নতুবা, আপনার সন্তানের সবচেয়ে মূল্যবান তথা পবিত্র অংশ, অর্থাৎ চিত্ত এবং মগজ চলে যাবে কাফিরের দখলে এবং সেখানে নাস্তিকতা, অবাধ যৌনতা, তথাকথিত উদার মেলামেশা, ক্লাস পার্টি, আর্চির কমিক, ম্যাড ম্যাগাজিন, Barbie, Pocahontas, Hallmark, Madonna, Pamela Anderson, Britney Spears, Boy Zone, Ninja Turtles ইত্যাদির মত কাফির/নাস্তিক/বিজাতীয় ধারণা এবং সামগ্রী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাভ করবে—যার কোনটাই না বাংলাদেশী ঐতিহ্যবাহী, আর না তা মুসলিম ধারণার বা জীবনের সঙ্গে সামান্যতম সঙ্গতিপূর্ণ। এক্ষেত্রে স্কুল নির্বাচন খুবই কষ্টকর একটা ব্যাপার হবে এবং সবচেয়ে ভালো সমাধান হচ্ছে ইসলামপন্থীদের সমন্বয়ে নতুন নতুন স্কুল বা বিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানে ছেলেমেয়েদের পড়তে দেয়া—এর পাশাপাশি পাঠ্যসূচীও যাতে পরিবর্তিত হয় বা বিকল্প পাঠ্যসূচী তৈরী করা যায় সেজন্য চেষ্টা করা এবং জনমত সংগঠিত করা। 'জনমত' বলতেই আরেকটা কথা মনে হলো। আমরা যারা মনে করি যে

www.nagorikpathagar.org

মুসলমান পরিচয় আমাদের জন্য লজ্জার নয় বা আমরা যারা নিজেদের হিন্দুস্থানী বাংলাভাষী অস্পৃশ্য 'ম্লেচ্ছ' মনে করতে নারাজ, তাদের উচিত নিজের গ্রাম বা সাধারণ ভাবে গ্রামীণ মানুষের সংস্পর্শে ঘনঘন যাওয়া বা সম্ভব হলে তাদের মাঝে থেকে, তাদের সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত করে তোলা। তাদের এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা যে পশ্চিমা কাফির অথবা নব্য আধিপত্যবাদী হিন্দু-ভারতের চরেরা 'জনগণের' নামে কিভাবে এদেশের হিমায়িত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ Deconstruction করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিভাবে হাড্ডিসার Tax Payer বা করদাতা আপামর জনসাধারণের পয়সায় মাত্র বিশ মিনিটের অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত হয় লক্ষ লক্ষ টাকার হেলিপ্যাড, কিভাবে শিয়াল-সদৃশ ধূর্ত কবি কাফিরের বাণীবাহক হিসেবে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য, এমন ভাষায়, অখাদ্য রচনা করেও ঐ অভাগা জনগণের দেয়া করের পয়সায় বানানো পদক গলায় ঝুলিয়ে হেঁটে বেড়ায়, কিভাবে অশ্লীল চেহারাসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সারা জীবন সত্যিকার অর্থে একটা পাই পয়সা উপার্জন না করেও রাজার হালে 'জনগণের সেবা' করতে শেরাটন/সোনার গাঁ হোটেলে মদ খেয়ে বেড়ায়, কিভাবে জনগণের নামে এই সব হাড্ডিসার মানুষের হাড়ের মজ্জা নিংড়ানো সম্পদ ব্যয় করে সারা দেশে একের পর এক মূর্তি তৈরী হচ্ছে এবং সেগুলোকে আরাধ্য বস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে-NGO-র কর্মকান্ড কিভাবে সমাজের এবং পরিবারের কাঠামো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে আজ উদ্যত। এসব বলা সহজ, কিন্তু বাস্তবায়ন করা সহজ নয়। তবে বাস্তবায়নের একটা Short Cut রাস্তা আছে। সবাইকে কোরআনের ছায়াতলে আহ্বান করা। কোরআনের অর্থ বুঝতে শিখলে মানুষের চোখের সামনে থেকে ফালতু মোহ, গালভরা কথা আর স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্ন খেয়ে বাঁচার পরামর্শ ইত্যাদির ইন্দ্রজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ইনশাআল্লাহ্ সত্যের আলো উদ্ভাসিত হবেই। ৭ম শতাব্দীর পৃথিবীর, বোধকরি সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানবকুলকে, যদি কোরআন, মানব শ্রেষ্ঠ এক জাতিতে রূপান্তরিত করতে পারে- তবে আমাদের বর্তমান অবস্থা অত খারাপ পর্যায়ে এখনো যায়নি যে আমরা কোরআনের আলো থেকে বঞ্চিত হবো। সুতরাং, যাদের সময় ও সুযোগ আছে তারা যেন সব পরিধিতে/পরিমন্ডলে অর্থ বুঝে কোরআন পাঠের একটা সংস্কৃতি তৈরী করার চেষ্টা করি—ইনশাআল্লাহ্ আপাতঃ দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও জীবনে এবং সমাজে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন এ পথে সম্ভব—আল কোরআনের বাণী যখন সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার মানুষ এবং মন তৈরী হবে, তখন তাগুত এবং কাফিরের তাসের ঘর আর গদি এমনিতেই ভেঙ্গে পড়বে।

মুসলমান হিসেবে নিজ নিজ পরিবারের ভিতরে আরো একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু অতীব জরুরী ব্যাপারের প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে-আমরা যেন আমাদের কন্যা সন্তানদের অত্যন্ত যত্ন এবং গুরুত্ব সহকারে প্রতিপালন করার চেষ্টা করি। আমরা যেন মনে রাখি যে, আমাদের আজকের শিশু বা কিশোরী কন্যা সন্তান আগামী দিনের মা। মুসলিম উম্মার আগামী প্রজন্মের চেহারা কেমন হবে, তা অনেকাংশেই নির্ভর করবে আজকের আপনার শিশু বা কিশোরী কন্যা কেমন মা হবে তার উপর। একজন ভালো মা মানে ভবিষ্যতে একটা আদর্শ মুসলিম পরিবারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা—এই সমীকরণ যেন আমাদের মনে সবসময় জীবন্ত এক বাস্তব হিসেবে লালিত হয়। একথা মনে রেখে যেন

www.nagorikpathagar.org

তাদের ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী করে তুলি আমরা। এই লেখার শুরুতে যেমন বলেছি যে, একজন বেশ্যার ঘর থেকে সাধারণতঃ শামিল বাসায়েভের জন্ম হবে না—তেমনি উল্টোটা দেখুন—সাইয়িদ কুতুবের মত একজন বিশাল বিশ্ব-ব্যক্তিত্ব প্রথমে কোরআন শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁর মায়ের কাছে। বিশেষ সামরিক আদালতে যখন আনোয়ার সাদাত হত্যা মামলার বিচার হচ্ছিল—তখন নিশ্চিত ফাঁসীর আদেশের অপেক্ষারত খালিদ ইসলামবুলী আদালতে উপস্থিত তার মাকে বলছিলেন যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকলে আবার জান্নাতে দেখা হবে তাদের—তার মা তখন আমিন বলে সেই প্রার্থনায় যোগ দেন (কি সাংঘাতিক ধৈর্য্য, সাহস এবং ঈমান-সম্পন্না একজন মা)। আমার এক এক করে এভাবে উদাহরণ দেবার দরকার নেই—আপনি যে কোন একজন সৎ, সাহসী ও ঈমানদার ব্যক্তির নাম মনে করে তার জীবনী জানতে চেষ্টা করুন, দেখবেন তার জন্মদাত্রী অতি অবশ্যই উন্নত চরিত্রের বিদূষী নারী ছিলেন—তসলিমা নাসরিনের মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে [ছেলেদের সমপর্যায়ের হতে গিয়ে] প্রস্রাব করার বাসনা প্রকাশকারিণী কেউ ছিলেন না। আঙ্গুরের গাছে আঙ্গুরই ধরে, বিষাক্ত ধুতুরা ফল ধরেনা, তেমনি ধুতুরা গাছে আঙ্গুর ধরার সম্ভাবনার কথা ভাবা এক ধরনের কল্পনাবিলাস। নষ্ট ক্ষেতে, নষ্ট জমিতে কেবল নষ্ট ফসলই উৎপাদিত হবে, এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং আমাদের আগামী প্রজন্মের মায়েরা যেন সুন্দর চরিত্রের হয়, সুন্দর মনের সুশিক্ষিতা (সত্যিকার অর্থে) এবং সুরুচি সম্পন্না হয়—জাতি গঠনের জন্য এর চেয়ে সহজ, গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তব কোন পদক্ষেপ বোধহয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একজন সুন্দর মা মানে একটা সুন্দর পরিবার ইনশাআল্লাহ্‌।

প্রতিটি কাজের একটা উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট থাকে। আমার এই কাজেরও তেমন একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার এই লেখার Target Group হচ্ছে, মূলতঃ, নবীন বাবা-মারা-যাদের এখনো জীবনের দিক নির্বাচন করার সময় এবং সুযোগ দু'টোই রয়েছে-যাদের ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই Indoctrinated হয়ে যায় নি—যারা চাইলে এখনো তাদের ছেলেমেয়ের Media Conditioning রোধ করতে পারেন—যাদের কচি বাচ্চারা এখনো 'কাফিরায়ন' প্রকল্পের শিকার হয় নি—আমি শুধু চেষ্টা করছি তাদের চোখ খুলে দিতে—ঠিক যেমন মধ্যবয়সে পৌঁছে এক বৃটিশ মুসলিম ভাইয়ের লেখা একটা বই পড়ে আমার হঠাৎ বোধোদয় হয়েছিল যে আমি-আপনি-আমাদের পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রায় সবাই (ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়) গালভরা মুসলিম নাম নিয়েও কিভাবে 'বস্তুতঃ-কাফির' বা 'কার্যতঃ-কাফির' এর জীবনযাপন করছি। সম্ভব হলে প্রতিটি মুসলিম যারা কমবয়সী সন্তানের বাবা-মা, তাদের সামনে হাত জোড় করে আমি ভিক্ষা চাইতাম, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যেন তারা তাদের সন্তানদের নিশ্চিত কাফির হবার পথে ঠেলে না দেন-তারা যেন তাদের দোজখের আগুনের দিকে ঠেলে না দেন এবং তার দায়ভারে যেন প্রকারান্তরে নিজেরাও দোজখের আগুন বেছে না নেন। কিন্তু তা সম্ভব নয় বলেই আমি এই লেখা হাতে নিয়েছি।

বাংলাদেশের মঞ্চ গরম করা যে কোন জনপ্রিয় নেতা যেমন 'আমি আর মাত্র একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো' এমন ঘোষণার পরেও ঘন্টা খানেক চালিয়ে যান, আমিও শেষ করবো মনে করেও বেশ খানিকটা লিখে চলেছি।

www.nagorikpathagar.org

আমার এই প্রচেষ্টায় কি আমি মানুষকে দুনিয়া ত্যাগ করতে বল্লাম? নাকি প্রায় বৈরাগীর জীবন বেছে নিতে আহ্বান করলাম? না, এর কোনটিই আমি করতে চাইনি—আর তা মনে হয়ে থাকলে সেটা আমার দুর্ভাগ্য এবং আমার Expression এর দুর্বলতা। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'- এ কথাটা একজন মুসলিমের বেলায় যেমন প্রযোজ্য, আর কোন ধর্মাবলম্বীর বেলায় বুঝিবা ততোটুকু নয়। দুনিয়া ত্যাগ করে জঙ্গলে গিয়ে বাস করলে জীবন অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়-কারণ জঙ্গলে প্রতিনিয়ত ঘুষ চাওয়া সরকারী কর্মচারী বা আমলা নেই, কর্তব্য বা দায়িত্ব পালনের জন্য স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা বা প্রতিবেশী নেই, মিথ্যা কথা বলে উপার্জন করতে হয় মত জীবিকা নেই, সুদের বিনিময়ে ঋণ তথা চক্‌চকে ভোগ্যপণ্য 'লাভ' করার লোভনীয় প্রস্তাবের হাতছানি নেই, কামনা-বাসনা শ্রেণীর সাময়িকী নেই, ৪০ চ্যানেলের স্যাটেলাইট TV প্রোগ্রাম নেই, Pamela Anderson, Britney Spears - উর্মিলা বা মমতা কুলকার্নী নেই - সুতরাং এড়িয়ে চলার কিছু নেই, ত্যাগ করার কিছু নেই আর না আছে কোন কর্তব্য বা, দায়িত্ব। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (দঃ) আমাদের জন্য যা কিছু হালাল করেছেন তা উপভোগ করতে নিষেধ নেই—এবং কেউ পারে না আল্লাহ্‌র বিধানের উপর দিয়ে কোন রুলনিশি জারি করে সে সবকে নিষেধ করতে বা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করতে। তেমনি আল্লাহ্ যা কিছুকে হারাম বলেছেন সেগুলোকে পরিহার করতে হবে। প্রবৃত্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য, সুতরাং প্রবৃত্তি থাকাটা দোষের নয়, তবে প্রবৃত্তির যথেচ্ছ নিবৃত্তিতেই যত সমস্যা। কোন সীমা পর্যন্ত এবং কি কি উপায়ে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অনুমোদিত, তার সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে কোরআন ও হাদীসে। ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম-ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতে চায়—প্রবৃত্তিহীন ফেরেশতা হিসেবে নয় অথবা কেবল প্রবৃত্তির দাস পশু হিসেবেও নয়। উদাহরণ স্বরূপ বিবাহিত মানুষের যৌন প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার মনে করে একদিকে যেমন স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীকে নফল রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়, অন্যদিকে যৌনতৃপ্তি দানে অক্ষম পুরুষের কাছ থেকে শুধু এ'টুকুর জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্ত্রীকে দেয়া হয়। প্রবৃত্তির আল্লাহ্ প্রদত্ত নিবৃত্তির এই সীমাকে যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে একটা মৌলিক অধিকার হিসেবে দেখা হয়, তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত সীমা যখনই কেউ লংঘন করে—অর্থাৎ বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসংসর্গে লিপ্ত হয়, তখনই তার জন্য কঠোর শাস্তির আদেশ দেয়া হয়। এভাবে ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সমস্ত কর্মকান্ডের মাঝে এক চুলচেরা ভারসাম্য বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। শুধু যৌন বাসনাই নয়, ইসলাম মানুষের অন্যান্য চাহিদাসমূহকেও স্বীকৃতি দেয়—নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে ইসলামে নিষেধ নেই। নিষেধ যাতে রয়েছে তা ব্যয় নয় বরং অপব্যয়ে। ইহুদীরা ঐতিহ্যগত ভাবে বস্তুবাদী—ধন, সম্পদ, অর্থ এবং দুনিয়া নিয়ে তাদের জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড এবং প্রচেষ্টা। যেজন্য স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা সপ্তাহে একদিন তাদের দুনিয়া লাভের কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখতে বাধ্যতামূলক 'সাবাথ' বা সাপ্তাহিক কর্মবিরতির নির্দেশ দেন। খৃষ্টানরা একইভাবে, ঐতিহ্যগতভাবে, বৈরাগী বা

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়া বিমুখ। মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করাটা খৃষ্টধর্মে এক বিশেষ কৃতিত্ব তথা সম্মানের ব্যাপার। খৃষ্টান ধর্মযাজক বা নানদের তাই দেখা যায় যৌন জীবন তথা বিবাহিত জীবন পরিহার করতে। আরো একটা ব্যাপার এখানে উল্লেখ্য, যা আজকের এই পৃথিবীর রূপরেখা নির্ণয় করতে অত্যন্ত জরুরী একটা ভূমিকা রাখে—তা হচ্ছে 'আদি পাপ' বা Original Sin এ বিশ্বাসী খৃষ্টানরা পৃথিবীকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং বৈরী এক আবাসভূমি হিসেবে গণ্য করে।

ইহুদীরা যেমন ঐতিহ্যগত ভাবে সুদ, শুঁড়িখানা, জুয়া এবং বিনোদনশিল্প ইত্যাদির সাথে সবসময় জড়িত ছিল বিধায় সাধারণভাবে অত্যন্ত লোভী, বিবেকহীন এবং শোষক শ্রেণী হিসেবে পরিচিত—তেমনি খৃষ্টানরা পৃথিবীর প্রতি বেশী উদাসীন থাকতে গিয়ে বলা যায় সব দিক নির্দেশনাই একসময় হারিয়ে ফেলে। উদাহরণ স্বরূপ যৌন তাড়নার মত অত্যন্ত মৌলিক একটা চাহিদাকে জোর করে অস্বীকার করতে চাওয়া থেকেই, আজ গোটা খৃষ্টান জগত যথেচ্ছ যৌনাচারে লিপ্ত। ফরাসী বিপ্লবের পরে কোণঠাসা হয়ে যাওয়া ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের বিধি-নিষেধে ছাড় দিতে দিতে এমন অসহায় অবস্থায় পৌঁছে যান যে, মদ্যপান সমেত নাচের পার্টির বিনিময়েও যদি দু'টো মানুষ চার্চে আসে, তবুও তারা অনেক ক্ষেত্রে কৃতার্থ বোধ করেন। এই দুই ধারার মাঝখানে, ইসলাম পৃথিবীতে Perfect Balance বা সুচারু ভারসাম্যের দিক নির্দেশনা দেয়। আমাদের সবচেয়ে প্রচলিত দোয়া, 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও..'তে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া এবং আখেরাত দু'টোরই মঙ্গল চাই। এখানে আরো লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে আখেরাতের আগে আমরা দুনিয়ার মঙ্গলকে স্থান দিই (ক্ষেত ভালো না হলে ফসল ভালো হবে কি করে?)। আমরা পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল রূপ, রস, গন্ধ, স্বাদ, ঐশ্বর্য, সুখানুভূতি ইত্যাদি সব সবকিছুকেই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নিয়ামত বা Gift মনে করি। কোরআনে মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র 'খলীফা' বা প্রতিনিধি হিসেবে বর্ণনা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহুওয়াতা'লা, আর পৃথিবীর সব সম্পদ হচ্ছে মানুষের হাতে একধরনের 'আমানাহ্' বা Trust বা বলা যায় মানুষ সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক কিন্তু সত্যিকার অর্থে সে কিছুরই মালিক নয়। সন্তান, স্ত্রী, প্রতিবেশ, পরিবেশ, জল, বায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ কোন কিছুই আমরা আসলে Own করি না বা অধিকার করি না। সবকিছুই আমাদের সাময়িক তত্ত্বাবধানে রয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত পৃথিবীর সম্পদসমূহ আমরা প্রয়োজনমত পরিমিত হারে ব্যবহার করবো বা ভোগ করবো, কিন্তু একদিকে যেমন এ সমস্ত নিয়ামত চিরকালের জন্য আমার ভেবে সেগুলোকে আঁকড়ে থাকতে গিয়ে জীবনটা এসবের জন্য নিবেদিত করবো না, তেমনি এগুলো পৃথিবী নামক এক নরকের বিষয়াদি (খৃষ্টান দর্শন অনুযায়ী) ভেবে এগুলোকে যথেচ্ছ অপব্যয় করবো না বা পৃথিবীর সম্পদের হরির লুট করবো না। বলাবাহুল্য প্রথম ধারায় অবস্থানরত ইহুদীরা পৃথিবীকে আঁকড়ে থাকতে গিয়ে যেমন অত্যন্ত সংকীর্ণ হৃদয় নীচু জন্তু-জানোয়ারের মত আচরণ করে এসেছে, তেমনি দ্বিতীয় ধারা থেকে উদ্ভূত পশ্চিমা সভ্যতা, পৃথিবীর সব প্রাকৃতিক সম্পদের হরির লুট করে আজ ভৌগলিক পরিবেশকে অত্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে—যেন পৃথিবী নামক নরকের উপর তারা গভীর আক্রোশে প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে সবর্দা—যাকে Plundering of Natural Resources বলা

www.nagorikpathagar.org

যায়। মূলতঃ খৃষ্টান পটভূমির পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তি তাই ঔপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়ায়, যথেচ্ছ ভাবে তাদের উপনিবেশের সম্পদ উজাড় করেছে-নিজেদের বা উপনিবেশের ভবিষ্যৎ সন্তানদের মঙ্গল/অমঙ্গল চিন্তা করার বিন্দুমাত্র অবকাশ বা সদিচ্ছা তাদের ছিল না। আজো, কাফিরতন্ত্রের মনোবৃত্তি তাই আছে। ৭টি বিশাল তৈল উত্তোলন কোম্পানী, যাদের তথাকথিত 'Seven Sisters' বলা হয়, তারা, মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সম্পদের কি হরির লুট করেছে তা অনেকেরই জানা। উপসাগর যুদ্ধের সময় লক্ষ কোটি ব্যারেল খনিজ তেল যেভাবে পুড়ে ছাই হয়েছে, তা দেখে একথা কারো বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, পশ্চিমা নীতি নির্ধারকরা একদিকে যেমন পৃথিবীর (সীমিত) সম্পদ ধ্বংস করার স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হতে কুণ্ঠাবোধ করেনি, অপর দিকে পরিবেশের জন্য মায়াকান্না কাঁদা ঐ সমস্ত মুনাফিকরা পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ পরিবেশ দূষণকে মোটেই অন্যায় বা অপরাধ মনে করেনি—কারণ খুব সহজ—যখন তাদের প্রয়োজনে অতি জঘন্য কোন কার্য সম্পাদন করা হয়, তখন তা Justified বা যথাযথ হয়ে যায়। এর বিপরীতে সত্যিকার মুসলমানদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা অজু করতে এক মগের জায়গায় দুই মগ পানি ব্যবহার করে ফেল্‌লে, তাদের মনে অপচয়ের অপরাধবোধ জাগে, কারণ একদিকে কোরআনে অপচয়কে যেমন তিরস্কার করা হয়েছে, অন্যদিকে রসূল (দঃ) নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, কথায় এবং কাজে, অপচয়কে নিন্দনীয় এবং পরিত্যাজ্য বিষয় বলে প্রতীয়মান করে গেছেন। সুতরাং 'Nike' এর বিজ্ঞাপনের 'Just Do It' মতবাদে কাফিরদের কোন আপত্তি না থাকলেও, মুসলিমরা কখনোই পরিণতির কথা কোন চিন্তা না করে 'Just Do It' প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন অপব্যয়, অপচয়, অবিচার বা অনাচার করতে পারে না। এমনকি যুদ্ধ অবস্থায়ও, ঐতিহ্যগত ভাবে দেখা গেছে যে মুসলমানরা শত্রু সাম্রাজ্য জয় করেও সেখানে কোন হত্যাযজ্ঞ বা লুটপাট চালায়নি—কারণ তারা যে সৃষ্টিকর্তার সদাজাগ্রত এবং সার্বক্ষণিক দৃষ্টির আওতাধীন, একথাটা ভুলতে পারেনি—যা হচ্ছে Taqwa বা খোদাভীরুতার এক অতি আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। এসম্বন্ধে বলতে গিয়ে, শ্রদ্ধেয় Gai Eaton তার Islam and the Destiny of Man বইতে বলেছেন, 'The rapidity with which Islam spread across the known world of the seventh to eighth centuries was strange enough, but stranger still is the fact that no rivers flowed with blood, no fields were enriched with the corpses of the vanquished. As worriors the Arabs might have been no better than others of their kind who had ravaged and slaughtered across the peopled lands but, unlike these others, they were on a leash. There were no massacres, no rapes, no cities burned. These men feared God to a degree scarcely imaginable in our time and were in awe of his all-seeing presence, aware of it in the wind and the trees, behind every rock and in every valley. Even in these srange lands there was no place in which they could hide from this presence, and while vast distanses beckoned them ever on words they trod softly on the earth, as they had been comanded to do. There had never been a conquest like this. [page#29-30, Islam and the Destiny of Man - Gai Eaton]

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানরা হবে মধ্য-পন্থার জাতি। আল্লাহ্‌র অনুমোদিত এবং প্রদত্ত সকল নিয়ামত তারা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করবে। ব্যক্তিগত উপার্জনের একটা সীমিত প্রচেষ্টার পরে, নিজের বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়সুখ বা কেবল নিজের ভোগসুখের জন্য শ্রম এবং সময় ব্যয় না করে, তা বরং সমগ্র সম্প্রদায় বা সমাজের মঙ্গলকল্পে নিয়োজিত হবে, সত্যিকার মুসলমানদের কাছে এমনটাই প্রত্যাশা করা হয়। প্রিয়নবী মুহাম্মদ (দঃ), আরবের জনগোষ্ঠী/গোত্রগুলোকে এই বলে দ্বীনের পথে আহ্‌বান জানিয়েছিলেন যে, তারা যদি নিজেদের দ্বীন-ইসলামভুক্ত করে তবে তাদের পরকাল তো মঙ্গলময় হবেই, উপরন্তু, তাদের পৃথিবীর যাবতীয় প্রয়োজনও যে আল্লাহ্‌ মিটিয়ে দেবেন, তিনি তারও গ্যারান্টি দিচ্ছেন। বিশ্বের প্রায় ১২৪ কোটি মুসলমানের একজন হিসেবে এবং রসূল(দঃ) এর এক অতি নগণ্য উম্মত হিসেবে আমি এটুকু বলতে পারি যে, Post-modern পর্যায়ের বিশ্ব-সভ্যতা আজ Nihilism এর শিকার হয়ে, সকল দিক নির্দেশনা ও মূল্যবোধ হারিয়ে যে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ধেয়ে চলেছে [ঠিক যেমন রোমান সভ্যতার পরিণতি হয়েছিল], 'বস্তুতঃ কাফির' না হয়ে, শুধুমাত্র ন্যূনতম মুসলমান থাকতে পারলেই, আমরা এবং কেবল আমরাই, এই ধ্বংস-প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে মাথা উঁচু করে টিকে থাকবো ইনশাআল্লাহ্‌।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে: কিভাবে? আমরা যদি ন্যূনতম মুসলমান থাকতে/হতে পারি তবে আমরা ধরে নিতে পারি যে আমাদের সন্তানরা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবে-Media Conditioning ও Consumerism এর শিকার হবে না তারা—সুতরাং ৪০ চ্যানেলের স্যাটেলাইট টেলিভিশনের প্রোগ্রাম নিয়ে তাদের সমস্যা থাকবে না—তাদের 'মুসলমান' বাবা-মায়ের মতই, তারা সময় অপচয় করবে না, বরং পড়াশোনা করবে, আর সঙ্গত কারণেই তারা সুশিক্ষিত হবে। তারা ফেন্সিডিলসেবী বা নেশাগ্রস্ত হবে না বিধায় কখনোই সমাজ/সংসারের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না বরং সমাজ গঠনের কাজে সবসময় মূল্যবান অবদান রাখবে। তাদের 'মুসলমান' বাবা-মা যেহেতু যথেচ্ছ ভোগ-সুখে বিশ্বাসী হবার কথা নয়, সেহেতু এসব ছেলে-মেয়েদের চাহিদা হবে সীমিত—এবং তা একদিকে যেমন তাদের বাবা-মাকে সৎ ও সীমিত আয় নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে সাহায্য করবে, অপরদিকে তারাও মাথা উঁচু করে সৎ জীবন ও জীবিকা অবলম্বন করতে সক্ষম হবে—যে কোন মূল্যে, প্রয়োজনে দেশ/জাতির স্বার্থ বিকিয়েও, প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তারা Rat race এ আত্মনিয়োগ করবে না। সত্যিকার মুসলিম পরিবারে যেহেতু সুন্দর পরিবেশ থাকবে, সেহেতু ধরেই নেয়া যায় যে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে আর সেই সুবাদে সমাজও সুদৃঢ় Building block এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। মুসলিম বাড়ীর পরিবেশে ও প্রতিবেশে যেহেতু যৌন অনুভূতি উদ্রেককারী 'ভোগ্যপণ্য' থাকবে না, সেহেতু নৈতিকতার স্খলন থেকে বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গের কোন সম্ভাবনা নেই। উপমহাদেশে মহামারী রূপে 'এইড্‌স' আসছে জেনেও, নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইনশাল্লাহ্‌, মুসলিমরাই কেবল কালের এই পরীক্ষায় নিশ্চিত ভাবে উত্তীর্ণ হয়ে টিকে থাকবে। বর্তমানে, আমাদের সমাজে, কৃত্রিম ও অহেতুক ভাবে সৃষ্ট কতগুলি সমস্যাও, সঠিক বয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, যা থেকে অনেক সময়

www.nagorikpathagar.org

অনাচারের সূত্রপাত হয়- যেমন ধরুন 'প্রতিষ্ঠিত' না হয়ে বিয়ে করা যাবে না, এমন প্রচলিত ধারণার আসলে কোন সঠিক ভিত্তিই নেই - গাড়ী, বাড়ী, সোফা-সেট, টিভি, ফ্রিজ, গায়ে হলুদের খরচ, বেনারসী/কাতানের খরচ, কমিউনিটি সেন্টারের খরচ, কনের বাড়ীতে বরযাত্রী আপ্যায়নের খরচ ইত্যাদির মূলে রয়েছে কেবলই লোক দেখানো কিছু সামাজিকতা, ইসলামে যার কোন ভিত্তি নেই - আর আসলে যে ছেলে বা মেয়ের জীবনে উপযুক্ত (আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত:যৌনবোধের) বয়সে পৌঁছানোর ফলে সঙ্গীর প্রয়োজন বোধ হয়, তাদের কাছে কি ঐ ঠুনকো ব্যাপারগুলোর কোন মূল্য আছে? - সত্যিকার মুসলিম পরিবারে, কাফির/মুশরিক ঐতিহ্য থেকে ধার করা ঐ সকল কৃত্রিম ব্যাপারের প্রয়োজনীয়তার বোধ থাকবে না বলেই, দাম্পত্য জীবন ও সেই জীবনে সুখ, দু'টোরই সহজ সম্ভাবনা থাকবে সেখানে। এভাবে আমরা,একের পর এক, আমাদের সময়ের প্রতিটি সমস্যা চিহ্নিত করলে দেখতে পাবো যে, সেসবের মূলে রয়েছে ইসলামী মূল্যবোধ থেকে আমাদের বিচ্যুতি—আর সেগুলোর সমাধান হচ্ছে কাফির সভ্যতার অনুকরণে, তাদের মত হতে চেয়ে আমরা যে 'বস্তুতঃ কাফিরের' জীবন যাপন করছি, সেটা থেকে বেরিয়ে এসে তওবা করে, কোরআন ও সুন্নাহ্র বিধান মেনে (কেবল নামসর্বস্ব মুসলমান না থেকে), ন্যূনতম হলেও, সত্যিকার মুসলমানের জীবন যাপন করা। আমাদের দেশের তরুণ-তরুণী বাবা-মায়েরা যদি, তাদের ছেলেমেয়েদের নিশ্চিত 'কাফিরায়নের' দিকে ঠেলে না দিয়ে, তাদের সমষ্টিতে, ইসলামী মূল্যবোধ নিয়ে গড়ে ওঠা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যের একটা নতুন প্রজন্ম তৈরী করতে পারতেন, তবে, 'একবিংশ শতাব্দীতে, পৃথিবী আমাদের পদানত হবে ইনশাল্লাহ্' - একথা বল্লে মোটেই বাড়িয়ে বলা হতো না। যারা ইতিহাস জানেন, তারা নিশ্চয়ই 'বদর-সাহাবীদের' (রাঃ) সংখ্যা জানেন—রসূল(দঃ) বস্তুতঃ ঐ মানুষগুলোকে নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তনের প্রকল্পের সূচনা করেন। বিশ্বাস করুন, বস্তুবাদের অবশ্যম্ভাবী ও আশু দেউলিয়াপনা/পতন ও বিশ্বাসহীনতা বা Nihilism থেকে সৃষ্ট অর্থহীনতা ও শূন্যতায়, পৃথিবীর বিশাল জনসংখ্যার কাছে মানবজীবন ছায়া-তরুহীন প্রখর সূর্যময় মরুভূমিতে রূপান্তরিত হবে (অনেকে আশঙ্কা করেন, বস্তুবাদী বিশ্বের মানুষ হয়তো, গণহারে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে)—আর সেই মরুজীবনে ইসলামই হবে একমাত্র প্রাণের আধার—জীবন রক্ষাকারী ফল্গুধারা। অনেকে মনে করতে পারেন, এসবই আমার কল্পনাবিলাসী মানসের স্বপ্ন-কিন্তু একটিবার কোরআন খুলে দেখুন—স্বয়ং আল্লাহ্ই আমাকে এই স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্!

www.nagorikpathagar.org

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সুপারিশকৃত আনুষঙ্গিক বইপত্র

বা

Recommended Readings

1. *The Message of the Qur'an- Translated and explained by Muhammad Asad.*
2. *Dajjal the AntiChrist - Ahmad Thomson.*
3. *Human Rights and the New World Order- Chandra Muzaffar.*
4. *Islam and the Destiny of Man- Gai Eaton*
5. *Islam and Western Society -Maryam Jameelah.*
6. *Postmodernism and the other - Ziauddin Sardar.*
7. *Islam the Alternative - Dr. Murad Wilfried Hofmann.*
8. *Islam 2000-Dr. Murad Wilfried Hofmann.*
9. *The Venture of Islam - Marshall G. Hodgson.*
10. *The Bible the Qur'an and Science - Dr. Maurice Bucaille.*
11. *Orientalism - Edward W.Said*
12. *Covering Islam- Edward W.Said.*
13. *Islam at the Crossroads - Muhammad Asad.*
14. *The Autobiography Of Malcom X-As told to Alex Haley.*
15. *The Warriors of the Prophet - Mark Huband.*
16. *Milestones- Sayyid Qutb.*
17. *Allah is Known Through Reason-Harun Yahya*
18. *Struggling to Surrender- Jeffrey Lang.*
19. *The Problem of Ideas in the Muslim World-Malik Bennabi.*
20. *The Evolution Deceit - Harun Yahya.*
21. *The Vision os Islam- Sachiko Murata and William C. Chittick*
22. *Strangers in Our Homes : TV and Our Children's Minds - Susan R.Johnson M.D. and Hamza Yusuf Hanson.*
23. *The Fifth Miracle- Paul Davies.*
24. *God, Chance and Necessity - Keith Ward.*
25. *Enemy in the Mirror - Euben*
26. *Daughters of Another Path - Carrol L. Anway.*

[বঙ্গানুবাদ ঃ অন্য পথের কন্যারা]

www.nagorikpathagar.org

GLOSSARY

Anglo- Saxons:

Anglo-Saxons were members of Germanic tribes that settled in what is now England in the A.D. 400's and 500's. These tribes were the Angles, the Saxons, and the Jutes. According to tradition, a British king named Vortigern invited the Germanic tribes to help him drive back the invading Picts and Scots. But the allies quarreled, and soon the Germanic tribes began to drive out the native Britons. By the end of the 500's the Angles, Saxons, and Jutes had occupied nearly all of southern and eastern Britain.

এঙ্গলো-সেক্সনরা জার্মান উৎসের ঐ সমস্ত গোত্রের সদস্য, যারা পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে এখন আমরা যে ভূখন্ডকে ইংল্যান্ড বলি, সেখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এই গোত্রগুলো ছিল ঃ এঙ্গেল্স, সেক্সন্স এবং জুট্স। এমন কথা প্রচলিত রয়েছে যে, Vortigern নামক একজন বৃটিশ রাজা, আগ্রাসী পিক্ট ও স্কটদের বিতাড়িত করতে তাকে সহায়তা করার জন্য, ঐ জার্মান গোত্র সমূহকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মিত্রদের ভিতর বিবাদ বাঁধে, এবং সহসাই, ঐ জার্মান গোত্রগুলি স্থানীয় বৃটিশদেরই বিতাড়িত করতে শুরু করে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে, বৃটেনের দক্ষিণ ও পূর্ব অংশের প্রায় পুরোটাই এঙ্গেল্স, সেক্সন্স এবং জুট্সদের দখলে চলে আসে।

উল্লেখ্য যে, এই এঙ্গলো-সেক্সনরাই নিজেদের বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ ও জাতিগত গোষ্ঠী বলে মনে করে, আর তাই নিজেদের স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর নেতৃত্বের একক প্রধান দাবীদার মনে করে।

Dar al -Harb:

The abode of conflict, wherever the deen of Kufr is established
[Page # 196, Dajjal the AntiChrist - Ahmad Thomson]

[ইসলামী পরিভাষায় যে ভূমিতে "কুফ্র"-এর দ্বীন বা জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠিত, সেই ভূমিকে "দারুল হার্ব" বা সংঘাতের সাম্রাজ্য বলা হয়]

Dar Al-Islam :

The abode of peace, wherever the deen of Islam is established.
[page # 197, Dajjal the AntiChrist - Ahmad Thomson.]

[ইসলামী পরিভাষায়] যে ভূমিতে ইসলামের দ্বীন বা জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠিত, সেই ভূমিকে "দারুল ইসলাম" বা ইসলামের সাম্রাজ্য বলা হয়।

www.nagorikpathagar.org

Deconstruct :

To analyze the language of literature and Philosophy, esp so as to show that parts of it may not be consistent with each other [Oxford dictionary]

সাহিত্য বা দর্শনের ভাষাকে বিশ্লেষণ করা- বিশেষতঃ তার বিভিন্ন অংশের মাঝে অসঙ্গতি রয়েছে- এমন প্রতীয়মান করার উদ্দেশ্যে বিশ্লেষণ করা ।

Deconstruction :

A method of literary criticism that assumes language refers only to itself rather than to an extratextual reality, that asserts multiple conflicting interpretations of a text, and that bases such interpretations on the philosophical, political, or social implications of the use of language in the text rather than on the author's intention. [Webster dictionary]

সাহিত্য সমালোচনার একটি পদ্ধতি বা ধারা, যা ধরে নেয় যে, ভাষাকে রচনা বহির্ভূত কোন বাস্তবতার আলোকে বিচার না করে বরং কেবল তার (ভাষার) নিরিখেই বিচার করা উচিত- যে পদ্ধতি একটা রচনার বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে এবং তা করতে গিয়ে রচয়িতার মনোভাবের বিচার না করে বরং ভাষা ব্যবহারের দার্শনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিককেই প্রাধান্য দেয় ।

The methodology of discursive analysis -

পরস্পর বিরোধী, অপ্রাসঙ্গিক যুক্তিতর্কের অবতারণা করে এবং কেবল আক্ষরিক অর্থ ধরে নিয়ে কোন বিষয়ের সমালোচনা করা বা সেই বিষয়কে অর্থহীন/হেয় প্রতিপন্ন করা ।

Deen :

The life transaction, the way you live and behave towards Allah. It is submission and obedience to particular system of rules and practices. Literally it means the debt or exchange situation between two parties, in this usage the Creator and the created, of as some say between the conditioned and the unconditioned, the limited and the limitless, or the many and the One. Allah says in the Qur'an that surely the deen with Allah is Islam.
[Page # 197, Dajjal the AntiChrist - Ahmad Thomson]
আপনি কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে লেনদেন করে থাকেন, আপনার জীবন যাপন বা জীবনের ধরন কেমন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গী কি- এসবই দ্বীনের আওতায় আসছে । দ্বীন হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার নিয়মকানুন ও সেসবের অনুশীলনের প্রতি কারো আত্মসমর্পণ এবং

www.nagorikpathagar.org

আনুগত্য। দ্বীনের শব্দগত অর্থ হচ্ছে ঋণ বা দুইটি পক্ষের মাঝে একটা দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক - ইসলামী পরিভাষায় যে সম্পর্কটি হচ্ছে: সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে- অথবা যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন- পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মাঝে -সীমিত ও অসীমের মাঝে- অথবা বলা যায় 'অনেক' এবং 'এক'-এর মাঝে।

কোরআনে আল্লাহ্ বলেন যে, নিশ্চিত ভাবে ইসলামই হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত জীবনধারা বা দ্বীন।

Kafir/ Kufr:

Kafir: The one who disbelieves in Allah, His Messengers, all the Angels, all the Holy Books, Day of Resurrection and in the Al-Qadar (Divine pre-ordainments, good or bad)
[The Noble Qur'an - Translated by Takiuddin Hillali, Muhsin Khan]

যে আল্লাহ্য়, তাঁর রসূলগণে (দঃ), আসমানী কিতাব সমূহে, ফেরেশতাগণে, কিয়ামতের দিনে এবং অদৃষ্টে অবিশ্বাস করে।

Kufr is to cover up and to reject. The kafir is one who covers up the true nature of existence - that is that there is no god only Allah- and who rejects the messengers who are sent by Allah to show people how to live in harmony with what is within them and what is without them, and to worship and have knowledge of Allah.
[page #7, Dajjal the AntiChrist - Ahmad Thomson.]

কুফ্র হচ্ছে গোপন করা বা প্রত্যাখ্যান করা। কাফির হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে অস্তিত্বের সত্যিকার স্বরূপ গোপন করে- অর্থাৎ যে এই সত্যটি গোপন করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই- এবং যারা ঐ সমস্ত রসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করে, যাঁদের, অন্তরের ভিতরে যা রয়েছে এবং বাইরের জগতে যা কিছু রয়েছে, তার সাথে সাম্য অবস্থায় মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করবে সে শিক্ষা দিতে- কিভাবে আল্লাহ্র উপাসনা করতে হবে সে শিক্ষা দিতে-এবং কিভাবে আল্লাহ্ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হবে সে শিক্ষা দিতে, আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে।

Kafir:
Truth-concealer. A person who has the attribute of kufr.
[page #341, The Vision os Islam - S. Murata and W. C. Chittick]

সত্য গোপনকারী। যার মাঝে "কুফ্র" রয়েছে।
Kufr:
Ungrateful truth-concealing; literally, to cover over and conceal. In Koranic

www.nagorikpathagar.org

usage, it is opposite of both iman (faith) and shukr (gratitude). Most Koran translators have rendered the word as 'unbelief' or 'infidelity' in the first meaning and as " ingratitude" in the second. In general, kufr is considered one of the worst of sins, because it involves being ungrateful to God through rejecting His guidance.
[page # 342, The Vision of Islam- S. Murata and W.C. Chittick]

অকৃতজ্ঞ সত্যগোপনকারী; শব্দগত অর্থে, কোন কিছু ঢেকে দেয়া বা লুকানো। কোরআনের পরিভাষায় "কুফ্‌র" হচ্ছে ইমান (বিশ্বাস) এবং শুকর (কৃতজ্ঞতা) দুটোরই বিপরীত। বেশীর ভাগ কোরআন অনুবাদকের মতেই "কুফ্‌র"-এর প্রথম অর্থ হচ্ছে "বিশ্বাসহীনতা" এবং এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে "অকৃতজ্ঞতা"। আল্লাহ্‌র দেয়া দিক নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে কুফ্‌রকে সাধারণভাবে অন্যতম নিকৃষ্ট পাপ বলে গণ্য করা হয়।

Orientalist:

Anyone who teaches, writes about, or researches the Orient - and this applies whether the person is an anthropologist, socialogist, historian, or philologist - either in its specific or its general aspect, is an Orientalist, ... [page # 2, Orientalism - Edward W. Said].
যে ব্যক্তি প্রাচ্য-সম্বন্ধীয় বিষয়াবলীতে শিক্ষকতা করেন বা ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর লিখেন বা গবেষণা করেন-সে ব্যক্তি যদি একজন নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ বা ভাষাতত্ত্ববিদও হন-তবে তাঁকে প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে।

Taghut:

The word Taghut covers a wide range of meanings: It means anything worshipped other than the Real God (Allah), i.e. all the false deities. It may be Satan, devils, idols, stones, sun, stars, angels, human beings e.g. Jesus, Messenger of Allah, who are falsely worshipped, and wrongly followed.
[The Noble Qur'an - Translated by Takiuddin Hillali. Muhsin Khan]

"তাগুত" শব্দটি বেশ ব্যাপক ও ভিন্ন অর্থবোধক কিছু ধারণা বহন করে: শব্দটি সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ্‌) ছাড়া যে কোন মিথ্যা আরাধ্যকেই বুঝায়। সেই আরাধ্য বস্তু/সত্তা শয়তান, অপশক্তি, মূর্তি, পাথর, সূর্য, তারা, ফেরেশতা, কোন বিশেষ মানুষ, যেমন: ঈসা (আঃ)-এমন যে কোন কিছুই হতে পারে, যাকে ভুল ভাবে উপাসনা করা হয় বা অনুসরণ করা হয়।

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ

এ বইয়ের প্রচ্ছদ তৈরী করা হয়েছে বইয়ের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, এতে মানবসভ্যতার বর্তমান অবস্থার একটা চিত্র উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে পাঠকদের কাছে বিষয়টা কিছুটা ব্যাখ্যা করা

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজন। প্রচ্ছদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হচ্ছে এর মাঝখানে চিত্রিত পিরামিড এবং একটি বিচ্ছিন্ন চোখওয়ালা অংশটি। অনেকেই হয়ত জেনে অবাক হবেন যে মাঝখানে এই চিহ্নটি অঙ্কিত রয়েছে মার্কিন ১ ডলারের নোটের ওপর, ১ ডলারের যে দিকটিকে সাধারণ অর্থ "নিচের দিক" বলা যায়, এই চিহ্নটি সেদিকে রয়েছে। এর নিচে ল্যাটিন ভাষায় লেখা রয়েছে 'NOVUS ORDO SECLORUM' যা ইংরেজী করলে দাঁড়ায় 'NEW SECULAR ORDER' বা 'NEW WORLD ORDER'। মার্কিন ডলারে মুদ্রিত এই বিচ্ছিন্ন চোখটি 'রে' নামক মিশরীয় সূর্যদেবতার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অঙ্গ, মিশরীয় পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী এই চোখটি সকল প্রকার জাগতিক এবং মানবীয় কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে এই পিরামিডটি সম্পূর্ণ বস্তুবাদী একটি জীবন-ব্যবস্থার প্রতীক, যে ব্যবস্থায় সমাজের মুষ্টিমেয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বের মানুষকে তাদের 'ওয়েজ স্লেভে' পরিণত করে এবং লিপ্ত হয় এক মানবচালিত এক ক্ষমতার পিরামিড নির্মাণের কাজে, স্বেচ্ছায় হোক বা অজান্তে হোক বিশ্বের প্রতিটি মানুষ যোগ দেয় এই নির্মাণ প্রক্রিয়ায়। এই পিরামিডের শীর্ষে থেকে গুটিকতক লোক নিয়ন্ত্রণ করবে মানবজীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড। বর্তমান বিশ্বে ঠিক তাই ঘটছে, মানুষ 'সুখের' খোঁজে এবং প্রগতি ও উন্নতির নামে তাদের মেধা, শক্তি অর্থ ব্যয় করছে এই সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নির্মাণের কাজে, যে কেন্দ্র থেকে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে অসাধারণ দক্ষতায়। একটি সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় মানবজীবনের প্রতিটি দিক পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হবে একটি 'চোখ' এর ইশারায়। মানুষ যেই স্বাধীন জীবন এবং মুক্তির অন্বেষণে আজ বস্তুর পেছনে ছুটছে, হঠাৎই সে আবিস্কার করবে যে তার সেই 'মুক্তি' মরীচিকার মতই প্রস্থান করেছে দৃষ্টিপট থেকে, বরং সে দেখবে যে তার চিন্তা-ভাবনা, তার স্বপ্ন-কল্পনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছে সর্বত্র বিরাজমান অপলক একটি 'বিচ্ছিন্ন চোখ'।

ইসলামী তত্ত্ব অনুযায়ী এই বস্তুবাদী ধারার চূড়ান্ত পর্বে পৃথিবীতে 'দাজ্জাল'-এর আবির্ভাব ঘটবে এবং এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই 'দাজ্জাল' নামক চরিত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সে বর্ণনা অনুযায়ী দাজ্জালের চোখ থাকবে একটি। এই এক চোখের একটি তাৎপর্য হচ্ছে এই যে সে মানুষকে আহবান করবে কেবল বস্তুর দিকে (অর্থাৎ বস্তুবাদী ব্যবস্থার দিকে), কিন্তু মানুষের দৃষ্টিপটে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব থাকবে না, অর্থাৎ মানুষ যেন কেবল এক চোখ দিয়ে শুধু এক বস্তুকেই চিনবে। এক চোখের আরও চমৎকার একটি তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মানুষের দেখার জন্য একটি চোখ যথেষ্ট হলেও একটি চোখ দিয়ে মানুষ কোন কিছুর গভীরতা নির্ণয় করতে পারে না, গভীরতার মাত্রা অনুভব করতে মানুষের দুটি চোখের প্রয়োজন। তাই দাজ্জাল মানুষকে এমন দর্শনের প্রতি আহবান করবে, যে দর্শন অনুযায়ী মানুষের দৃষ্টির পরিধি বস্তুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, সে তার চিন্তার গভীরতা হারিয়ে ফেলবে, তাই সৃষ্টির আড়ালে যে স্রষ্টা রয়েছেন, সে কথা সে উপলব্ধি করবে না। বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে আমরা যে

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখছি, তা সবই দাজ্জালের আবির্ভাবের প্রস্তুতিপর্ব। সমগ্র বিশ্বে আজ দাজ্জালের আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে। আর তাই অধিকাংশ মানুষের নিকট জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু যে 'ডলার', সেই ডলারের নোটে বিচ্ছিন্ন চোখ আজ প্রকাশ্যে দাজ্জালের আগমনের আভাস দিচ্ছে। 'NEW WORLD ORDER' এই 'DAJJALIC SYSTEM' এরই ছদ্মনাম। আমাদের মুসলিমদের জন্য তা অত্যন্ত শংকার কারণ হওয়ার কথা, কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন বারবার, আর তিনি দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য দু'আ শিখিয়ে গিয়েছেন, যা প্রতি সালাতেই পাঠ করা হয় (যদিও আমাদের দেশে মানুষ এই দু'আটি সম্পর্কে খুব একটা অবগত নয়।)

বর্তমান কালে বস্তুবাদী এই ব্যবস্থা সকল ধর্মের মানুষকেই গ্রাস করেছে, প্রতিটি মত, ধর্ম এবং দর্শনের ধারাই এসে মিলিত হয়েছে বস্তুভিত্তিক এই নাস্তিক্যবাদী ধারার সাথে। আস্তিকদের পক্ষেও এই ধারায় মিশে যাওয়াটা কষ্টকর নয় ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তারা জীবন থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারবে। অর্থাৎ মানুষের একজন দেবতাকে প্রয়োজন, ঠিক আছে, একজন দেবতা থাকতে পারবে, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের সাহায্যে তার উপাসনাও করা যাবে, তবে সেই দেবতা যেন আবার পার্থিব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে না আসে, এমন নির্জীব দেবতা যদি খুঁজে বের করা যায় তবে একই সাথে 'ধার্মিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' হতেও দোষ নেই। পৃথিবীর সব ধর্মই আজ চাহিদা অনুযায়ী এরকম 'গৃহপালিত' দেবতার জন্ম দিতে পেরেছে, এক ইসলাম ধর্ম ছাড়া। কেননা ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম যা মানব প্রবর্তিত কোন দর্শন নয়, তাই এতে কোন ধরনের পরিবর্তনও আনা যাবে না, অন্তত মুসলিমরা সেরকমই মনে করে। তাই মুসলিমগণ এখনও সেরকম একজন ধর্মনিরপেক্ষ দেবতা খুঁজে বের করতে পারেন নি, ফলে স্বাভাবিকভাবেই সর্বগ্রাসী বস্তুবাদী ব্যবস্থার বিপক্ষে আজ একমাত্র হুমকি হচ্ছে ইসলাম।

এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে এ বইয়ের প্রচ্ছদের তাৎপর্য। আর বইয়ের বিষয়বস্তুও তাই। এ সব কিছুর উদ্দেশ্য মুসলিমদেরকে জাগিয়ে তোলা, কেননা আমেরিকান মুসলিম পন্ডিত শ্রদ্ধেয় হামযা ইউসুফের ভাষায়ঃ ' IF WE GO TO SLEEP THEN THIS IS WHEN THE DAJJAL TAKES OVER.'

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

লেখক পরিচিতি:

মোঃ এনামুল হক ১৯৫৫ সালে সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর মেরিন প্রকৌশলী, বর্তমানে একটি বহুজাতিক কোম্পানীতে প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত। ইসলামের উপর প্রবল আগ্রহের বশবর্তী হয়ে **"DAUGHTERS OF ANOTHER PATH"** এবং **"ISLAM 2000"** নামক দু'খানা বই অনুবাদ করলেও, এই বইখানাই তাঁর প্রথম নিজস্ব প্রয়াস।

BCBS

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা